কলঙ্ক!

প্রথম সংস্করণ।

মেদিনীপুর হিতৈষী অফিস হইতে

শ্রীরামসহায় নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"নাগ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

ভবানীপুর, ৩৯ নং চন্দ্রনাথ চাটার্জির ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে

শ্রীহৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।
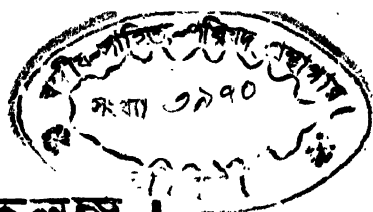
কলঙ্ক !

কলঙ্ক বিকাইবে না ?

কলঙ্ক লিখিতে বসিয়া মনে হইল, কলঙ্ক কিনিবে কে ? মন্দ জিনিস কেহ কি পয়সা দিয়া ক্রয় করে ? লোকে যশঃ, নাম, গৌরব, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পয়সা দিয়া ক্রয় করে বটে কিন্তু কলঙ্ক ক্রয় করিবে কেন ? যাহার নাম শুনিলে লোকে নাসিকা কুঞ্চিত করে—ঘৃণার হাসি হাসে—সহস্র হস্ত অন্তর দিয়া পলায়ন করে, কে তাহাকে পয়সা দিয়া কিনিয়া আনিবে, ঘরে তুলিবে ?

একবার মনে হইল যাহার যাহা অভাব, যাহার যাহা অপ্রতুল সে তাহা ক্রয় করিয়া অভাব পূরণ করে। যাহার কলঙ্কের অভাব নাই সে ক্রয় করিবে কেন ? যাহার কলঙ্কের অভাব আছে সেই ক্রয় করিবে !

কে যেন বলিল তাহা নহে, যাহার কলঙ্কের অভাব সে ক্রয় করিবে আর যাহার কলঙ্কের অভাব নাই সেও ক্রয় করিবে। কারণ উভয়েই অনুসন্ধিৎসু। যাহার কলঙ্ক

আছে সে পরের কলঙ্ক পাইলে নানা অলঙ্কার দিয়া তাহাকে সাজাইতে চায়, আপনার ন্যায় আরও কলঙ্কী আছে জানিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, যাহার কলঙ্ক নাই সে আপনার মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতে পরের কলঙ্ক কীর্ত্তন করে। সুতরাং কলঙ্কের গ্রাহক অনেক!

আবার মনে হইল, তাহা নহে পরের কলঙ্কে লোকের যেমন আগ্রহ ঘরের কলঙ্কে তাহা নহে। পরের কলঙ্ক পড়িতে,—পরের কলঙ্কের কথা পাড়িতে আজি কালিকার সমাজ সাধারণ যেমন অনুসন্ধিৎসু—যেমন আগ্রহান্বিত তাহাতে মনে হয় আমার কলঙ্ক বিকাইবে বৈকি!

আবার বড় ঘরের বড় কলঙ্কের আদর বেশী! কারণ লোকে গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে যত্নবান ও তাহাদের কলঙ্কের কথা পাড়িতে শত মুখ হয়। নেহাৎ না মিলিলে মনগড়া একটা কলঙ্কও রটাইয়া দেওয়া হয় কারণ তাহার শ্রোতা অনেক! সে কথা শুনিতে তাহাদের চক্ষুঃ বিস্ফারিত, কর্ণ দীর্ঘীভূত, মন নিশ্চল, দেহ নিস্পন্দ, ললাট হর্ষোৎফুল্ল ও অদম্য আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দাম এবং উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! সুতরাং ইহা বিকাইবে না কেন?

যাহা হউক, আমার কলঙ্ক কাহিনী পাঠ করিয়া কলঙ্কী বা কলঙ্কিনী যে পরিমাণে উপকৃত হইবেন, অকলঙ্কী বা

অকলঙ্কিনী তদপেক্ষা অধিকতর শিক্ষালাভ করিবেন এই জন্যই ইহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কলঙ্ক ঘৃণ্য বটে, কলঙ্ক নাক্কারজনক অপদার্থ বটে; কিন্তু লোভে হউক, প্রলোভনে হউক, বুদ্ধির দোষে হউক, বয়সের ধর্ম্মে হউক—অনেকেই কলঙ্ক হুতাশনে পতঙ্গ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। পাপের আপাতঃমধুরতাই এ অনর্থের মূল। আমি নিজে কলঙ্কিনী! বুদ্ধির দোষে বয়সের স্ব-ধর্ম্মে পাপের আপাতঃমধুরতায় আমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমার পিতৃকুল মাতৃকুল পতিকুলে কিরূপ কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়াছি ভগিনীগণ আজ তাহারই উজ্জ্বল চিত্র অনুতাপের ডালিতে তুলিয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি তোমরা চিত্র দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে—নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিবে ইহাই কামনা—ইহাই ভিক্ষা! উদ্দেশ্য,—তবুও যদি পাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হয়!!

যে পাপে আমি মজিয়াছি, স্নেহের ভগিনী তোমরা,—তোমরা সে হুতাশনে ভ্রম ক্রমেও যাহাতে আত্মবিসর্জ্জন না কর—জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ না হও—তাহাই আমার উদ্দেশ্য। আমি গর্ত্তে পড়িয়াছি তোমারা দেখিয়া পথ চল! আমি ডুবিয়াছি তোমরা সাবধান হও। আমি পুড়িতেছি তোমরা আত্মরক্ষা কর। আমার দিকে তাকাও আমার যাতনা লক্ষ্য কর তোমাদের মঙ্গল হইবে!

"মজোনা মজোনা পাপেতে মজোনা,
সুধা ফেলে কেন গরল খাও ?"

ধৈর্য্য সহকারে হতভাগিনীর কলঙ্ক কাহিনী পাঠ কর। আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি তাহা দেখ। পাঠ করিতে বিরক্ত হইও না। নিম তিক্ত বটে কিন্তু বড় উপকারী বসন্তে নিম্ব ভোজন শাস্ত্রকারের অভিমত! যদি বসন্তেই ব্যস্ত না হও তবে আরও দেখিবে নিম্ব বৃক্ষে মেওয়া ফলে!"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—§*§—

ভগিনীগণ! আমি তোমাদের একটী হতভাগিনী ভগিনী। আজ আমার দুঃখের কথা তোমাদের নিকট বলিব। ভগিনী ভগিনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে, ভগিনী ভগিনীকে বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করে তাই আমার বিপদের কথা তোমাদের নিকট বলিব। তোমরা সাবধান হইবে তাই সে কথা বলিব।

এ হতভাগিনীর ন্যায় তোমরা পাপিনী নও তাহা জানি, তবু সে পাপের কথা তোমাদের নিকট বলিব কারণ শুনিয়া রাখা ভাল হয়ত তাহাতে আমার ন্যায় অল্প-বুদ্ধি কোন্ কোন ভগিনীর উপকার হইতে পারে।

আমি সদ্বংশোদ্ভবা, কায়স্থকন্যা। পিতার নাম ও ধন আছে। পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় কোথায় তাহা বলিব না। আমি পিতার একমাত্র কন্যা ও আদরিণী। বাল্যকাল হইতেই আমি বুদ্ধি-শালিনী। কিছু জ্ঞান হইলেই পিতা আমায় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। এক গা গহনা পরিয়া গরবে ঝম্ ঝম্ করিয়া ঝির সহিত ইস্কুলে যাইতাম। ইস্কুলে গিয়া কাহারও নূতন বেশ ভূষা দেখিলে বাড়ীতে আসিয়া

মাকে বলিতাম—পিতা অচিরেই আমার আবদার পূর্ণ করিতেন। নূতন নূতন বেশ ভূষার বাহার দেখাইবার জন্যই যেন আমি ইস্কুলে যাইতাম!

আমি বাল্যকাল হইতেই বেশ পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসিতাম। বই শেলেট কোন রূপে অপরিচ্ছন্ন হইতে দিতাম না। বেশ—ভূষা—গায়ের ত কথাই নাই এদিককার চুলটী ওদিকে যেতে দিতাম না। এ সব সত্ত্বেও আমার পড়ার বেশ চাড় ছিল। যাহা একবার পড়িতাম, তাহা আমি প্রায় ভুলিতাম না। এমনই করিয়া বাল্যকালের গর্ব্ব মাখা ফোট ফোট ভাবটা দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন জানিতাম না যে এমন দিন চিরদিন থাকে না। আমি হাজার ধনীর মেয়ে হই আমি হাজার ধন রত্ন অর্থ সামর্থ্যে পালিত হই, আমি হাজার খাওয়া পরার সাধ মিটাই—আমার এমন দিন চিরদিন থাকিবে না! তখন জানিতাম না যে, বিধাতার কলমের উপর কাহারও কিছু করিবার যো নাই। তখন ভাবিতাম আমি ধনীর মেয়ে আমার এমনই দিন চিরদিন যাইবে। কাহারও উপরোধ অনুরোধ মানিতাম না; দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ মুখের উপর বলিতাম। ধনীর আদুরে মেয়ের যেমন স্বভাব প্রায় হইয়া থাকে আমার তাহার কিছুই ব্যতিক্রম হয় নাই। ইস্কুলের মেয়েদের আমি বড় গ্রাহ্য করিতাম না, কেহ এক কথা বলিলে দশ কথা শুনাইয়া দিতাম। মাষ্টার পণ্ডিতকেও

বড় একটা ভয় করিতাম না। মনে করিতাম আমাদের পয়সা আছে আমাদিগকে সবাই ভয় করিয়া চলিবে। কাহারও নিকট যে এ ভাবটা শিখিয়া ছিলাম তাহা নহে। বাড়ীর সবার এই রকম একটা ভাব দেখিয়া তাহা আপন আপনি শিখিয়া ছিলাম। তখন জানিতাম না যে, ছার পয়সা! পয়সায় সুখ সন্তোষ মিলেনা! পয়সার অহঙ্কার কেহ সহ্য করেনা। ঋণী বলিয়া দুই চারিজন মুখে ধনীর হাঁ'য় হাঁ মিলাইতে পারে কিন্তু অন্তরে নয়!

আমার বাল্যের ভাব কাটিল, বিবাহের বয়স হইল, পিতার অনুগত জনের অভাব নাই। মৌচাকে মৌমাছির বাসা। তাহারা চারিদিক হইতে কত বিবাহ সম্বন্ধ আনিল। কোথাও পিতার মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন আমার একটী মেয়ে, টাকার জন্য চিন্তা নাই গহনার জন্য চিন্তা নাই, আমি সুপাত্র চাই পাত্রটী বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, যুবা, নাধোস্ নোধোস্ চেহারা সুন্দর হওয়া চাই।"

আবার তাহারা চারিদিক হইতে সংবাদ আনিতে লাগিল। মেয়ে দেখার অজুহাতে আমার ইস্কুল বন্ধ হইতে লাগিল। যাহাহউক আমি শীঘ্রই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। বই পুতুল গহনা পুরস্কার পাইলাম। কিন্তু শীঘ্রই আমায় ইস্কুল ছাড়িতে হইল—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও পণ্ডিত মাষ্টারেরা আমার আরও উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বাড়ীতে আসিয়া পিতা মাতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। পিতার

মত ছিল না কিন্তু মার মত হইল। তাই মাঝে মাঝে ইস্কুলে যাইতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন বিবাহের বয়স হইয়াছে। চারিদিকে হইতে সম্বন্ধ আসিতেছে বলিয়া আমারও আর ইস্কুলে যাইতে লজ্জা হইতে লাগিল। আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও মায়ের ইচ্ছায় আমি ইস্কুলে যাইতে লাগিলাম।

বলিতে লজ্জা করে বিবাহ যে বিষয়টা কি তাহা বুঝিয়াছিলাম তাই আরও লজ্জা হইতে লাগিল। রমণী-মহলে এ সব কথার চর্চ্চা প্রায়ই হয় সুতরাং বালিকারাও এ সব বিষয় অতি অল্প বয়সেই শিখে।

আমি পিতার মাতার আদরে ছিলাম—খাওয়া পরার চিন্তা ছিল না। কোন বিষয়ের অভাব ছিল না মনে বেশ স্ফূর্ত্তি ছিল সেই জন্য আমার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ছিল। এমন কি পোড়া শরীরের জন্য অনেক সময় আমি বাহিরে যাইতে লজ্জা পাইতাম। এক দিন ইস্কুল হইতে বাড়ী আসিতেছি, ঝি আমায় কতকদূর আগাইয়া দিয়া গেল। পরে ঝি চলিয়া গেলে একটা দুষ্ট বালক এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া আমার হাতে দিয়া গেল। তাহাতে লেখা ছিল—"আমায় বিয়ে করবে ?" আমি নীরবে বাড়ীতে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা বলিলেন আর ইস্কুলে গিয়া কাজ নাই। সেই দিন হইতে আমার ইস্কুল বন্ধ হইল।

এ দিকে একটি সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি হইল। বাবা ও মার মত হইল। কারণ পাত্রটী বাবার মনের মত।

শুভস্য শীঘ্রং! বাবা বর কর্ত্তাকে অগ্রেই কয়েক শত টাকা দিলেন। পাত্রটী বি, এ, পাশ করিয়া "ল" পড়িতেছিলেন। তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল কিন্তু নানা কারণে তাহাদের অবনতি ঘটে। কোঠা বাড়ী সহিত বাস্তু ভিটা ৭০০৲ শত টাকার জন্য কাহারও নিকট বাঁধা ছিল। বাবা বলিলেন বিবাহের পর টাকা দিয়া আমি তাহা ছাড়াইয়া দিব। এই জন্য বর পক্ষের সম্পূর্ণ মত হইল। কিন্তু বরের মত হইয়াছিল কিনা জানিনা। বর আমায় দেখেন নাই। আমি যদিও সুশ্রী বটে কিন্তু শ্যামবর্ণ। যাহাহউক শুনিলাম বর খুব সুন্দর যেন সোনার কার্ত্তিক ময়ূব ছেড়ে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছেন! তখন মনে একটা আনন্দ হ'ল, সে আনন্দটা যে বরের আনন্দ তা নয় সেটা বিয়ের আনন্দ! বিয়ে হ'লে যে আমি একটা নতুনতর কিছু হব সে জন্য যে আনন্দ তাও নয়—আনন্দ এই জন্য যে, ইংরাজি বাজনা বাজবে, মাদ্রাজী বাজনা বাজবে, সানাই বাজবে, অনেক বাড়ীতে নেমতন্ন খাব, কত গন্ধ দ্রব্য আসবে, কত রকমের শাড়ী আসবে, নতুন নতুন গহনা ইত্যাদি পরব এই জন্য আনন্দ; কন্তু এই সব চিন্তা করতে করতে যখন বরের বাড়ী যাবার কথাটা মনে পড়ল তখন বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। ভাবলুম তাইত সবাইকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকব? যাকে কখনও জীবনে দেখিনি তার সঙ্গে কেমন ক'বে কথা কইব? তার সাম্‌নে বেরুতে যে ভয় করবে? আমার কথা প্রকাশ হয়ে

পড়ল এক জন বয়স্কা শুনে বল্লে—"ফাঁকে থেকে অমন ভয় পায় লো অমন ভয় পায়, আবার গায়ে হাত পড়লেই ভয় ভেঙ্গে যায় !" তখন তার সেই বিদ্রূপের অর্থ বুঝতে পারিনি।

যাহা হউক, বিয়ে ঘনীয়ে এল। বর থাকতেন এলাহা-বাদে, শুনলাম তিনি বাড়ী এলেন, গায়ে হলুদের তত্ত্ব এল— আমাদেরও বুঝি তত্ত্ব গেল। তখন এ তত্ত্বের যে এত স্বত্ব তাহা বুঝতাম না। ক্রমে বিয়ের দিনের রাত্রি প্রভাত হ'ল। বাজনা বেজে উঠলো—সানাই ভৈরবী গায়িল। হালুই-কারেরা তাড়াতাড়ি এসে দেখা দিল। বড় বড় রুই কাতলা মিরগেল চিতল প্রভৃতি এসে উঠানে স্তূপাকার হতে লাগলো। ঘি ময়দা আনাজ কণাজ তরি তরকারী শাক সব্জী কত যে আসতে লাগলো তা আর বলতে পারিনি।

ঝিয়েরা মসলা বাটছে, চাকরেরা হুকুম তামিল করছে, তামাক সাজছে। হালুইকারেরা মিষ্টান্ন তৈয়ের করছে, রাঁধুনীরা রাঁধছে, বাবুরা কেউ ভদ্রলোকের অভ্যর্থনা করছেন, কেউ কাজ কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করছেন; বাড়ীর আর মেয়েরা?—তাদের ত কথাই নেই, মা, জেঠাইমা, পিসীমা প্রভৃতি নান্দী-মুখ-শ্রাদ্ধের আয়োজন করছেন। ভট্টচাজ্জি বামুনদের ভূজ্জি—সিধে সাজাচ্চেন, গ্রামের দেবতাদের পূজার নৈবেদ্য পাঠাচ্চেন আবার কুটুমের মেয়েদের আহ্বান করছেন। বয়স্কারা আমায় নিয়ে ব্যস্ত,

কেউ সাজ সজ্জার ব্যবস্থা করছেন, কেউ হলুদ তেল আবাটা নিয়ে মাখাচ্ছেন, কেউ কাছে বসে গুন্ গুন্ করে আগমনী গীত গাচ্ছেন, কেউ বাসর ঘরে কি গান গায়িবেন তার বাছাই কচ্ছেন, বৌ দিদিরা বাসর ঘর সাজাচ্ছেন এয়োদের যত্ন কচ্ছেন—খাওয়াচ্ছেন, বর ক'নের খাওয়ার ব্যবস্থা কচ্ছেন। গহনা গুলি নিয়ে ক'নে সাজাবার ব্যবস্থা ও গন্ধ দ্রব্যের ছড়াছড়ি কচ্ছেন। সে হাসি—সে তামাসা সে আনন্দ দেখে কে!

আবার ওদিকে ক্রমে যত বেলা হ'তে লাগলো তত লোক জনের ভিড় হ'তে লাগলো "দীয়তাম্"—"ভুজ্যতাম্"—দাও দাও—খাও খাও শব্দে প্রাসাদ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। নিমন্ত্রিতগণের হাস্য পরিহাস—কথাবার্ত্তা কলস্বরে—বাড়ীতে যেন কেমন অপূর্ব্ব আনন্দ জেগে উঠলো। বিয়ের আনন্দ এই খানে!

কতলোক পেট পূ'রে আনন্দে আহার কচ্ছেন, কত আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর বিয়ের আনন্দ এই খানে! কত লোকের আশীর্ব্বাদ; কত লোকের হাসি তামাসা, কত লোকের প্রীতি প্রেম—বিশুদ্ধ আনন্দ—কত লোকের পদধূলি—বাড়ী আজ ধন্য—বাড়ী আজ শ্রীক্ষেত্র!

আনন্দের দিন বুঝি শীঘ্র ফুরায়। লোক জনের কলরবে—নিমন্ত্রিতগণের ভোজনানন্দে, বাদ্যের তালে তালে দিবা যেন চক্ষে ধূলি দিয়া কোথায় লুকাইল। সন্ধ্যার

অন্ধকার দিনার অঙ্গে ধূসর বর্ণের আচ্ছাদন দিল। চারিদিকে আলো জ্বলিল। রমণীগণ সাজিতে লাগিলেন-আমার সজ্জা পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ক্রমেই যত রাত্রি হইতে লাগিল ততই আনন্দের স্রোত যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতি মুহুর্ত্তেই বরের আগমনের আশায় রমণীগণ আগ্রহান্বিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেমন সংবাদ আসে বর আসিতেছে অমনই উৎসাহে শঙ্খ বাদ্য বাজিয়া উঠে, কিন্তু তাঁর আগমনের কোন চিহ্ন না দেখিয়া যেন হতাশে নীরব হয়; এমন কতবার যে হইল তাহা বলিতে পারি না। বুঝিলাম এইরূপ হতাশেই বুঝি আশার তীব্র জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, এইরূপ নিরানন্দেই বুঝি আনন্দ দ্বিগুণ বেগে বর্দ্ধিত হয়! পাঁচ বার না না হইতে হইতে একবার যদি হাঁ হয়—পাঁচ বার আশায় নিরাশ হইতে হইতে একবার সত্য সত্যই যদি আশা পূর্ণ হয় তবে বুঝি আর আনন্দের সীমা থাকে না!—এবার সত্য সত্যই বর আসিল বরের বাজনা দূর হইতে শোনা গেল—আমাদের লোক জন ছুটিল—গৃহে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। বর দেখিবার জন্য বাড়ীর—গ্রামের—মেয়েরা ছুটিয়া আসিল—পুরুষগণ রাস্তায় সারি দিয়া দাঁড়াইল!—আর আমি?—আমার হৃদয়ে এত আনন্দ যে তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। বাস্তবিক তাহা আনন্দ কি অবসাদ তাহার কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কেহ

কেহ আসিয়া দেখিল আমি প্রায় মূর্চ্ছিত। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—বৌদিদিরা দৌড়িয়া আসিলেন বর দেখা হইল না। মা জেঠাইমা প্রভৃতি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কতকটা দুধ খাওয়াইলেন— [illegible] কিছু সুস্থ হইলাম।—এমন সময় একদল রমণী আসিয়া [illegible] লেন ওলো

"সুড়ঙ্গ হইতে, [illegible] বতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়!"

বৈঠকখানার চাঁদের উদয় হইয়াছে। [illegible] রে শিবা-পূজা করলে তবে এমন বর পাওয়া যায়: এমন সুন্দর, বিয়ে তার যোগ্য হলনা!" আমার বেশ মনে আছে মা বলিলেন—হোগ বাছা! দেবতার দাসী কালো কুচ্ছিৎ হলে কিছু আসে যায় না দাসীর মনে ভক্তি থাক্‌লে দেবতা আপনিই বাঁধা পড়েন—আশীর্ব্বাদ কর ওরা বেঁচে বর্ত্তে থাকুক।" তিনি বলিলেন হোগ মা, তুমিত বল্‌লে আমরা চাঁদের কাছে—অন্ধকার দাড় করাব কি করে?" মা বলিলেন—"বাছা এও বুদ্ধি নাই চাঁদ এলে কি আর অন্ধকার থাকে? চাঁদের পাশে দাঁড়ালে তোমরাও বাছা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!" তিনি বলিলেন "না মা কাল মেঘে যে চাঁদ ঢাকা পড়ে!" মা বলিলেন—"তুমি বাছা নেহাৎ ছেলে মানুষ, খুলে কি আর বল্‌তে হবে? তাইত চাই—মেঘ কাল বলে চাঁদকে বুকে রেখে সে খুসী হয়—সে যেন আর কাকেও সে চাঁদের আলো দিতে নারাজ!"—তার

মনে কি ভাব এল তিনি অমনই মায়ের পায়ে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিলেন—মা আশীর্ব্বাদ করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল, তিনি সম্বন্ধে আমার বৌদিদি। তবে বৌদিদি আমায় যতটা বিকৃতি করিয়া ব্যাখ্যা করিলেন আমি ততটা নহি।

যাহা হউক বর আসিয়া বৈঠকখানায় বসিলেন। কত সুন্দরী সুরসুন্দরীর ন্যায় ফাঁকে ফাঁকে—জানালা—গবাক্ষ ছিদ্র পথে মনোনয়ন প্রেরণ করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ভাল মন্দের বিচার আমারি সম্মুখে আসিয়া, আমাকে তুলনা করিয়াই হইতে লাগিল। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমি তাঁহার যোগ্যা নহি। সুখী হইলাম এইজন্য যে, দরিদ্র ধন পাইলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়, রূপের আকাঙ্ক্ষিণী আমি রূপ পাইয়া সুখী হইলাম। আর বর কনের কথাটাও বলি—মনের কথা চাপিয়া রাখা উচিত নয়—কালো বর হলে সুন্দর কনে চায়, আর কালো কনে হলে সুন্দর বর চায় এটা স্বাভাবিক। কারণ যার যেটার অভাব থাকে সে সেটা চায়। যার সুন্দরতা নাই গৌরাঙ্গ নাই সে সেইরূপ একটা জিনিস ভোগের জন্য চায় কিন্তু বিধির বিধানে সেটা সকলের ভাগ্যে ঘটে না— কাজেই মনকে নানা মতে প্রবোধ দিতে হয়। সেটা কেমন জানেন? সুন্দর বরের সঙ্গে যদি কালো কনের বিয়ে হয় তবে কনের মনে খুব আনন্দ হয় বটে কিন্তু বরের মনটা ভেঙ্গে

পড়ে। আবার সুন্দর কনের সঙ্গে যদি কালো বরের বিয়ে হয় তবে কনের মনটাও ভেঙ্গে পড়ে—উভয়ের মধ্যে যার যাকে পছন্দ না হয় কিছুদিন তাহাদের মধ্যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব দেখা যায়—কিন্তু সে ভাবটা বেশী দিন থাকে না। আরও একটা কথা অন্ধকারে আলোকে জড়িত থাকাই ভাল। কারণ অন্ধকারেই আলোকের জ্যোতিঃ প্রকাশ পায় বেশী। তাই অন্ততঃ আমার অনুরোধ, সুন্দরে অসুন্দরে যদি একটা সংঘটন ঘটে তাতে কারো প্রতিবাদ করা উচিত নয়। বিশেষতঃ এই হিন্দু বিবাহ ব্যাপারে। পৃথিবীর মানুষ আমরা—রূপ দেখেই সর্ব্বনাশ করি—গুণের পরিচয়টা চাই না!

মণিনা ভূষিতো সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্কর?

সুন্দরে সুন্দরে হয় হউক অসুন্দরে অসুন্দরে হয় হউক—বারম্বার বলিতেছি কেহ রূপ চাহিওনা—মণি ভূষিত হইলেও সর্প কি ভয়ঙ্কর নয়? বিবাহের পূর্ব্বে প্রতিবাদ ভাল কিন্তু পরে আদৌ নহে। আমি কালো বলিয়া যে বলিতেছি তাহা নহে। আমার বর্ণ কালো বটে কিন্তু আমার শ্রী আছে—সৌন্দর্য্য আছে। সেই শ্রী আমার স্বামীর পদতলে স্থান পাইয়াছিল, তিনি আমাকে স্নেহে অঙ্কে তুলিয়াছিলেন! কৃষ্ণা অসুন্দরী ছিলেন না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পৃথিবীর রাজন্যবর্গ স্বয়ংবর

সভায় উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপে রূপবতী রাধা বাধা পড়িয়াছিলেন।

একদিন রাধা বলিয়াছিলেন—

তোঁহারি গরবে গরবিণী হাম
রূপসী তোঁহারি রূপে!

তাই বলিতেছি রূপ কোথায়?—রূপ চক্ষে নহে—রূপ অন্তরে—রূপ আন্তরিকতায়—ভালবাসায়! দুইদিন পরে রূপ কোথায় চলিয়া যাইবে গুণ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইবে! তাই বলিতেছি গুণে রূপের আরোপ কর। যে অসুন্দরী সে গুণবতী হইলে—তাহার তুল্য রূপবতী আর নাই! পুরুষের পক্ষেও তাই। যে রূপবতী গুণহীনা—কলঙ্কিনী তাহার তুল্য কুরূপা ইহলোক কেন—পরলোকেও নাই!!

যাহা হউক—বিবাহ হইল। এদিকে বরযাত্র কন্যাযাত্রগণের ভোজন—আহ্বান-আনন্দের উৎস ছুটিতে লাগিল!

শুভদৃষ্টি হইল—ভয়ে ভয়ে চাহিলাম—দেখিলাম তিনিও একটু গম্ভীর ভাবে চাহিলেন—মনে ভাবিলাম এই কি শুভদৃষ্টি? শুভদৃষ্টির অর্থ কি একপক্ষে ভয়, অন্যপক্ষে গম্ভীরতা?—শুভদৃষ্টিতে এমন অশুভ সঞ্চার কেন?—একথা লিখিতে যত সময় গেল ভাবিতে বোধ হয় তাহার দশমাংশের এক অংশও লাগে নাই। যাহা হউক—আমাদের শুভদৃষ্টি সময়ে কে বা কাহার বুঝি দেখিতেছিল—তাহাদের একজন

রমণী বলিলেন—"শুভদৃষ্টি ত হইল না ভাল করিয়া শুভদৃষ্টি করুন" তিনি মৃদুমন্দ হাসিয়া পুনরায় দৃষ্টিপাত করিলেন—বলিতে কি কয়েকটী রমণীর তাড়নার আমিও নিশ্চল ভাবে চাহিতে বাধ্য হইলাম। কেন জানিনা আমার গণ্ডে এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি সকলের অলক্ষ্যে আমার চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া মুখ সোজা করিয়া তুলিলেন আমি লজ্জিত হইলাম। আমার পাশে—শুনিলাম কয়েকটী রমণী সে কথা লইয়া কানাকানি করিতেছে আর হাসিতেছে; বুঝিলাম, কার্য্যটা অলক্ষ্যে হয় নাই!

বাসরঘরের কথা আর কি বলিব? বঙ্গনারীদের চিরাচরিত প্রথানুসারে নৃত্য গীত বাদ্য হইল। বরের উৎসঙ্গে বসাইবার লোভটাও তাহারা পরিত্যাগ করিতে পারিল না। আর কত কি যে হইল সে সব কথা বর্ণনা করিয়া কাজ নাই—সেই পুরাতন স্মৃতিতে হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগে!

যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইল, সে দিন রহিলাম, পর দিন শ্বশুরালয়ে চলিলাম। যাইবার আগে প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। সব আনন্দ যেন কোথায় চলিয়া গেল! কেমন এক ভাবনা আসিল। বাল্যকাল হইতে আজ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ এমন জোর করিয়া লইয়া যাইতে পারে নাই—আজ একি হইল—আজ আর পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন

আমায় রাখিবার জন্য কেহ কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। যেন আমার উপর তাঁহাদের সকল স্বত্ব লোপ হইয়াছে !! যাহার কাছে যাই, যাহাকে—আশ্রয় করি সে-ই কাঁদে—আর বলে "ঐ ঘর জন্ম জন্ম কর, কেঁদ না।" এ এক অপূর্ব্ব সান্ত্বনা! একবার কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইবার কথা হইয়াছিল—বৌদিদি যাইবেন—তাঁহার ইচ্ছা আমাকেও লইয়া যান—মা বলিলেন "ও কোথাও গিয়া এক দিন থাকিতে পারে না—ওকে আমি পাঠাব না।" আর আজ? সেই মা আমায় ছাড়িয়া দিয়া বুক বাঁধিতেছেন—আজ যেন আমাতে তাঁর আর কোন স্বত্ব নাই।—আজ যেন তিনি বলিতে পারিতেছেন না—"ও কোথাও গিয়া এক দিন থাকিতে পারে না ওকে আমি পাঠাব না।" এমনই করিয়া—জোর জবরদস্তি করিয়া—একজন অপরিচিত—অজ্ঞাতপূর্ব্বনামা—সকলকে কাঁদাইয়া আমায় কোথায় লইয়া চলিলেন।—মা ও বাবা অনেক কাঁদিয়া—আমায় অনেক ভুলাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। তখন জানিতাম না ইনি কে?—তখন জানিতাম না ইঁহার সহিত আমার এমন মধুর সম্বন্ধ!—আজ যে মা বাপকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া অশ্রু সিন্ধু—উথলাইয়া দিতেছি—যাঁহাদিগকে এক দণ্ড ছাড়িয়া প্রাণে সহস্র বৃশ্চিক দংশন যাতনা অনুভব করিতেছি—যাঁহাদের অদর্শনে প্রাণে বাঁচিবনা বলিয়া বোধ হইতেছে, দুই দিন পরে সেই মা—বাপ ভাই—বোন—পর হইয়া

যাইব—! তখন জানিতাম না যে দুই দিন পরে বুঝিব "তাঁহার" ন্যায় আত্মীয় বুঝি জগতে কেহ নাই! তাঁহার ন্যায় মনের মানুষ—তাঁহার ন্যায় মান সম্ভ্রম—লজ্জা ভয়ে রক্ষা কর্ত্তা আর কেহ নাই—তাঁহার ন্যায় ইহলোক ও পরলোকের সাথী আর কেহ নাই!

যাহা হউক—স্বামী গৃহে অষ্টাহ বাস করিলাম। অষ্টাহ বাসে স্বামীকে অনেকটা চিনিলাম। আমি চাই লজ্জা রক্ষা করিতে;—তিনি চান লজ্জা হানি করিতে—তখন বুঝি নাই—যিনি আমার লজ্জা রক্ষা করিবেন—তিনি এমন লজ্জা হানি করিতেছেন কেন?—সে লজ্জা হানি—অন্য কিছু নহে—অবগুণ্ঠন উন্মোচন!

বিবাহিত মাত্রেই জানেন যে এই অবগুণ্ঠন উন্মোচনেই—চেনা পরিচয় হয়—কথা ফুটে! প্রবলের হস্তে দুর্ব্বলের পরিত্রাণ কোথায়? দুর্ব্বল বলে না পারিলে কাঁদে!—কান্না অতিক্রম করিয়া অত্যাচার হইলে ভৎর্সনা করে—সে ভৎর্সনা তাহার নহে—লজ্জার!—ভৎর্সনা ব্যপদেশে তাহার কথা ফুটে, সুতরাং সে ভৎর্সনায় অত্যাচারীর যথেষ্ট লাভ, কারণ তিনি যাহা চান তাহা পাইলেন—কথা ফুটিল—কথা যে শুনিবেন তাহার সূত্রপাত হইল!!

আমাদেরও তাহাই হইল—পরস্পরে অনেকটা চেনা চেনি হইল। এখন যেন অপরিচিত স্থানে আমার কতকটা ভয় ভাঙ্গিল। মানুষ—যখন সমুদ্রে পড়ে তখন তৃণগুচ্ছ

ভাসিয়া যাইতে দেখিলে তাহাকেও আশ্রয় করিতে চায়! তখন জানিতাম না যে, যে সমুদ্রে পড়িয়াছি তাহাতে যতই ডুবিব ততই সুখ!—জানিতাম না যে সে অমৃত সাগর!—ইহলোক ও পরলোকের জন্য সে সমুদ্রে অনন্ত রত্নরাজি সঞ্চিত আছে!

যাহাহউক অষ্টাহান্তে পিত্রালয় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমায় আনিবার জন্য দাদা পূর্ব্বদিন গিয়া পৌছিয়া ছিলেন। বিদায়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তিনি বলিলেন "দেখ! আমার উপর রাগ করিও না—অনেক অত্যাচাব করিয়াছি—অনেক কষ্ট দিয়াছি—কিছু মনে করিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম "হুঃ! মনে করিব না?—সব কথা বৌদিদিকে বলিব!" তিনি আমায় নীবব দেখিয়া বলিলেন—কি বল? আমি বলিলাম—"আচ্ছা!" তিনি অমনই বিদ্যুদ্বেগে আমাব মুণ্ডটী ধরিয়া—বলিতে লজ্জা করিতেছে—"চু—" করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি মুখ সরাইয়া লইয়া যেন বাঁচিলাম!—বিদায় হইয়া ফুল্লমনে পিত্রালয় যাত্রা করিলাম, সে অনেক দিনের কথা, সে কথা মনে হইলে এখন বুক ফাটিয়া যায়!

কিছু দিন পরে শুনিলাম "তিনি" এলাহাবাদে নিজ শিক্ষা স্থানে গমন করিয়াছেন। আমার সহিত যখন "তাঁহার" বিবাহ হয় তখন "তাঁহার" বয়স ১৮।১৯ হইবে। অনেকে বলতেন "তাঁহার" বয়স অল্প হইলে কি হয় "তিনি" বেশ

জ্ঞানী—কারণ বিদ্যা আছে ত!" কিন্তু আমি সেই বিবাহের বয়সেই বুঝিয়া ছিলাম—"তাঁহার" ছেলেমানুষী পুরা মাত্রায়!—হৌক না কেন "তিনি" বি, এ, পাশ! যে বিদ্যায় সংযম নাই সেটা কি বিদ্যা?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—§*§—

এলাহাবাদে তিনি বি, এল, পরীক্ষায় "ফেল" হইলেন। কারণ পরে বলিব। কিছু পরেই সেখানে "তাঁর" কষ্ট হইবে বলিয়া আমার পিতৃদেব "তাঁহাকে" আমাদের বাড়ীতে কলিকাতায় আনাইয়া রাখিলেন। কলিকাতাতেই বি এল পড়িতে এবং আমাকেও জ্বালাতন করিতে লাগিলেন! তিনি আইন পড়িতে পড়িতে এমন বে আইনী করিতেন যে আমাকে অনেক সময় লজ্জায় পড়িতে হইত!

সেই জন্য আমি একদিন একখানি বই লইয়া তাঁহার নিকট ধরিয়া বলিলাম এখানে কি লেখা আছে দেখ,—তাহাতেএই শ্লোক ছিলঃ—

হিমালয়ে হরঃশেতে—হরিঃশেতে মহাদধৌ—।

অসারে খলু সংসারে সার শ্বশুর মন্দিরম্।

তিনি বইখানি লইয়া "মন্দিরম্" কথাটী কাটিয়া তাহার

উপর লিখিলেন "কস্যাম্" আমি তাহা পড়িয়া বই ফেলিয়া পলাইলাম!

যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমার বয়স পঞ্চদশ ও ষোড়শের সন্ধি স্থলে। যখন তিনি বলিতেন "তুমি কাছে না থাকিলে আমার পড়া হয় না," তখনই বুঝিয়াছিলাম, পাশের বড় বিলম্ব নাই! আমি সেল্ফ্ হইতে বই গুলি পাড়িয়া দিব, মাঝে মাঝে পান দিব, আলো জ্বালিয়া দিব ;— বাড়ীর চাকরে আলো জ্বালিয়া দিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন— তাহাকে ধমকাইতেন—আমি পড়ার তত্ত্বাবধান করিব তবে তিনি পড়িবেন। আমার শয়ন কক্ষেই—তাঁর—অধ্যয়ন হইত! 'কারণ নির্জ্জন নহিলে কি পাঠাভ্যাস হয়?— তাঁহার পাঠাভ্যাস সময়ে পঞ্চাশবার গিয়া তত্ত্বাবধান করিতে হইত—কিগো "পড়া হইল কি?"—এরূপ না করিলে তিনি অনুরাগ করিতেন—রাগ করিতেন; কি করিব আমি বাধ্য হইয়া তদ্রূপ করিতাম একদিন আমার যাইতে একটু বিলম্ব হইল, অন্য কাজে ছিলাম, গিয়া দেখিলাম তিনি বালিশে মাথা রাখিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন!—পুস্তকখানি খাটের নীচে পড়িয়া গিয়াছে!

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম "আর তোমার আইন পড়িয়া কাজ নাই—যে আইনে এত চিন্তা তাহা পড়িবার আবশ্যক নাই—এমন করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে কি একটা কাণ্ড বাধাইবে?"

তিনি অতি ধীরভাবে মৃদু হাস্যে বলিলেন তাহা নহে—আজ শরীরটা বড়ই খারাপ—মাথাটা একটু বুঝি গরম হইয়াছে হাত দিয়া দেখ দেখি?

আমি হাসিয়া বলিলাম "হাঁ---বৈদ্যের ঘরেই পথ্যের ব্যবস্থা বটে!"---তিনি হাসিয়া উঠিলেন। অগত্যা বিছানায় বসিয়া কপালে হাত দিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বলিলাম হাঁ জ্বরের লক্ষণ বটে—ভাত ব্যঞ্জন প্রস্তুত, উঠিয়া ভোজনে বসিবেন কি?—তাঁহার অসুখ সারিয়া গেল তিনি আহারে বসিলেন!

একদিন আমি বড় জ্বালাতন হইয়াছিলাম—সে দিন বাস্তবিকই—একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম—বলিয়াছিলাম আচ্ছা মনুর আইনে কি এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে পাঠকালে স্ত্রীসঙ্গ লিপ্সার একটা প্রায়শ্চিত্ত হয়? তিনি বলিয়াছিলেন "আছে,—দড়ি।"

আমি সে কথাটা লইয়া অনেক্ষণ ভাবিলাম। প্রথমতঃ বুঝিতে পারি নাই পরে যখন হৃদয়ঙ্গম হইল তখন খুব খানিক কাঁদিলাম। কারণ—তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই দিনই এলাহাবাদে যাইবার জন্য উদ্যত হয়েন। বৌদিদি মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দেন। সেই দিন হইতে আমি তাঁহাকে কিছু বলিতাম না। অবনত মস্তকে—ভয়ে ভয়ে আজ্ঞা ও কর্ত্তব্য পালন করিতাম।

যথা সময়ে বি, এল পরীক্ষা দিলেন উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। ভগ্নমনোরথ হইয়া কিয়দ্দিন পরে এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন। পাছে মনের শান্তির কোন ব্যাঘাত হয় এই জন্য কেহ কিছু বলিলেন না। সাশ্রু নয়নে তাঁহাকে বিদায় দিলাম। তিনিও অনেক অঙ্গীকার করিয়া যাত্রা করিলেন।

এক বৎসর পর সু-সংবাদ আসিল তিনি বি, এল, পাশ করিয়াছেন। পরে একটা দুঃসংবাদও শুনিলাম তিনি "খৃষ্টীয়ান" হইবেন। এই দুঃ-সংবাদে বাড়ীর সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন—মা কাঁদিতে—লাগিলেন। আমি মনে মনে যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অনেক চিন্তা করিতে লাগিলাম—কেন তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন—খৃষ্ট ধর্ম্মের এমন কি মহিমা যে মানুষ—আকৃষ্ট হয়?—পরে জানিলাম, সর্ব্বনাশ!—পাদরী সাহেবের মেয়ের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইবে।—কেন আমি কি অপরাধ করিলাম? আমাকে লইয়া মা ও বাবা এলাহাবাদে দৌড়িলেন। আমরা উপস্থিত হইলে—ভাবে বুঝিলাম—তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। যাহাহউক, মুখে বিরক্তির ভাব আদৌ দেখাইলেন না। এবং আমরা যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। কার্য্যেও কতকটা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন। মা বলিলেন "উনি (বাবা)—চলিয়া যান, আমি ও (হত-

ভাগিনীর নাম করিয়া) আমরা থাকি। তোমার শরীরটা বড়ই শীর্ণ হইয়াছে থাবার দাবার স্থবিধে হলে তুমি একটু শোধ্রাতে পারবে।" তিনি বলিলেন—আমি শীঘ্রই— "চেঞ্জে—মসূরী যাইব।', মা বলিলেন ভালই তোমার সহিত আমরাও—যাইব—থরচের জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।"

তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আমার উপর আপনারা বৃথা সন্দেহ করিতেছেন—অনর্থক ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন কি?"

মা তাঁহার হাতে ধরিয়া কাঁদিলেন!

কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" মতি একবার পাপ পথে প্রধাবিত হইলে—তাহার আপাতঃ মধুরতায় আর তাহাকে ফিরিতে দেয় না। কিন্তু ফিরে না কি? ফিরে! কথন?—যথন সব সাঙ্গ হইয়া যায়! যথন দেহ অকর্ম্মণ্য হয়—মন অনুতপ্ত হয়—পাপের বোঝা বহিবার সামর্থ্য—থাকে না—তথন মন ফিরিয়া আসিতে চায়—অনুতাপানলে দগ্ধ হয়!—কিন্তু ফিরিতে পারে না—অসহ্য যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকে!

বুঝিলাম পাদ্‌রী সাহেবের মেয়ের সহিত থুব লেখালেখি চলিতেছে—! দেখিয়া দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হইল। কিছু বলিতে পারিতেছি না প্রাণ ছট্ ফট্ করিতেছে; কেমন করিয়া সে বেদনা লইয়া দিন যামিনী চক্ষের সম্মুখে সেই

পাপ চিত্র দেখি? একবার মনে করিলাম সব কথা খুলিয়া বলি, আবার মনে হইল তাহাতে লাভ কি? যে স্রোত বহিতেছে তাহা ত আমি রোধ করিতে পারিবনা—প্রত্যুত তাহাতে ভাসিয়া যাইব—সুতরাং নীরব থাকাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। কারণ—আমরা শিঙ্খলাবদ্ধ বিহঙ্গী! তিনি স্বাধীন বিহঙ্গ—মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতেছেন—কখন কোথায় উড়িয়া যাইবেন কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিব?—যে শিকল পায়ে দিয়াছিলাম—বুঝিলাম তাহা তিনি কাটিয়াছেন—শিকল কাটা যাহার অভ্যাস—তাহাকে কেমন করিয়া আটকাইব?

এমন অনেক ভাবিলাম। ভাবিলাম,—যাঁহাকে চক্ষে হারা করি নাই, যাঁহাকে জীবন সর্ব্বস্ব দান করিয়া ভিখারিণী হইয়াছি—তিনি আমার প্রতি চাহিয়াও দেখিতেছেন না—ইহা অপেক্ষা আমার কষ্ট কি আছে? কেন বাবা আমায় এমন বরে দিলেন? বাবা যদি এমন বরে না দিয়া আমার অপেক্ষাও কালো বরে দিতেন তবে আমি সুখী হইতাম! এমন বিদ্বান্—এমন সুন্দরের প্রয়োজন কি? যিনি এক দণ্ড আমা ছাড়া থাকিতেন না আজ তাঁর এমন মতি কেন হইল? রূপ কি সংসারের সার? গুণ কি কিছুই নহে? হায় রূপ! রূপ দেখিয়া পিতা পড়িয়া গেলেন আমায় পুড়াইলেন!

এক দিন দেখিলাম,—সে অসহ্য যাতনা—সে অব্যক্ত কথা! সে কথা বলিবার নয় দেখিলাম একজন মেম সাহেবের সহিত তিনি বৈঠখানার গৃহে বসিয়া কি কথা কহিতেছিলেন। কখন সে আসিয়াছিল তাহা জানি নাই লুকাইয়া দেখিতেছিলাম—দেখিলাম—যাইবার সময় তিনি মেম সাহেবকে চুম্বন করিলেন—! আমার সর্ব্ব শরীর ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল—বিদ্যুদ্বেগে অসহ্য যাতনা সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া পড়িল; আমি অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু সে কথা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না—তিনি গৃহে আসিলে বলিলাম—মেম সাহেবকে বিদায় কালে চুম্বন করা কি সভ্যতার রীতি? তিনি যেন বিস্ময় চকিতে কেমন একতর হইয়া বলিলেন কি বলিতেছ?—আমি স্পষ্ট—করিয়া বলিলাম—তিনি যেন একটু ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন "হাঁ।"—

আমি তাঁহাদের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, এবং আরও বলিলাম "আর আমরা এ পাপ চিত্র চক্ষে দেখিতে পারিতেছি না, আজই এখান হইতে যাত্রা করিব।" তিনি বলিলেন "তাহা ত তোমাদের কর্ত্তব্য।" আমি আরও ক্রুদ্ধ হইলাম। কিন্তু যিনি পতি তাঁহার উপর ক্রোধ করিয়া কি করিব?—তিনি যাহাই হউন আমার দেবতা।—আজ না হয় দুদিন পরে তাঁহার মতি ফিরিতে পারে। যাহাহউক

তবুও রমণীর মন বুঝে কি? অনেক কাঁদিলাম—অনেক দুঃখ করিলাম—অনেক পায়ে হাতে ধরিয়া বলিলাম—ফের আরও পাপ পথে যাইও না কি জন্য খৃষ্টীয়াণ হইতে চাও বল—টাকা চাও—কত টাকা দিলে সন্তুষ্ট হও বল বাবাকে বলিয়া আমি তাহাই তোমাকে দেওয়াইব—সুন্দরী চাও একটা কেন দশটা সুন্দরী রাখ—মেম চাও—তাহাও রাখ তাহার ব্যয় আমি নিজে বহন করিব—কিন্তু খৃষ্টীয়াণ হইও না—আমার দেবতা তুমি—আমি প্রাণ থাকিতে অপরকে তাহা চিরদিনের জন্য অর্পণ করিতে পারিবনা। বল—আমার অনুরোধ রক্ষা করিবে? বল—দাসীকে পায়ে ঠেলিবেনা?—পায়ে ধরিয়া অনেক কাঁদিলাম কিন্তু তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম—বলিলাম আজ তোমার সম্মুখে আমি আত্মহত্যা করিব—বঁটি লইয়া গলায় লাগাইতে উদ্যত হইলাম তিনি ধরিয়া বঁটি ছাড়াইয়া লইলেন আমি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম—তিনি আমায় ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আমার মাথাটী কোলে লইয়া অঞ্চল দিয়া অশ্রু মুছাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কোলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—§*§—

জ্ঞান হইলে দেখিলাম আমি বিছানায় শুইয়া আছি। আমার পার্শ্বে মা বসিয়া আছেন বাবা কিছুদূরে ডাক্তারের সহিত কি কথা বলিতেছেন। আমার জ্বর হইয়াছে। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

একদিন তিনি আমার বিছানায় আসিয়া বসিয়াছেন আমার হাত লইয়া নাড়ী দেখিতেছেন। আমি চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম তিনি। তাঁহাকে দুই হস্তে আলিঙ্গন করিলাম। তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন— "তোমার ভয় কি? আমি তোমারই আছি। তুমি সুস্থ হও আমি তোমার সহিত যাইব।"

আমার প্রাণে আনন্দ আর ধরে না! সেই দিনই যেন আমার অর্দ্ধেক জ্বর শারিয়া গেল। দুই তিন দিন মধ্যে বেশ শারিয়া উঠিলাম। তিনি সঙ্গে যাইবেন আমার বড়ই আনন্দ! যাহাহউক তিনি কয়দিন আমার সহিত সদ্ব্যবহার করিলেন। আমি গলিয়া গেলাম। তিনি আমার নিকট অনেক প্রতিজ্ঞা করিলেন। রমণীর মন ত সহজেই বিশ্বাস করিলাম!

একদিন হঠাৎ বাবা বলিলেন গাড়ী আসিয়াছে চল—; আমি বাবাকে বলিলাম কোথায় ? তিনি বলিলেন বাড়ী যাইব। আমি কি বলিব—কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। যাচ্ছি যাচ্ছি করিয়া অনেক বিলম্ব করিলাম—"তাঁহাকে" দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম। গাড়ী ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল। মার মুখে শুনিলাম "তাঁহার জামাতা" কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবে। বিশেষ কারণে তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন। বাড়ীতে আসিয়া শুনিলাম মা বলিয়াছেন যে, সেখানে থাকিলে মেয়েটা পাছে মারা যায় তাই তাহাকে লইয়া আসিলাম।

যাহাহউক, তাঁহার আসার আশা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এক দিন দুই দিন করিয়া মাসাধিক কাটিল তিনি আসিলেন না। আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম!

মাসের পর মাস যাইতে লাগিল—আমি আশায় বুক বাঁধিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। প্রত্যহই মনে করিতাম, হতভাগিনীর সর্ব্বস্বধন—হৃদয় নন্দন বুঝি আজ আসিয়া ঘর আলো করিবেন;—মনে মনে কত সাধ আঁটিয়া রাখিতাম—মনে করিতাম—এবার আসিলে বুকে করিয়া রাখিব—প্রত্যহ পাদ পদ্ম পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিব না—স্বহস্তে সমস্ত পরিচর্য্যা করিব!—লোকে নির্লজ্জা—বেহায়া বলে বলিবে—আমি চরণ ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

দুঃখিনীর অমূল্য রত্ন পরের হাতে দিয়া সুখিনী হইব কেমন করিয়া ? আমি স্বহস্তে রন্ধন করিব—রন্ধন করিতে করিতে শতবার আসিয়া তাঁহার পদ সেবা করিব—কোথাও বাহির হইতে দিব না। আমার সে রত্ন "বাঁধিব আঁচল দিয়া।" আমি তাঁহার উপাধান হইয়া থাকিব—তুলার উপাধানে মাথা রাখিলে তাঁহার কষ্ট হইবে আমি অতি সতর্কে অতি সন্তর্পণে তাঁহার মস্তক আমার বক্ষের উপর রাখিব। আমি কত রকম রাঁধিতে শিখিয়াছি—একে একে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব। তাঁহার অঙ্গরাগ করিব—বেশ ভূষা করিয়া দিব। তিনি অতি সুন্দর—সুপুরুষ—হীরার আংটি হাতে পরাইয়া দিব, গার্ড চেন গলায় ঝুলাইয়া দব—সোনার ঘড়ি আঙ্গির জামার জিবে রাখিব;—তাহার সূক্ষ্ম সূত্র সমষ্টি ভেদ করিয়া ময়ূরের ডালের ন্যায় তাঁহার সোনার কান্তি—আঁচল চাপা চাঁদের কিরণের ন্যায় ফুটিয়া উঠিবে! ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কালো চুলগুলি স্বহস্তে সিঁতি কাটিয়া দুইপাশে ফিরাইয়া দিব—বদনে শত চন্দ্রের উদয় হইবে! কত কথা কহিব। কত কাঁদিব—কত ক্ষমা চাহিব—কত পায়ে ধরিব—কত হাসিব—কত গল্প করিব! পাড়ার লোককে ডাকিব না—বৌদিদিদের কাছে ঘেঁসিতে দিব না।—আমার ধন আমি বুকে করিয়া রাখিব—কাহাকেও দিব না—কাহাকেও দেখাইব না!

এমনই করিয়া নিত্য নূতন ভাব লইয়া তাঁহার চিন্তা

করিতাম। চিন্তা করিতে করিতে চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত।—তাঁহাতে আমাতে এক হইয়া যাইতাম! তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া আমি "তিনি" হইয়া যাইতাম!

একদিন এমনই ভাবে বিভোর হইয়া আছি—তখন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছি আমি যে রমণী এ কথাও মনে নাই—তখন আমি "তিনি" হইয়া আছি—এমন সময় বৌদিদি নিকটে আসিলে বলিলাম—"আমি যে এতক্ষণ আসিয়াছি কৈ আপনারা ত দয়া করিয়া হতভাগ্যকে চরণ দর্শনদানে কৃতার্থ করেন নাই?—এলাহাবাদ থেকে আজ দুদিন ধরে আসছি ট্রেণে যে কি সুখে এলাম এ কথা ত জিজ্ঞাসা করলেন না—কেন আপনাদের চরণে এত দোষী কিসে?"

পরে শুনিলাম, সে কথা লইয়া নাকি বাড়ীতে খুব আন্দোলন হয়েছিল—আমি যে শীঘ্রই একটী মস্ত পাগল হইব তাহার সূচনা নাকি তাঁরা দেখে ছিলেন। কেহ কেহ—আমার সে কথা শুনে উচ্চ হাস্যও সম্বরণ করতে পারেননি। যাহাহউক, আমার কিন্তু কোন দিকে নজর ছিল না। বাস্তবিকই আমি পাগল হইয়া গিয়াছিলাম। কোন কার্য্য করিতে পারিতাম না। খাইতে পারিতাম না—কেবল চিন্তা! কেবল শয়ন!! কেবল—কান্না!!!

সদা সর্ব্বদাই যেন তাঁহার মনোরম মূর্ত্তি আমার নয়ন প্রান্তে লাগিয়া আছে। আমি তাঁহাকে দেখিয়া ধরিতে যাই—তাঁহার চরণে পড়িয়া কাঁদি!

যখন এ ভাব আসে—যখন ভাবে মানুষ তন্ময় হইয়া যায়—তখন মানুষ কেন দেবতাও ফাঁদে পড়েন! দেবতার জন্য যদি এমনই দিশাহারা হইয়া—আকুলভাবে কাঁদ তবে নিশ্চয় জানিও দেবতা তোমার জন্য কাঁদিয়া ছুটিয়া আসিবেন। তাই বলিতেছি মানুষ কোন্ ছার! আমার তেমনই ব্যাকুলতায়—তেমনই কান্নায়—তাঁহার হৃদয়ে কে যেন দিনরাত আঘাত করিতে লাগিল তাঁহার মন যেন কলিকাতার দিকে ছুটিয়া আসিতে চায়। শুনিলাম সে সময় তাঁহার আহারে রুচি ছিল না কোন কার্য্যই ভাল লাগে নাই কেবল চিন্তা করিয়াছেন একবার কলিকাতায় যাই!

ভগিনীগণ! আমার এ দশায় তোমাদের কি শিক্ষা হইল?—শিক্ষা হইল এই যে যত কুৎসিত হও—তাহাতে ক্ষতি নাই—স্বামী দেবতাকে চিন্তা কর। একমনে এক প্রাণে ডাক যদি তাঁকে বশীভূত করিতে চাও, যদি তাঁর ভালবাসা চাও তবে তাঁকে দিনরাত্রি ভাব—তিনি সোনার চাঁদ হইলেও তোমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না—পায়ে ঠেলিতে পারিবেন না। তুমি যেমন কাঁদিবে, তিনি ততোধিক কাঁদিয়া তোমার চরণে আসিয়া পড়িবেন। স্বামী বশীভূত করিবার এমন মন্ত্র আর নাই! কিন্তু সাবধান, স্বামীকে বশীভূত করিবার জন্য "গুণ্ গান্" করিওনা—গুণীনের শরণাপন্ন হইও না—"জড়ি বড়ি" খাওয়াইও না।

তাহাতে তোমারই সর্ব্বনাশ হইবে। ভাল করিতে গিয়া বুদ্ধির দোষে—আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিবে। সাবধান! সাবধান! "জড়ি বড়িতে" কেহ বশ হয় না। তাহা যদি হইত তবে, ভগবান্‌কেও বশ করিয়া ঘরে ফেলিয়া রাখা যাইত।

যাউক,—আমার—আকুল—ব্যাকুল—কাতর। চিন্তার ফলে—স্বর্গের সিংহাসন টলিল—তিনি কেমন বিমনাঃ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। তাহার দুইদিন পূর্ব্বে হইতে আমার সংজ্ঞা ছিল না; শুনিলাম দুই চক্ষে কেবল জলধারা বহিয়াছে! তিনি আসিয়া আমাকে তদ্রূপ অবস্থাতেই দেখিয়া আকুল প্রাণে কাঁদিয়া ছিলেন—তিনি নাকি আমার ন্যায়ও আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন—পাগলের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ছিলেন! ধন্য চিন্তা! ধন্য ব্যাকুলতা! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেইরূপ বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থাতেও একবার মাত্র তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া আমার যেন জীবনীশক্তির সঞ্চার হইতে লাগিল—শুনিলাম আমি সেই দিনই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিয়া ছিলাম।

আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে সম্মুখে পাইলে ধ্যান ধারণা আর থাকে না। যতক্ষণ না পাওয়া যায়—ততক্ষণ চিন্তা—ততক্ষণ ব্যাকুলতা! আমার বোধ হয় আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে সম্মুখে পাওয়া অপেক্ষা চিন্তায় অতুল সুখ!—একবার

তাহাকে সম্মুখে পাইলে সে সুখের অবসান হয়। আমি এমন বলিতেছি না যে পাইলে আনন্দ হয় না। পাইলে যে কি আনন্দ হয় তাহাত বলিতেই পারি না! কিন্তু তৎপরেই সে আনন্দ অনেকটা কমিয়া যায়—কারণ যে জন্য চিন্তা তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে আর চিন্তা প্রয়োজন থাকে কি? চিন্তায় যত সুখ দুঃখও ততোধিক—যতক্ষণ তাঁহাকে না পাওয়া যাচ্ছিল ততক্ষণ দুর্ব্বিষহ দুঃখে হৃদয় ভেদ হইয়া হইতেছিল। যেমন তাঁকে পাওয়া অমনি অতুল আনন্দ!—অমনি আনন্দে দিশাহারা! প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠে!—যেমন তাঁহাকে সম্মুখে পাইলাম—অমনি উপভোগ বৃত্তিগুলি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ঘিরিল—আর চিন্তা নাই। চিন্তা করিব কার?—যাঁহার চিন্তা তিনি যে সম্মুখে!—তখন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গিয়াছে চিন্তা দীপ যে আকাঙ্ক্ষা তৈলে জ্বলিতেছিল সে তৈল ফুরাইল—দীপ নিবিল। তখন আবার বাঁচিতে সাধ হইল—তখন যমকে বলি যম! আমার মাথায় বোঝা তুলিয়া দাও। এক কাঠুরিয়া দুঃখে কষ্টে দিনপাত করিত, একদিন তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল—অনশনে শরীর শীর্ণ;- বনে গিয়া কাঠের বোঝা বাঁধিয়া আর মাথায় তুলিতে পারিতেছে না বড় দুঃখে যমকে ডাকিল—বলিল যম! আমাকে নাও আর কষ্ট সহ্য করিতে পারি না। যমও কানে শুনিলেন তিনি আসিয়া উপস্থিত। তখন যমকে

দেখিয়া সে বলিল—যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন তবে কাঠের বোঝাটী মাথায় তুলিয়া দিন। যম ঈষৎ হাস্য করিয়া অন্তর্হিত হইলেন!

দেহাত্মিকা বুদ্ধিটা একেবারে যায় না। আকাঙ্ক্ষার বস্তু সম্মুখে পাইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। তখন ভিন্ন প্রকারের আকাঙ্ক্ষা ও দেহের প্রতি একটা মায়া আসিয়া জুটে। তখন আবার বাঁচিতে সাধ হয়!

বলিতে কি শীঘ্রই আমি বেশ শারিয়া উঠিলাম। তখন আর ধ্যান ধারণা নাই, চিন্তা নাই, উদ্বেগ নাই, ব্যাকুলতা নাই। কেমন জান?—কড়ায় ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণ কল কল শব্দ হয় পাকিলে আর শব্দ থাকে না! কিন্তু কাঁচা লুচি দিলে আবার শব্দ হয়!

আমার আকাঙ্ক্ষা কটাহে চিন্তা ঘৃত পাকিয়া গিয়াছিল তাই কিছুক্ষণ শব্দ হয় নাই পরে যখন অভিমান অনুযোগরূপ কাঁচা লুচি পড়িতে লাগিল তখন আবার কল কল শব্দ হইল, লুচির উপর লুচি পড়িয়া কল কল শব্দ বাড়াইতে লাগিল—ইহা কর্ম্মবাড়ীর একটা মস্ত লক্ষণ! লুচি যেমন পাকিয়া যায় কল কল শব্দও থামিয়া যায়। যখন লুচি ছাঁকা শেষ হয় তখন ঘৃতও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়—সে ঘি পোড়া ঘি, পোড়া ঘিয়ে আর কোন কায হয় না—পোড়া ঘিয়ে ঘা ভাল হয়—ছেলেদের নারেঙ্গা ভাল হয়! যাহাহউক, কয়েক দিন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আমোদে আহ্লাদে কাটিয়া

গেল। লুচিভাজা শেষ হইয়া গিয়াছে পোড়া ঘি লইয়া আর কি করিব? কটাহ সহিত একপাশে ফেলিয়া রাখিলাম। যাউক আর স্নেহের প্রয়োজন নাই, ভগিনীগণ হয়ত রাগ করিতেছেন। কিন্তু আজ যে আমার কি আনন্দ তাহা কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইব? মনে হইতেছে আজ যেন আমার সেই দিন।—পালঙ্কে আমার দেবোপম পতি, পার্শ্বে আমি! কতরূপ কথা— কত গল্প—কত আনন্দ!—মাঝে মাঝে দৌড়িয়া গিয়া খাবার আনিতেছি। পান—সাজিতেছি—কিন্তু ছাড়িয়া যাইতে বিশ্বাস হইতেছে না। যেমন তাঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করি—অমনি নানা সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়।—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়!—অমনি দৌড়িয়া আসি!

আজ আমি এক গা গহনা পরিয়াছি। এক একবার মনে হয় দূর হোক ছাই গহনাগুলো খুলে ফেলি। এ গুলোর জন্য এত কষ্ট কেন? আমার হাতের অনন্ত, জসম, তাবিজ বাজু তাঁহার গলদেশে লাগিতেছে, গলার হার তাঁর বক্ষেঃ আঘাত করিতেছে, নাসিকার নথ নোলক তাঁহার অধরোষ্ঠে যন্ত্রণা দিতেছে। কটিদেশের সোনার গোট ও চন্দ্রহার তাঁহার কুসুম কোমল অঙ্গে কঠিন নিগড় প্রায় প্রকাণ্ড অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতেছে। তাই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যেমন খুলিয়া ফেলি অমনি তিনি পরাইয়া দেন। তাহাও তাঁহার একপ্রকার কষ্ট দেখিয়া নিরস্ত হইলাম।

আমি এখন আর আমি নহি, তাঁহার ক্রীড়ার পুতুল! যে দিকে ফিরান সেইদিকে ফিরি—যে দিকে রাখেন সেই দিকে থাকি—যেমনটী চান তেমনটী হই! আমি যেন কাদার ডেলা! তিনি কখনও দেবতা কখনও বাঁদরী গড়িতেছেন, কখনও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আবার কাদার ডেলাই করিতেছেন! আমি কাদা—কাদাই আছি তবে মাটীর পাট হইতেছে ভাল—মিস্ত্রীর যেমন ইচ্ছা তেমনই গড়িতেছেন, কাদা নরম হইতে নরমতর করিতেছেন—খিঁচ খাঁচ ফেলিয়া দিয়া বুঝি ছাঁচে ফেলিতেছেন! আমার বাদ প্রতিবাদ নাই—মুখে কথা নাই জলের সেহালার মত যে দিকে স্রোত সেই দিকে যাইতেছি উদ্দেশ্য এমন করিয়াও যদি আমি তাঁর মনের মত হইতে পারি।

ভগিনীগণ! আমি এত নরম হইয়াছি বলিয়া আমায় তিরস্কার করিও না। আমরা দেবতার ক্রীড়া পুত্তলি। ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া থাকায় অতুল সুখ! পতিই রমণীর সর্ব্বস্ব—এই ভাবে পতি সেবা করিতে পারিলে সেব্য সেবিকা উভয়েরই প্রচুর আনন্দ—অতুল সুখ! পত্নী আমি, আমি বড় হইতে যাইব কেন? বড় হইতে যাওয়া কেবল আপনার সর্ব্বনাশ করা! আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। যন্ত্র যন্ত্রীর বশে না চলিলে তাহার অশেষ যন্ত্রণা—কিন্তু তবুও যন্ত্রীর হাত এড়াইবার যো নাই! ঢেঁকি যতই মাথা নাড়ুক গড়ে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে! তাই বলিতেছি

যদি পতির মন অধিকার করিতে চাও তবে তাঁর মনের মত হও, যদি তাঁকে বশীভূত করিতে চাও তবে তাঁর বশীভূত হও। পতির তুল্য সংসারে রমণীর আর কে আছে? ঘৃণা লজ্জা মান ভয় সকলই তিনি। তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হও ইহা অপেক্ষা রমণীর আর কি সুখ আছে? যে আত্মসমর্পণে এত সুখ তাহাতে যে অবহেলা করে তাহার দুর্গতির অবধি নাই। বিশেষতঃ হিন্দুর পতি পত্নী সম্বন্ধ বড় মধুর!—পত্নী পতির সহধর্ম্মিণী! বিবাহের সময় বলিতে হয় যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। তোমার যেমন হৃদয় আমার হৃদয় তেমনিও হউক। অর্থাৎ উভয় হৃদয়ই এক হউক। যে হৃদয়ে বিভিন্নতা নাই—পত্নীর হৃদয়কে যিনি আপনার হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া এক করিয়া লইতে চাহেন তাঁহার অপেক্ষা হিতৈষী, তাঁহার অপেক্ষা বন্ধু, সুহৃদ, মিত্র এবং সখা—কে আছে?

অত্যাগো সহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতং সুহৃদং—
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।

যিনি বিরহ সহ্য করিতে পারেন না তিনি বন্ধু, যাঁহারা পরস্পর একমত তাঁহারা সুহৃদ, যাঁহাদের এক কার্য্য তাঁহারা পরস্পর মিত্র এবং যাঁহাদের এক প্রাণ তাঁহারা পরস্পর সখা! স্বামী—স্ত্রীর ঐ চতুর্বর্গ! এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ চতুর্বর্গ ও তাঁতে নিত্য বিরাজিত। তাই বলিতেছি ভগিনীগণ! স্রোতের সেহালার মত স্বামীর অনুগমন কর। কদাচ তাঁহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইও না।

আমার বলিবার কথা অনেক। একে একে সব বলিতেছি! আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি তাহা দেখাইবার জন্যই—আমার অবস্থা দেখিয়া তোমাদের শিক্ষার জন্যই এত করিয়া বলিতেছি। যাহাহউক সুখের দিন অধিক দিন থাকে না! দিনের পর দিন যাইতে লাগিল আর সুখের এক একটী অঙ্গও যেন চলিয়া যাইতে লাগিল। এখন আমরা উভয়েই উদ্বেগ শূন্য, কারণ ঢেঁকির কাছে মরাই কিনা! প্রয়োজন হইলেই অভাব পূরণ হইতেছে। হাজার হউক স্ত্রী কি স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিতে পারে? স্বামী কাছে থাকিলে দিনের পর দিন স্বামীর প্রতি মায়া বাড়িয়াই থাকে—কমে না!—কোন কোন স্বামীর স্ত্রীর প্রতি মায়া যে না বাড়ে এমন নয়। তাহা জানা যায় কখন? যখন বিচ্ছেদ হয় বা যখন বিরহের কথা মনে আসে।—অথবা যখন স্বামী বিদেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

যাহাহউক, দেখিলাম তাঁর উদ্বেগ একেবারে প্রশমিত হইয়াছে; কারণ টান কম পড়িয়াছে কিনা! তিনি প্রথমতঃ আকারে ইঙ্গিতে যাইবার কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে কথায় তত কাণ দিলাম না। পরে ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল—তিনি ফুটিয়া বলিলেন বাড়ী যাইব। এলাহাবাদ যাইবার কথা গোপন করিলেন। প্রথমতঃ আমি তাঁহাকে কত বুঝাইলাম—কত কাঁদিলাম; তাহা তিনি শুনিলেন না। পরে মা, বাবা, জেঠাই, দাদা, বৌদিদিরা বারণ করিলেন—

বুঝাইলেন। তিনি বলিলেন "আমি বাড়ী যাইব, অন্য কোথাও যাইব না। কলিকাতাতেই থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিব—সে জন্য আপনার চিন্তিত হইবেন না।" তাঁহার বাড়ী যাইবার কথায় বাধা দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নয় মনে করিয়া সকলে নিরস্ত হইলেন কিন্তু আমি নিবৃত্ত হইলাম না বা হইতে পারিলাম না। পরিশেষে—বলিলাম তাহা যদি না হয় তবে "অভাগীরে সঙ্গে করি লও।" তিনি এক গাল হাসিয়া আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—ঢেঁকি দেখিয়া ভয় পাইতেছ? আর কুমীরের ভয় নাই! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলাম আমি এ হলুদ গায়ে মাখিলে কুমীরের কি সাধ্য যে আমার কাছ ঘেঁসে?—বলিতে বলিতে আমার চক্ষে অশ্রু বিন্দু ঝরিয়া পড়িল। আমি তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া খুব খানিক কাঁদিলাম। তিনি আমায় বিশেষ প্রকারে বুঝাইলেন যে আমি আট দিন পরেই যখন আসিব তখন তোমায় লইয়া গিয়া কি করিব?—যাওয়া আসা পরিশ্রম বৈত নয়? তবে অন্য উপায় আছে, যদি তুমি আমাদের বাড়ীতে থাক তাহা হইলে আমি লইয়া যাইতে পারি। আমি বলিলাম তুমিও থাকিলে আমার আপত্তি নাই তিনি বলিলেন তাহা কি হইতে পারে? কাজ কর্ম্ম চেষ্টা করা ত কর্ত্তব্য? কলিকাতাই যখন কর্ম্ম ক্ষেত্র তখন আমায় ত এখানে আসিয়া থাকিতেই হইবে। আমি বলিলাম তাহা হইবে না আর আমি তোমায় ছাড়িয়া

থাকিতে পারিব না। তিনি বলিলেন তবে তুমি থাক আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। অগত্যা পাষাণে বুক বাঁধিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু পোড়া মন কি বুঝে? তবুও চক্ষে দরদরিত ধারা!—হারাই হারাই ভাব!—মন নারায়ণ সব বুঝিতে পারে। কিন্তু বুঝিয়াও বুঝিলাম না—মনে করিলাম ভালবাসার জন্যই ওরূপ হইতেছে!

যাহাহউক একটা উপায় স্থির করিলাম। আমাদের একজন চাকর সঙ্গে যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। তাহাই হইল—তিনি চাকরের সঙ্গে বাড়ী গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—§*§—

আঃ সর্ব্বনাশ! কয়েকদিন পরে চাকর ফিরিয়া আসিল—বলিল বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন! মাথায় করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলাম! সর্ব্বনাশ যে হইবে তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ দাদা রওনা হইলেন তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই তিনি চলিয়া গিয়াছেন। বাড়ীর লোকেও বলিলেন "যাইতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলাম শুনিল না।" দাদা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিলেন।

তখন শীত কাল—মাঘের দারুণ শীত। দাদা রাত্রি কালে ফিরিয়া আসিলেন। দুঃসংবাদ শুনিয়া আমার দেহের ভিতর বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল—ঘামে সর্ব্ব শরীর ভিজিয়া গেল। বাড়ীর সকলে দুশ্চিন্তায় রজনী যাপন করিলেন।—আমার জ্বর হইল!

আমার জ্বর হইয়াছে শুনিয়া পিতা চিন্তিত হইলেন। পিতা আমায় অত্যন্ত ভালবাসেন। তাঁহার বিশ্বাস আমার জন্মের পর হইতেই তাঁহার সাংসারিক উন্নতি ও ধন সমৃদ্ধি লাভ হইয়াছে। মাতার বিশ্বাস তাহার উপর। তবে এই বিশ্বাসের জন্যই যে আমাকে অধিক ভালবাসেন তাহা নহে। পিতামাতা সন্তানকে স্নেহ করিয়াই থাকেন। পিতামাতার রক্ত সন্তানের দেহে প্রবাহিত সুতরাং সুখে দুঃখে তাঁহাদের রক্ত ক্ষুণ্ণ বা শুষ্ক হয় বৈকি! যাহাহউক, ডাক্তার আসিল; চিকিৎসা হইতে লাগিল! চিকিৎসক আসিয়া কি দেখিলেন? যাহা দেখিলেন হয়ত তাহা তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে নাই! বোধ হয় তিনি রোগ কিছু ঠাওরাইতে পারেন নাই, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঔষধ দিলেন! কারণ এমন বড় ঘরটা কি সহজে ছাড়া যায়? দর্শনী ত আছেই—ঔষধের দামও ত কম নয়? আমি ঔষধ খাই নাই। ঘন ঘন চিকিৎসক যাতায়াত করেন—শিশি শিশি ঔষধও আসিত। কিন্তু ফল কিছুই হইল না—রোগ বাড়িতে লাগিল!

একদিন মা আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে

বলিলেন "তুই অত ভাবিস্ কেন সে (তাঁর নাম করিয়া) তোকে না নেয় আমি তোর আবার বিয়ে দেবো—ব্রাহ্মদের বিয়ে হচ্চে না—বিধবার বিয়ে হচ্চে না ?" আমার সর্ব্ব-শরীর জলিয়া উঠিল আমি মায়ের হাত ধরিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলাম !—আমার চক্ষে জল আসিল, নীরবে খানিক কাঁদিলাম !—পরে বলিলাম—যদি অমন কথা বলিস্ তবে আমি হয় বিষ খেয়ে, নয় দোতালার ছাত্ থেকে পড়ে মরব। তুই মা বলে আজ রক্ষা পেলি নতুবা দেখতিস্ আজ আমি কি কত্তুম !

মা লজ্জিত হইয়া বলিলেন "না বাছা ! আমি কি তা বলচি ?—আমি তোমার ভাব্‌বার কথা বলচি। সে আমার ছেলে আমি তার অমঙ্গল চিন্তা কচ্চি ?—তোমার আগে সে ! হিন্দুর ঘরে মেয়ের চেয়ে জামাইয়ের আদর বেশী ! যার সুখে মেয়ের সুখ তার মঙ্গল কামনা আগে কত্তে হয়। তোমার ভাবনা কি মা তুমি একটু সেরে ওঠনা তোমাকে নিয়ে এলাহাবাদে যাব। এবার ধরা পেলে কি আর ছাড়ব ? সে যেখানে যাবে আমরাও সেখানে যাব ! আমার নামে যা আছে আমি সব তাকে দিয়ে যাব ? তার চাকরীর দরকার কি ? বিশহাজার টাকা নগদ দেবো !"

মা অপ্রতিভ হইয়াছেন দেখিয়া আমি আর কোন কথা বলিলাম না !

পরদিন সংবাদ পাইলাম তিনি পশ্চিম যান নাই। তাঁর

মামার বাড়ী গিয়াছিলেন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন। শীঘ্রই আমাদের বাড়ীতে আসিবেন। সংবাদ পাইয়া আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হইল। তাঁহাকে আনিতে লোক গেল দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম। ক্রমে আমার অসুস্থতা শারিয়া গেল। আমি বেশ সুস্থ হইলাম। জানিলাম অনেকদিন পরে বাড়ী গিয়াছেন আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ছাড়িতেছেন না। এখানে আসিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে। সরলমনে বিশ্বাস করিলাম তাহা হইলেও হইতে পারে। কারণ বাড়ীর সকলের মনে প্রফুল্লভাব দেখিয়া উহাই নিশ্চয় করিলাম।

একদিন দুইদিন করিয়া প্রায় পনর দিন কাটিল। আজ নয় কাল আসিবেন। অমুকদিন নয় অমুকদিন আসিবেন, এইরূপেই কাটিতে লাগিল। কিন্তু আশায় আগ্রহ জাগাইয়া রাখিত—মনে বিশ্বাস জোর করিয়া বসাইত। তাই শরীরের তত অনিষ্ট হয় নাই। মনের সুখ না থাকিলেও অসুখ বড় একটা হয় নাই। কারণ আশাই চিকিৎসক কিনা!

যাহাহউক, আরও কয়েকদিন পরে তাঁর একখানি চিঠি পাইয়া জানিলাম বাড়ীর লোকে আমায় ভুলাইবার জন্য ওরূপ মিথ্যা কথা প্রচার করিয়াছে। চিঠি আসিল এলাহাবাদ হইতে। চিঠি পড়িয়াই মূর্চ্ছিত হইলাম। কতক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে জানি নাই। শুনিলাম ঘড়িতে যখন রাত্রি

দুইটা বাজিল, তখনও আমার পুরা চেতনা হয় নাই! সকলে আমায় লইয়া ব্যতিব্যস্ত! মা—বাবা—পিসীমা—জেঠাইমা—দাদা—ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন আমার বিছানার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন!

জ্ঞান সঞ্চার হইলে লজ্জিত হইলাম। মাকে বলিলাম, মা! আমার বড় ক্ষিদে পাচ্ছে। মা প্রচুর পরিমাণ খাবার দিলেন সামান্যই খাইলাম। মা আমার কাছে শুইলেন। আর ঘুম হইল না। মা বলিলেন "চল কালই আমরা এলাহাবাদ যাই!" আমি বলিলাম সেখানে থাক্‌বি না ফিরে আস্‌বি? মা বলিলেন না সঙ্গে করে নিয়ে আসব। কলেজে দেখাবো।

চিঠিখানিতে লেখা ছিল :—

প্রিয়তমে! সম্ভবতঃ আজ কয়েকদিন তুমি আমার জন্য বড় চিন্তিত আছ। আমি তোমাদের ফাঁকি দিয়া এলাহাবাদে আসিয়া বিপদে পড়িয়াছি ইহা আমারই কৃত কর্ম্মের ফল! সরলমনে যে কষ্ট দেয়—বিশ্বাসীর প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার এমন বিষময় ফলই ফলে! তুমি আমায় কত ভালবাস তাহা আজ বুঝিতেছি। ইহার আগে তোমার প্রতি মন আকৃষ্ট হইলেও তোমার ভালবাসার সীমা নির্ণয় করিতে পারি নাই। আজ যেমন তোমার ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করিতেছি—আজ যেমন তোমার জন্য আমার প্রাণ কাঁদিতেছে এমন কথনও

হয় নাই! আজ তোমায় প্রাণের কথা খুলিয়া বলিব। আমি খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছি। বিবাহ এখনও হয় নাই। যে মেমসাহেবের কথা বলিয়াছিলে তাহা প্রকৃত! তাহাকেই বিবাহ করিবার জন্ম আমাদিগের মধ্যে দেখাশুনা—ভালবাসাবাসি চলিতেছিল। বিবাহের দিন ছিল বিগত বৃহস্পতিবার। ভগবান্ চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছেন। মেমসাহেবের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে! এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম—তুমি আমায় কত ভালবাস—তুমি বড়লোকের মেয়ে বলিয়া একদিনও আমায় অবজ্ঞা কর নাই, দেবতার ন্যায় ভক্তি কর, ইহকাল পরকালের সঙ্গী বলিয়া কত আদর অভ্যর্থনায় প্রাণ ঢালিয়া দাও তাহা এখন বুঝিতেছি। বুঝিতেছি হিন্দুর পত্নী ধর্ম্মপত্নী! হিন্দুর পত্নী সুখে দুঃখে জীবন সঙ্গিনী!—ইহকাল পরকালের সঙ্গিনী! ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হিন্দুপত্নীর করতল গত! তিনি নিজে তাহা আয়ত্ত করেন—স্বামীকে সমস্ত—সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে মুক্ত ও আপনিও মোক্ষ লাভ করেন!

তুমি দেবী আমি চণ্ডাল! তুমি রত্ন আমি শূকর! হিন্দুপত্নীর ন্যায় স্বামীভক্তি, হিন্দুপত্নীর ন্যায় সতী জগতে নাই!—নাই!!—নাই!!!

আমি আজ বিপন্ন!—একবার শেষ সময়ে তোমায় দেখিতে চাই! তোমার সৌম মূর্ত্তি দেখিলে যদি আমার কথঞ্চিৎও পাপের শান্তি হয়—তাই তোমায় আজ আমি

দেখিতে চাই! শত অপরাধ করিলেও আজ ক্ষমা করিও। ক্ষমা হিন্দু স্ত্রীর অঙ্গের ভূষণ তাহা আমি জানি! স্বামী হাজার চণ্ডাল হউক স্ত্রী অনন্যশরণা! স্বামীর কুশল চিন্তাই তাহার পূজা তাহার অর্চ্চনা—তাহার ব্রত!—তাহার ইহকাল ও পরকালের সুখ! বিশেষতঃ আমি তোমার স্বভাব জানি—তুমি আমাগত প্রাণা! আজ আমি মরণের পথে,—আমার সর্ব্ব দোষ ক্ষমা করিও, এ পৃথিবীতে—আমার মনে হইতেছে কেবল মাত্র তোমার নিকটই আমি বিশিষ্ট অপরাধী ও পাপী! তুমি ক্ষমা করিলে আমি যেন শান্তিতে মরিতে পারিব!

যদি আমি এ যাত্রা রক্ষা পাই—রক্ষা যে পাইব এরূপ আশা নাই—তবে কি তুমি আমায় স্পর্শ করিবে? কারণ—আমি জাতিচ্যুত হইয়াছি! যে জাতিচ্যুত—ধর্ম্মচ্যুত তাহাকে কি স্পর্শ করিবে? তোমরা যে দেবী—পিশাচকে কি স্থান দিবে? শত ধিক আমাকে, আমি কি লোভে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছি! বলিতে লজ্জা হইতেছে—কে যেন মাথার উপর দাঁড়াইয়া দণ্ডোত্তলন করিয়া বলিতেছে, পাপিষ্ঠ! ইন্দ্রিয় সুখের আশায় ধর্ম্ম—বিসর্জ্জন করলি—সুখ কোথায় একবার চিন্তা করিয়া দেখ!

ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি,
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাহি বর্দ্ধতে।

উপভোগের দ্বারা কামনার উপশম হয় না। যেমন

আগুনে ঘৃত দিলে জ্বলিয়াই উঠে নিবিয়া যায় না! এখন ইন্দ্রিয় সুখ লালসায় ঘৃণা আসিয়াছে! সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি যে তাহা কৃমি কীট—মলমূত্র ন্যক্কার জনক পদার্থে পরিপূর্ণ! একমাত্র ভাল বাসাই—দাম্পত্য প্রেমই পরমসুখ! যুগল প্রাণে কাতর কণ্ঠে উভয়ে এক হইয়া—হিন্দুর বিশ্বাসে—ভক্তি প্রবণতায় পরস্পর মিশিয়া ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি ও তাঁহার চরণে দাস হইয়া থাকি এই ইচ্ছা!

এই বার তোমায় সর্ব্বনাশকর কথা শুনাইব। আমি ঘোড়ায় চড়িয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলাম—শিশিরে পথ পিচ্ছিল হওয়ায় অশ্ব সহিত আমি পড়িয়া গিয়া বিষম আঘাত পাইয়াছি। দক্ষিণ পদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পড়িয়া গিয়া অনেকক্ষণ জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলাম। এখন কিছু সুস্থ আছি কিন্তু মরণাপন্ন—কার শাপে কি হয় বলা যায় না! প্রবল আকাঙ্ক্ষার বলে তোমায় এত কথা লিখিলাম। এসব লিখিয়া শরীর যেন অনেকটা সুস্থ হইল! টেলিগ্রাফ্ করিয়া জানাইও কবে আসিবে। তোমার আশা পথ চাহিয়া রহিলাম! বিলম্ব করিলে হয়ত আমি তোমার দর্শনে বঞ্চিত হইব। বাবা ও মাকে আমার শেষ প্রণাম জানাইও। ইতি।

তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী
হতভাগ্য—
শ্রী :——

টেলিগ্রাফ্ করিয়া দিয়া বাবা, মা, দাদা ও আমি যাত্রা করিলাম। যথা সময়ে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম। মা আমাকে আগে তাঁর নিকটে পাঠাইয়া দেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই। তিনি চীৎকার করিয়া মাকে ডাকিয়া আমার মূর্চ্ছার কথা বলেন। বাবা মা ও দাদা ছুটিয়া আসিয়া আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করেন। আমাকে গৃহান্তরিত করা হয়। কিয়ৎক্ষণপরে আমি সুস্থ হইলাম। তিনি হাসপাতালে ছিলেন। তৎক্ষণাৎ একটী গৃহ ভাড়া করিয়া তথায় তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। মা বাবা ও দাদা তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া আহার করিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার গৃহে আর কেহ ছিল না আমি তথায় গমন করিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তাঁহার আকস্মিক বিপদে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল আমি তাঁহার মাথাটী কোলে লইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলাম তিনিও কাঁদিলেন!

ঝটিকা প্রশমিত হইলে বায়ু নিশ্চল হয়। উভয়ের দুঃখ কষ্টের উদ্বেগ অনেকটা কমিয়া আসিলে একটু সুস্থ হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম উপায় কি? তিনি বলিলেন, মরিব না, ভয় নাই তবে খোঁড়া হইয়া রহিলাম। তুমি ঈশ্বরকে অনেক ডাকিয়াছ তাই তিনি আমায় খোঁড়া করিয়া তোমারই আশ্রয়ে রাখিলেন। দেখিও খোঁড়া

বলিয়া যেন ঘৃণা করিও না! আমি তাঁহার পদ ধূলি মস্তকে লইয়া বলিলাম অমন কথা বলিও না। যিনি আমার সর্ব্বস্ব—যিনি আমার হৃদয়ের ভিতরে—তাঁর আবার পা কি—? আমিই তাঁর পা! তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমার মুখটী ধরিয়া চুম্বন করিলেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন আমি খ্রীষ্টান হইয়াছি কেমন করিয়া আমায় স্পর্শ করিলে? আমি বলিলাম স্ত্রী কখনও স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে না—তিনি খ্রীষ্টানই হউন আর চণ্ডালই হউন বা পতিত হউন! তবে স্বামী যদি স্ত্রীকে ত্যাগ করেন তবে তাহার আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ! খ্রীষ্টান বলিয়া আমাদিগকে কেহ না লয় আমরা ঠেকো হইয়া থাকিব। আমরা সমাজের দাস দাসী হইয়া কাল যাপন করিব। গ্রামের এক প্রান্তে কুঁড়ে বাঁধিব আর নারায়ণের নাম করিয়া কাল কাটাইব সে জন্য চিন্তা কি? সমাজ ঠেলিতে পারেন—পিতা মাতা ভ্রাতা—আত্মীয় স্বজন ঠেলিতে পারেন—আমি তোমায় ঠেলিতে পারি না! আর একজন ঠেলিবেন না—তিনি ঈশ্বর। জন্মাবধি আমাদের হিন্দু সংস্কার।—জর্ডনের জল মাথায় ছিটাইয়া দিলেই কি সে সংস্কার দূর হইল? নারায়ণকে মনের মধ্যে চিন্তা কর আমাদের সকল কষ্ট দূর হইবে। তুমি খ্রীষ্টান নও তুমি হিন্দু—তুমি চিরকাল হিন্দু—চিরকাল আমরা হিন্দু! আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ—আমাদের আলোকের

অভাব নাই, ওদের শীত প্রধান দেশ বড় বৃষ্টি কুজ্ঝটিকাময়—ওরা আলোকের কাঙ্গাল! ওরা আলোক আলোক করুক!—নারায়ণের পাদপদ্মের আলোকে আমাদের দেশ উদ্ভাসিত—! আমরা এত আলোকের মাঝে থাকিয়া "আলোক আলোক" বলিয়া বৃথা চীৎকার করিব কেন? তুমি ও কথা ভুলিয়া যাও—তুমি আমার দেবতা আমি তোমার দাসী! একথা যে শাস্ত্রে আছে সেই শাস্ত্র মানিব।

তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন বলিলেন অন্যান্য দিন কত যন্ত্রণা হয় তোমার সঙ্গে কথা কয়ে আজ আমার বড় আরাম বোধ হচ্চে। আমার কোলে মাথা রাখিয়া আমার হাত দুইটী তাঁর কপালে দিয়া তিনি যেন একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। সমস্ত রজনী আমার জাগিয়া কাটিল—কত—চিন্তা—কত অমঙ্গল আশঙ্কা—কিন্তু সাহসে বুক বাঁধিয়া রহিলাম!

হাসপাতালে নাম লেখালে ভাল না হলে ছাড়ে না!—হয় এদিক—নয় ওদিক—দুটোর একটা না হলে তারা ছাড়ে না! কয়েকদিন সেখানে দেখা শুনা হলো। ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করা চলো, তাঁরা বল্লেন পা না কাট্‌লে ভাল হবে না—এমন কি মারা যেতেও পারে। বাবা ও মার কিছুতেই মত হলো না। তাঁরা বল্লেন তাও কি হয় চিরদিনের জন্য পা-টা যাবে! আমারও মত তাই ভাল করে না দেখিয়ে হঠ্ করে যা তা একটা করা ভাল নয়।

আমাদের অমত দেখে ডাক্তারেরা বল্লেন তবে এখান হইতে লইয়া যাও।

একদিন আমরা সকলে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বেই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। যথা সময়ে রেলগাড়ী হাওড়ায় পৌঁছিল, তথা হইতে একেবারে মেডিক্যাল কলেজে নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে উঠিলাম।

কলেজে অনেকদিন চিকিৎসার পর বড় সাহেব ডাক্তার বলিলেন পা না কাটিলে উপায় নাই। অগত্যা বাবা তাহাতে সম্মত হইলেন। পাছে আমরা থাকিলে কোনরূপ বাধা হয় এইজন্য বাবা আমাদিগকে মা কালীর নিকট কাতর প্রার্থনা করিবার জন্য কালীঘাটে আনিলেন। কিন্তু পা কাটিবার কথা মা বা আমি জানি নাই।

তাহার পর আমাদের অনুপস্থিত কালে তাঁহার পা কাটিয়া দেওয়া হয়। কাটা হইয়াছিল উরুদেশে। কাটিবার পর অল্প চেতনা সঞ্চার হইলে তিনি আমায় দেখিতে চাহিয়াছিলেন। ডাক্তার বলিয়াছিলেন আত্মীয় স্বজন এখন কেহ কাছে আসিতে পাইবে না। সুতরাং সে দিন আমাদিগকে হাসপাতালে যাইতে দেওয়া হয় নাই। কথঞ্চিৎ আহার করিয়া শয়ন করিয়াছি সে দিন কাল নিদ্রা আসিয়া আমার চক্ষে লাগিয়াছিল। নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিলাম—"তিনি" আমায় শয্যা পার্শ্বে বিমর্ষ ভাবে শুষ্কমুখে দাঁড়াইয়া আমার

দিকে চাহিয়া আছেন। মুখে কোন কথা নাই চক্ষে যেন দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!" ছ্যাৎ করিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া বসিলাম মনে কতরূপ অমঙ্গল আশঙ্কা হইতে লাগিল। উঠিয়া ঘরের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলাম কিন্তু কিছুতেই শান্তি নাই প্রাণ ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। খিল খুলিয়া বৌদিদিকে ডাকিয়া স্বপ্নের কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন ওটা স্বপ্ন! যাও শোওগে; প্রাতঃকালেই তোমার দাদাকে হাসপাতালে পাঠাইব। অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় বসিলাম। অতি মাত্র মন্ত্রণায় রজনী প্রভাত হইল! প্রাতঃকালেই দাদা হাসপাতালে গমন করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলেই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! মা উঠানে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।—আমার আর জানিতে বাকি রহিল না—স্বপ্নের কথা মনে হইল আমি জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলাম!

মহা বিভ্রাট! কে কাহাকে দেখে! বাবা, দাদা জেঠাইমা, পিসীমা—বৌদিদিরা আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন! এ সব যে আমি দেখিয়াছি তাহা নহে। মার কান্না শুনিয়াই আমার কি হইয়াছিল আমি জানি নাই! আত্মীয় স্বজন আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছেন। আমি প্রায় ৮।১০ দিন সংজ্ঞাশূন্য ছিলাম। পরে কতরকম খেয়াল বকিয়াছি—পাগলের ন্যায় থাকিতাম। পাষাণ হইলে ফাটিয়া

যাইত—! কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে সব সয়!

শুনিলাম যে দিন তাঁর পা কাটা হয় সে দিন রাত্রি-কালেই অর্থাৎ যখন আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি ঠিক সেই সময়ে তাঁহার প্রাণ বায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গিয়াছে!

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—আমার সর্ব্বনাশের পথও প্রশস্ত হইতে লাগিল। অত ভালবাসা—অত প্রেম—সব ভুলিতে লাগিলাম! যাঁহাকে না দেখিলে মরণ যন্ত্রণা অনুভব করিতাম তাঁহাকে কতদিন না দেখিয়াও জীবিত আছি;—তাঁহাকে আর জীবনে দেখিতে পাইব না তবুও জীবিত আছি। যাঁহার চিন্তায় উভয়ে মিশিয়া এক হইয়া যাইতাম আজ দিনান্তেও তাঁহার কথা মনে হয় না! শয়নে স্বপনে ভ্রমণে জাগরণে যাঁহার কথা অহর্নিশ চিন্তা করিয়াছি, যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ করিয়া রাখিতাম আজ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়া পান ভোজন করিতেছি—স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছি—আবার বাঁচিবার সাধ হইতেছে!!

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃপরম্॥

প্রত্যহ কত লোক মরিতেছে দেখিয়াও আমরা চিরকাল বাঁচিব বলিয়া আশা করিতেছি ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

পত্নী জীবন সম প্রিয়তমকে বিসর্জ্জন দিয়া বক্ষঃ হইতে শেল সরাইতেছে—বাঁচিবার আশায়! মাতা হৃদয় নন্দন

প্রিয়তম পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া ঘর সংসার গুছাইতেছে—বাঁচিবার আশায়! ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু ইহাও হয়!—জগতে এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়!

কেন হয়?—তাহার কারণ আছে। আমাদের প্রীতি আমাদের প্রেম পূর্ণ নয়। আমরা যাহা কিছু ভালবাসা দেখাই যাহা কিছুতে আত্মবিস্মৃতি হই—তাহাতে আমাদের স্বার্থের সংস্রব পূর্ণ মাত্রায়! তাই দুই দিনে বিস্মৃত হই; কারণ আর তাহাদের দ্বারা স্বার্থ-সাধনের উপায় নাই! ধিক শতধিক এরূপ পার্থিব প্রেমে!

যাউক, এখন আমার কলঙ্কের কথা বলিব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

——§•§——

আমি কি ছিলাম তাহা দেখাইয়াছি, এবার কি হইয়াছি তাহা দেখাইব। দেবী ছিলাম দানবী হইয়াছি, প্রেমময়ী ছিলাম পিশাচী হইয়াছি! গড়িতে অনেক সময় লাগে, ভাঙ্গিতে মুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না! অল্পে অল্পে যে চরিত্র গড়িয়া ছিলাম—অল্পে অল্পে যে পতিপ্রেম শিক্ষা করিয়াছিলাম—একটু অনধাবনতায় একটু চাঞ্চল্যে মুহূর্ত্ত মধ্যে

তাহা কোথায় চলিয়া গেল! পাহাড়ের উপর উঠিয়াছিলাম—কূপে পড়িয়া গেলাম! এখন অনুতাপে হৃদয় জর জর হইতেছে!—এ পাপের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নাই!!

দিনের পর দিনের সঙ্গে হৃদয়ের উদ্বেগও প্রশমিত হইতে লাগিল! অনেকদিন হইয়া গিয়াছে! আর তাঁর ভাব মনে নাই। এখন—খেলি খাই—ঘুমাই! পিতা মাতার একমাত্র কন্যা! আমার মনতুষ্টির জন্য পিতা মাতা আমার নিকট টাকা রাখেন! আমার সিন্দুকের ভাড়া স্বরূপ মাঝে মাঝে দুই চারি মোহর পাই। কয়েক শত টাকা বাবা আমায় মহাজনী করিতে দেন। সে টাকার মালিক আমি। ঘর ভাড়া আদায় হইয়া যাহা আসিত তাহা এবং দোকানের রোজকার তহবিল আমার কাছে থাকিত। অন্যান্য বাবদে যাহা পাওয়া যাইত বা কেহ কর্জ্জ শোধ করিয়া গেলে সে টাকাও আমার কাছে থাকিত আমি যেন তাঁহাদের ক্যাশিয়ার বা খাজাঞ্চি হইলাম। ফল কথা যাহা কিছু খরচ পত্র তাহা আমার হাত দিয়াই হইতে লাগিল। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ; আমায় অন্যমনস্ক করান—তখন জানিতাম না যে ইহা আমার সর্ব্বনাশের পথ!

বলিতে কি এই টাকা কড়ির হিসাবেই তাঁহাকে ভুলিয়াছি! বাবা ডাকিতেছেন, মা ডাকিতেছেন, দাদা ডাকিতেছেন—আত্মীয় স্বজন ডাকিতেছেন—অন্য লোক আসিলেও আমার ডাক পড়িতেছে। এইরূপে আমি মত্ত

মহাজন হইয়া উঠিলাম—লেনা দেনায় দিন কাটিতে লাগিল! অর্থের সংস্রবে ক্রমে ক্রমে লালসা আসিল! এ চাই ও চাই বলিয়া বাবাকে ফরমাইস করিতে লাগিলাম। তিনি শত কর্ম্ম ফেলিয়া অগ্রে আমার বাঞ্ছা পূরণ করিতেন। তখন এত লালসায় ঘিরিয়াছে যে, আমি যে বিধবা এ কথা মনে নাই। তখন বস্ত্র অলঙ্কারের পারিপাট্যে টান কত!

মা বলিলেন আমি হাত শুধু দেখিতে পারিব না। বাবা বলিলেন আমরা যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তুই মাছ ছাড়তে পাবি না! আমার তখন আর মনের বল নাই, আমি যে বিধবা তাহা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করি না। উঃ! কি পরিবর্ত্তন! কি অধঃপতন!

যখন আমি কি এবং কে ইহা ভুলিয়াছি তখন বিলা—সিতায় মন ডুবিয়া গেল! মায়ের অতিরিক্ত স্নেহাধিক্যে আমার সর্ব্বনাশের পথ আরও প্রশস্ত হইল! আমি একাকিনী শয্যায় রাত্রি যাপন করি সেটা বুঝি তাঁর ভাল লাগিল না।

দূর সম্পর্কে মাসীমার শ্বশুর বাড়ীর কোন আত্মীয় আসিয়া আমাদের বাড়ীতে আড্ডা গাড়িলেন, তিনি বেশ গান গাহিতে পারিতেন। তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহাকে গানের ফরমাইস করিতাম—জলখাবার দিতাম—পান দিতাম। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গেল। সাহস পাইয়া একদিন সে আমায় ধরিয়া

চুম খাইল। মাকে বলিলাম—মা বলিলেন তোর দাদা হয় আদর করে চুম খেয়েচে !! তাহার পর একদিন আমার বক্ষেঃ হস্তার্পণ করিল—তাহাও মাকে বলিলাম—তিনি বলিলেন ছি ! ও কথা কাহাকেও বলিতে নাই ! আমি নীরব রহিলাম। আর একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ ঘুম্ ভাঙ্গিয়া গেল—বুঝিলাম কে যেন আমায় আঁকাড় করিয়া শুইয়া আছে। ব্যাঘ্রী বহুদিনের পর রক্তের আস্বাদ পাইলে কি শিকার ছাড়ে ? কিয়ংকাল নীরব রহিলাম। বুঝিলাম যখন সর্ব্বনাশ হইয়াছে তখন আর চীৎকার করিয়া কি কারব ?—অনুমানে বুঝিলাম সেই পোড়ারমুখো ! তাহার কান ধরিয়া বলিলাম—"মরতে আর জায়গা পাঁও নাই ?" আমার সাহস পাইয়া সে কত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল !

বুঝিলাম পতি অপেক্ষা উপপতিতে যেন তৃপ্তি অধিকতর ! কিন্তু তখন বুঝি নাই যে ইহা পাপের আপাতঃ মধুরতা !

আমি প্রতিদিন গৃহে আলো জ্বালিয়া রাখিয়া শয়ন করি। সে দিন ঘর অন্ধকারময় ! বুঝিলাম সেইদিন হইতে আমার জীবনের আলোক নিবিল ! অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মা গৃহ মধ্যে বসিয়া কয়েক জনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ছিলেন। ইত্যবসরে আমি নিদ্রিত হইয়াছি। তাঁহারা কখন বাহির হইয়া গিয়াছেন জানি নাই সুতরাং খিল দেওয়া

হয় নাই। চোর চায় ভাঙা বেড়া! সুযোগ বুঝিয়া পোড়ারমুখো আসিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আমি পূর্ণ যৌবনা।—জীবন ঋতুতে যৌবন-বর্ষা! ইন্দ্রিয় নিচয় রূপ সলিল রাশি প্রবৃত্তি নদীতে তর তর করিয়া চলিয়াছে! সলিল রাশি কূলে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছে সুযোগ পাইলে বাঁধ ভাঙ্গিতেছে কূল প্লাবিত করিয়া উছলিয়া পড়িতেছে! স্বামী স্মৃতিরূপ যে জীর্ণ তরি আশ্রয় করিয়া ছিলাম তাহাকে কোথায় ডুবাইয়া দিয়াছে!!!

দেবী যদি দানবী হয়—তবে তাহার দানবীত্বের তুলনা নাই! আমার অধঃপতন কি সেই দিন আরম্ভ হইয়াছিল? অধঃপতন হইয়াছিল কোন দিন? যে দিন আমি—আপনাকে ভুলিয়া ছিলাম—যে দিন আমি অর্থের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলাম, যে দিন আমি বস্ত্র অলঙ্কারের দিকে নজর দিলাম, যে দিন আমি পরপুরুষ কর্ত্তৃক চুম্বিত হইয়াও নীরবে সহিয়াছি, যে দিন আমার অঙ্গে হস্তার্পিত হইলেও সহ্য করিয়াছি, মায়ের নিকট অনুযোগ করিয়া তাঁহার মন বুঝিয়াছি—সেই দিন আমার অধঃপতন হইয়াছে! আমি যদি খাঁটী থাকিতাম—আমি যদি দোলায়মান চিত্ত না হইতাম—তবে কাহার সাধ্য আমার ত্রিসীমা স্পর্শ করে? দোষ তাহার নহে দোষ আমার! আমি হাঁ না—হাঁ না করিতে ছিলাম জোর করিয়া "না" ত বলিতে পারি নাই! যে দিন মনের বল হারাইয়াছি সেইদিন আমার অধঃপতন

হইয়াছে।

তখন মনে করিয়াছিলাম—এমন—উপভোগ—বিলাস সকলই বৃথা হইবে? কেন, একটা স্বামী মরিয়া গেলে কি আর একটা স্বামী হইতে নাই? বিধবার বিবাহ ত হই-তেছে! তবে কি তাহারা পাপী?—না না তাই বা কেমন করিয়া বলিব? তাহা যদি হইত তাহা হইলে নরকে স্থান থাকিত না। পাশ্চাত্য দেশে যে লক্ষ লক্ষ রমণীর বিধবা বিবাহ হইতেছে! মুসলমানদের ত বিধবা বিবাহের প্রথা আছে। তাহারা পর্য্যায় ক্রমে শত পতির গলে মাল্য দান করিলেও পতিতা হয় না। তবে যত দোষ কি হিন্দুর?—স্বামী মরিয়া গেল বলিয়া চিরদিন আমি দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করিব কেন? আমার সহিত এখন তাঁর—আর কি সম্বন্ধ? তিনি কোথায় আর আমি কোথায়? ধর, আজ আমার বাপ আছে, ভাই আছে—পয়সা আছে, ঈশ্বর না করুন, যদি তাহা না থাকিত তবে আমার দশা কি হইত? কে আমার উদরান্নের ভার লইত?—একি প্রথা?—পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হইলে তিনি পত্ন্যন্তর—গ্রহণ করিতে পারেন—পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রী পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না—কি স্বার্থপরতা—কি বুজরুকি!—তাঁদের বেলা লীলা খেলা, পাপ লিখেছে আমাদের বেলা! ছি ছি ছি! হিন্দুর স্ত্রী জাতির সম্মান নাই—স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা নাই,—এই জন্যই ইহারা চিরপরাধীন! ইত্যাদি কত প্রকার দোষারোপ

করিয়া কত গালি দিয়া—ঠিক করিলাম আমি যাহা বলিতেছি তাহা নির্দ্দোষ আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা ধ্রুব সত্য !!! নতুবা আমার যে সর্ব্বনাশ হয়—আমার যে স্বার্থ-সাধন হয় না—আমার যে এত সাধের জীবন-যৌবন রসাতলে যায়! আমি যে অধঃপাতের পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছি তাহাতে যে কণ্টক পড়ে! মানুষকে যখন কালে ঘিরে তখন বিপরীত বুদ্ধি হয়! তখন আমার স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী হইয়াছে! বিষ মাছি বিষ ভক্ষণ করিয়া অমৃত বলিয়াই অনুভব করে! আমি তখন বিষকে অমৃত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি তখন পাপের আপাতঃ মধুরতায় আমার শিরায় শিরায় ছুটিতেছে! যে স্বামীর জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবস যামিনী কেবলই নয়নের জলে ঝুরিয়াছি তখন সেই স্বামীর কথা ভ্রম ক্রমেও মনে হইলে কত বিরক্ত হইয়াছি মনে মনে কত গালি দিয়াছি, বলিয়াছি যে এমন পোড়ারমুখো স্বামী ছিল—যে চিরদিন কেঁদে কেঁদে জীবন গেছে! এখন কিছুদিন শরীরকে একটু তোয়াজে রাখি। যে ক'দিন আছি খেয়ে পরেনি!—মনের সাধ মিটিয়ে নি!

আর যায় কোথা? যাই এই সংকল্প স্থির হওয়া—অমনি শতপথে বিলাস বাসনা ছুটিল!—নীলমাধব আমার চুম্বনের পূর্ব্বেই আমি তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিলাম।

নীলমাধব মাসীমার শ্বশুর বাড়ীর সেই কুটুম্ব নন্দন—আমার সর্ব্বনাশের যম!

নীলমাধব যখন আমায় চুম্বন করিল তখন আমার সর্ব্ব-শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল! মনে হইল এ চুম্বনের যেন তুলনাই নাই—এ যেন কোন অপূর্ব্ব স্বর্গের আমদানি! দেহ বিবশ হইলেও—ইচ্ছা না থকিলেও—অতি কষ্টে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিলাম! মনে মনে ইচ্ছা হইল এখনই ঐ চুম্বনটা ফিরাইয়া দিয়া যাই—কিন্তু পাছে কেহ দেখে এ জন্য তাড়াতাড়ি সে যাত্রা পলাইলাম। চৌকাট পার হইয়া দেখি মাথার চুল খুলিয়া গিয়াছে—কটিদেশের বস্ত্র খসিয়া পড়িতেছে! চুল জড়াইব না বস্ত্র পরিব?—না অঙ্গ সামলাইব? তাহার উপর লজ্জা ভয়—কোন দিক সামলাই? আমায় ব্যস্ত সমস্ত দেখিয়া মা বলিলেন—"কেন কেন অমন ক'রে আসচিস্ কেন?" আমি কোন কথা না বলিয়া উপরে গেলাম! পরে বুঝিলাম ঘটনাটা অলক্ষ্যে হয় নাই—মা দেখিয়াছেন! সুতরাং মাকে বলিলাম। মা আমার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"দাদা হয় আদর করে অমন করেচে।" আমি মনে মনে হাসিলাম—মাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া মনে মনে বলিলাম মায়ের কি স্নেহ!!

নীলমাধব দাদার সহিত ক্রমশঃই ঘনিষ্টতা বাড়িতে লাগিল! তিনি আমার কাণের মাকড়ির মুখটী পরাইয়া দেন—নাকের নোলকের মুক্তাটী বসাইয়া দেন! গলার হারটীর থামী টিপিয়া যুড়িয়া দেন—আঁচল মাটীতে পড়িলে তুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া দেন! কখনও বা মাথা ধরিয়া

কাপড় খুলিয়া মাথার ফুল দেখেন! বলিতে কি নীলমাধব দাদার জিদে আবার সব গহনা পরিলাম! তিনি মার কাছে বাবার কাছে বলেন ছেলে মানুষ ও এখন গহনা পরিবে না কেন? শুধু দেখলে আমাদের প্রাণটা যেন হুহু করে, এখন খেয়ে পরে নিগ্ তার পর বয়স হলে যখন বুঝতে পারবে তখন না পরে নাই পরবে। ইত্যাদি।”

তখন ত জানতাম না যে তিনি বাস্তু ঘুঘু! কে জানে সে কথায় তাঁর এত স্বার্থ! যাহাহউক সকলের জিদা জিদিতে গহনা পরিলাম।

তার পর আদর করিতে করিতে নীলমাধব আমায় কোলে টানিয়া লইল। গহনা দেখা, আঁচল তোলা, আঁচল টানা থেকে ক্রমশঃ গায়ে হাত পড়িল! তাহাও মার অগোচর ছিল না। তাহার পর যাহা হইয়াছে তাহা বলিয়াছি।

বলিতে কি—পতিকে ভাল বাসিয়া যত সুখ পাইয়াছিলাম ইহাতে যেন তাহার শতগুণ সুখ পাইতে লাগিলাম!! তখন বুঝিতাম না যে যাহা অত্যন্ত উত্তেজক তাহাই অত্যন্ত অবসাদক। যে মদ খাইয়া লোকে স্ফূর্ত্তির চূড়ান্ত দেখায় তাহাই পরক্ষণে অবসাদে তাহার দেহ ভগ্ন করিয়া দেয়!

তখন নীলমাধব আমি;—আমি নীলমাধব! উভয়ে উভয়কে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না! কত ছলনায় তাহার নিকট যাইতাম তাহার সঙ্গ কথা

নাই। লুকাইয়া লুকাইয়া নীলমাধবের জন্য কত রকমের খাবার রাখিতাম—কত রকমের পান সাজিতাম। তখন নীলমাধবকে আমার অদেয় কিছু ছিল না। নীলমাধব যদি বলিত তোমার বাপ ভাইয়ের মাথা চাই, আমি তাহাও আনিয়া দিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না। তখন জ্ঞানশূন্য—আত্মহারা!—ফুলের মালার জন্য ঠাকুরপূজা আরম্ভ করিলাম। প্রত্যহ সকালে কয়েকটী ভাল ভাল ফুলের মালা আসিত। আমি পূজায় বসিতাম—পূজা করিতেছি কাহার জান?—নীলমাধবের! বাহিরের ঘরে নীলমাধব বসিয়া আছে—জানালা খোলা;—আমি অন্দরের ভাঁড়ারঘরে বসিয়া পূজা করিতেছি নীলমাধব দেখিতেছে আমাকে, আমি দেখিতেছি নীলমাধবকে! সে যে কি দৃষ্টি তাহা বলিতে পারি না—যেন সুধা বৃষ্টি!

মালাগুলি বেশ করিয়া যত্ন করিয়া রাখিতাম, যথা সময়ে তাহা লইয়া নীলমাধবের গলদেশে অর্পণ করিতাম! প্রেমের সহায়তার জন্য বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিতাম—মধুর রসের কবিতা পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইতাম—আনন্দে দেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। শ্রীমতীর মানভঞ্জন—রাসলীলা—বস্ত্র হরণ প্রভৃতি পড়িয়া বৌদিদিদের বুঝাইতাম; এমন ভাবে বলিতাম যেন নীলমাধব শুনিতে পায় কারণ নীলমাধবকে শুনানই উদ্দেশ্য কিনা!

তখন বুঝি নাই যে গোপীদের প্রেম কি! তখন বুঝি

নাই যে তাঁহাদের ন্যায় সাধনা মানুষে সম্ভব নহে! তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় প্রেম কি কুভাবেই লইয়া ছিলাম!

আমার তখন সব নীলমাধব হইয়া গিয়াছিল—নীলমাধবের খাওয়া শোওয়া বসা বেড়ান—সবেতেই আমি তন্ময়! ক্ষীরছানা দধি দুগ্ধ মাখন—রসগোল্লা—কাঁচাগোল্লা মনোহরা মণ্ডা—যাহাই ঘরে আসুক আগে নীলমাধবের জন্য চুরি না করিলে আমার স্বস্তি নাই। ভাই বাপ দূরে থাকুক আগে আমার নীলমাধবের চাই! বড় মাছ আসিল নীলমাধব খাইবে মূড়া! বেদানা আঙ্গুর পেস্তা আসিল নীলমাধবের জন্য আগে চাই! খাবার ওয়ালা বরাদ্দ হইল—নীলমাধব খাইত আমি পয়সা দিতাম! শেষে সে আমায় পাইয়া বসিল টাকা কড়ি চাহিতে লাগিল। তাহাকে অদেয় আমার কি আছে? তাহাই দিতে লাগিলাম। এইরূপে কিছু দিন অতিরিক্ত প্রণয়ের ফলে আমার গর্ভ সঞ্চার হইল!! প্রথমে কয়েকমাস নীলমাধবকে তাহা জানিতে দিই নাই; ভিতরে ভিতরে গর্ভপাতের অনেক চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা তাহাকে বলিলাম। সে গর্ভের কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। প্রথমতঃ গর্ভপাতের চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই।

এক দিন সে বাড়ী যাইবার কথা পাড়িল—বলিল—অনেক দিন যাই নাই—আর বিশেষ দরকারও আছে।

আমি তাহার মনোভাব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে নীলমাধব পলায়নের চেষ্টা করিতেছে! আমি তাহাকে বলিলাম—"আমি তোমাকে না দেখিলে প্রাণে বাঁচিব না—তুমি যাইতে পারিবে না।" সে আমার কান্না ও জিদ্ দেখিয়া কোন কথা বলিল না। কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম—বলিলাম তুমি আমায় এখান হইতে অন্যত্র লইয়া চল। সে প্রথমতঃ স্বীকার করিল না। পরে বলিল টাকা চাই টাকা নহিলে কোন কার্য্য হইবেনা। আমি বলিলাম কত টাকা? সে বলিল হাজার টাকা হ'লে ব্যবসায় বাণিজ্য ক'রে দুজনের চল্‌তে পারে। আমি বলিলাম অত টাকা ত নগদ নাই। আমার গহনা গাঁঠি আছে তাহা বিক্রয় করিলে দুই হাজার আড়াই হাজার হইতে পারে। সে বলিল উপস্থিত পঞ্চাশ টাকা চাই! কলিকাতার ভিতর একটা ঘর ঠিক করিয়া আসিব। আমি হৃষ্টমনে তাহাই দিলাম।

দেখ ভগিনিগণ দেখ!—হায় প্রবৃত্তি [illegible] রিপু! প্রবৃত্তির বশে রিপুর উত্তেজনায়—আজ [illegible]—মা, [illegible] ভাই, বন্ধু,—আত্মীয় স্বজন—সব অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি! একবারও ভাবি, নাই ইহাদের ন্যায় আমার আপনার জন কে? যাহাকে আপনার বলিয়া ভাবিতেছি বাস্তবিক কি সে আপনার জন?—না—না—কখনই নহে। রিপুর উত্তেজনায়

যৌবনের খাতিরে আজ সে আমার হাতে স্বর্গের চাঁদ ধরিয়া দিতেছে, কাল সে আমার বক্ষে: ছুরিকাঘাত করিতে পারে—কাল সে আমায় অকূলে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারে!—কিন্তু রিপু আমায় সে কথা ভাবিতে দিতেছে না—সে কথা অবিশ্বাস করিতে দিতেছে না!

রিপু অর্থ শত্রু। ভগিনিগণ! রিপুর কথায় বিশ্বাস করিও না—শত্রু সর্ব্বনাশের পন্থাই দেখাইয়া দেয়!!

নীলমাধব পঞ্চাশ টাকা লইয়া গেল। তাহার অদর্শনে আমার কষ্টের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু কি করিব সে কষ্ট সহ্য করিলাম—একদিন দুইদিন করিয়া তাহার আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্রমেই যাতনা বাড়িতে লাগিল—ক্রমেই যাতনা অসহ্য হইয়া উঠিল—রোগের ভাণ করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম! কি হইল কি হইল বলিয়া সকলে ছুটিয়া আসিত আমি বলিতাম বড় মাথা ধরিয়াছে মাথার যন্ত্রণা বিস্তর! এইরূপ কয়েকদিন কাটিল নীলমাধব আসিল না। আমি বলিলাম মাসীমাকে দেখিতে যাইব;—মাসীমার শ্বশুর বাড়ী কলিকাতায়। তখনই গাড়ী আনাইয়া মার সহিত যাত্রা করিলাম।—সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। আমার উদ্দেশ্য নীলমাধবের অন্বেষণ। এ ঘর ও ঘর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম—মাসীমা বলিলেন "মেয়েটা অস্থির দেখ!" আমি বলিলাম অনেক দিন আসি নাই সব ঘর গুলা একবার দেখিয়া

লইতেছি তিনি হাসিয়া বলিলেন "দেখ, দেখ দেখ!" আমি ঘরে নীলমাধবকে খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইলাম—নীরবে আসিয়া মাসীমার কাছে বসিলাম। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিয়া মাসীমা ও মাসীমার বৌ বলিলেন একটু জল খাও। আমি হাঁ না কিছু বলিলাম না। মাসীমার বৌ জলখাবার আনিল। এমন সময় নীলমাধব আসিয়া পৌঁছিল আমি আছি বলিয়া বোধ হয় সে জানিত না। যাই হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়িল অমনি দরদরিত ধারায় আমার অশ্রু ঝরিল—আমি চোখে কাপড় দিয়া উঠিয়া পড়িলাম—নীলমাধব তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিল!—আমি কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলে সেও আমার সহিত গৃহে প্রবেশ করিল—আমি লজ্জা সরমের মাথা খাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে সে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—সে আমাকে ছাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না—কারণ আমি ত তাহাকে ধরি নাই, ধরিয়াছে আমার প্রবৃত্তি—আমার রিপু!!

মুখে কোন কথা নাই—কি যে বলিব মাথা মুণ্ডু তাহাও খুঁজিয়া পাই নাই—কেবল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে বিশেষ ব্যস্ততার সহিত বলিল "আমি কাল যাইব,—ছেড়ে দাও,—কে আসচে।" তবুও আমি ছাড়িলাম না সে অত্যন্ত বিরক্ত হইল—অগত্যা তখন ছাড়িলাম। সে স্থানান্তরে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ

মাসীমার বৌ আসিয়া বলিল—"দাদার সঙ্গে এত ভাব যে!" আমি কোন কথা না বলিয়া অমনি তাহার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলাম—বৌদিদি! কাহাকেও বলিও না—আমি পাপিনী!—সে আমায় আশ্বস্ত করিল—আমি আমার হাতের একটী সুন্দর আংটী বৌদিদির হাতে পরাইয়া দিয়া বলিলাম—আমার উপহার লও, মাথা খাও খুলিও না। সে হাসিয়া বলিল আচ্ছা থাকুক।

এই বৌ মাসীমার আপনার বৌ নহেন। মাসীমা বাল বিধবা। মাসীমার আপনার বলিতে কেহ নাই। দূর সম্পর্কীয় স্বামীর আত্মীয়দিগকে আনিয়া কাছে রাখিয়াছেন।

মাসীমার দেব দ্বিজে খুব নিষ্ঠা!—আমি বুঝিয়াছিলাম পতি সম্পর্কীয় যাহা কিছু তাহা তিনি অতি যত্নে রক্ষা করিতেন। বিষয় সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। পতির আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে কাছে রাখিতে বড় ভালবাসিতেন। পতি যে খাটে শুইতেন যেখানে বসিতেন—যাহা ভাল বাসিতেন তিনি সে সমুদয়কে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বলিয়া মনে করিতেন। শুনিয়াছি তিনি বলিতেন—তাঁহার স্বামী সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট আছেন। অনেকে বলিত শোকে তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। এখন বুঝিতেছি—তাহা তাঁহার পাগলামী নহে, প্রকৃত পক্ষে তিনি সতী ছিলেন। পতিকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি—প্রতির পূজা—পতির আরাধনাই তাঁহার সার

সর্ব্বস্ব ছিল! পতির আত্মীয় স্বজনকে—পতির সংসার বলিয়া তাহাদের যত্ন মমতা করিতেন। দিন রাত তাঁর কর্ম্মের বিরাম ছিল না। কাহারও জন্য পথ্য রন্ধন করিতেছেন কাহারও জন্য পোলাও,—কাহারও—জন্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছেন কে কি থাইতে ভালবাসে তাহার জন্য তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। রোগীর শুশ্রূষা—অতিথি অভ্যাগতের সেবা—দেব সেবার আয়োজন—সকলই হইতেছে। আবার মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতেছেন পাড়াপড়সীর ঘরে কার অসুথ হয়েচে কার— সেবা শুশ্রূষার অভাব হচ্চে—কে পথ্য পাচ্চে না!—কাহাকেও গিয়া দেখিতেছেন—সেবা কচ্চেন কাহাকেও পথ্য রাধিয়া দিয়া আসিতেছেন! কাহারও ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন। মাসীমার পতি পুত্র নাই. সংসার পরিবার নাই অথচ এমন সংসারী যে তার আর কথা নাই। তিনি মাকে বলিয়াছেন আমার যে এত বড় সংসার আমার দেশশুদ্ধ ছেলে মেয়ে। কে বলে আমার সংসার নাই? তীর্থ ভ্রমণের প্রয়োজন নাই—টাকা কড়ি.ওদের সেবাতে লাগলেই সব সার্থক!

যৌবনে তিনি বড় একটা কোথাও বেরুতেন না। ঘরে বসিয়াই প্রায় সমস্ত দিন দেব পূজা, রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ও পুরণাদি পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজ্যের ছেলে মেয়ে লইয়া আমোদ আহ্লাদ কত্তেন। আত্মীয় স্বজনের পান ভোজনের ব্যবস্থা করিতেন। স্বহস্তে রন্ধন

করিয়া সকলকে খাওয়াইতেন। আলস্যে সময় যাপন করিতেন না।

পতির আস্বাদ তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন। বাল বিধবা বলিয়া তিনি যে পতির মুখ দেখেন নাই তাহা নহে। সতের আঠার বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পতি বিয়োগ হয়। তিনি এমনই পতিময়ী ছিলেন যে পতির বিয়োগে, তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিলেও একবারে অধীরা হয়েন নাই। তিনি বলিতেন পতির স্থূল শরীর গিয়াছে সূক্ষ্ম শরীর আছে। তিনি এখন স্বাধীন—তিনি এখন মুক্ত! আমরা যদি রিপুর বশ হয়ে পতিকে ভাল না বাসি সে জন্য তিনি আমাদিগকে দেখা দিতেছেন বলিতেছেন আমরা আছি। মরি নাই আছি। দেখ দেখ তবে চাহিয়া দেখ তিনি স্বচ্ছন্দে উন্মুক্ত আকাশে কেমন ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন—কত আনন্দে আমাদের দিকে চাহিয়া আয় আয় করিয়া ডাকিতেছেন, বলিতেছেন, "এমন সুখ পৃথিবীতে নাই—এমন মাধুরী এমন পবিত্রতাও রাজ্যে নাই—আয় আয় আয়!

আবার বলিতেছেন এখানে আস্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না—যখন সময় হবে তখন আস্‌বে। এখন ওখানে ধর্ম্ম কর—কর্ম্ম কর—কিছু চেওনা!—যে না চায় সে অনেক পায়—যে চায় সে তার আশার মতও পায় না! আর একটা বড় মজা আছে এখানে কিছু

পাওয়া যায় না—এ যেন হিমালয়ের উপর তীর্থস্থান! এ তীর্থে যে আসতে চায় তাকে ওখান থেকে (পৃথিবী থেকে) সব সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসতে হয়!—ওখানে যে যেমন কায করে এখানে সে তেমনই ভাবে থাকতে পায়। ওখানে যারা ভাল কায করে এখানে তাদের সুখের সীমা নাই!—তবে ঐ কথা—কিছু চেওনা যে না চায় দয়াল হরি—মন বুঝে তাঁকে অপরিমিত দেন।

পতি পুত্র আত্মীয় স্বজন কেউ মরে না। সব এখানে এসে হাজির হয়। যে যাকে খুব ভালবাসে সে তাকে এখানে থেকেও খুব ভালবাসে; সে তার জন্যে এখানে থেকেও কত মঙ্গল কামনা করে। ভালবাসার পাত্রকে উদ্দেশে ভালবাসিতে দেখিলে তিনি যে কত আনন্দিত হন তা বলা যায় না! যারা মরিয়া এখানে আসে ভালবাসা থাকিলে তারা আত্মীয় স্বজনের প্রতি নজর রাখে—তাহাদের সুকার্য্য বা কুকার্য্যে হৃষ্ট বা রুষ্ট হয়। তাই বলিতেছি মরিলেই সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায় না। আমি তোমার দিকে চাহিয়া আছি।" মাসীমা বলিতেন তিনি যেন দিন রাত এই সব কথা কানের কাছে শুনিতে পাইতেন। তিনি ছিলেন দেবী আমি পিশাচী তাঁহার ভাব কি বুঝিব? এখন বুঝিতেছি তিনি কি পতিব্রতা কি সুখিনী ছিলেন!

যাহাহউক—এখন পাপিনীর কথা শুন। নীলমাধব যে হাত ছাড়াইয়া পলাইল—আর তাহার দেখা নাই। এক-

দিন দুইদিন করিয়া মাসাবধিকাল মাসীমার ঘরে থাকিয়া তাহার অদর্শন জনিত অসহ্য যাতনায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম—তবুও নীলমাধবের দেখা নাই! মাসীমা নীলমাধবকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন। তাহার অদর্শনে কয়েক দিন খুঁজিলেন। পরিশেষে নিরস্ত হইলেন। কারণ তাঁহার কাহারও প্রতি মায়া ছিল না! তিনি সকলকে ভালবাসিতেন—সকলকে যত্ন করিতেন কিন্তু কাহারও জন্য অধীরা হইতেন না। যতক্ষণ কাছে—ততক্ষণ আদরের সীমা নাই যত্নের ত্রুটি নাই অন্ন ব্যঞ্জন ঘরে ঘরে সাজাইয়া পুত্র কন্যাধিক স্নেহে ভোজন করাইতেছেন—গায়ে হাত বুলাইতেছেন কত উপদেশ দিতেছেন—কিন্তু সরিয়া যাও আর তেমনটী নাই!—তিনি বলিতেন পুত্র কন্যা সংসার পরিবার—সব মায়া;—যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ তাহাদের যত্ন কর—ততক্ষণ তাহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের আয়োজন কর, কিন্তু মায়ায় দেহ জড়াইওনা—মায়ায় আপনাকে আবদ্ধ করিওনা—মায়ায় বশীভূত হইলে সর্ব্বনাশের বাকি থাকিবে না। মায়ায় মানসিক তাপ প্রদান করে,—মায়ায় প্রিয়জনের অদর্শনে—মৃত্যুতে শারীরিক ও মানসিক বৈকল্য আনিয়া দেয়। এমন যে মায়া—ইহার বশীভূত হইব কেন? যে মায়া সুখের নামে পুঞ্জ পুঞ্জ দুঃখ আনিয়া হাজির করে, তেমন মায়াকে দূর হইতে নমস্কার করিবে। "আমি" কে বুঝিলে মায়া থাকে না। "আমি" কি এই দেহটা?—

দেহটা ত আমি নয়। তাহা যদি হইত তবে আমার হাত, আমার পা, আমার পেট, আমার মাথা,—আমার দেহ, এই-রূপ বলিতাম কি? হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এই দেহ যদি আমি নয় তবে আমি কে?—আমি আত্মা। দেহরূপ ঘরে দিন কতকের জন্য বাস করিতেছি। তীর্থে গিয়া লোকে যেমন ঘর ভাড়া করে থাকে, ঠাকুর দর্শন হইলেই ঘর ছেড়ে চলে আসে—ইহাও তদ্রূপ। আমরা তীর্থে এসেছি ঠাকুর দর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য। মনোহারী দোকানে জিনিস কিনিতে আসি নাই। চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাদ্যের অন্বেষণে—তীর্থের পাপ কুড়াইতে আসি নাই। ঠাকুর দর্শন হইলেই চলিয়া যাইব। কিন্তু যতক্ষণ না ঠাকুর দর্শন হয় ততক্ষণ আপনার কার্য্য করিতে থাক! মনে রাখিও তীর্থে আসিয়াছ দান ধ্যান কর—সৎকর্ম্ম কর—সদুদ্দেশ্য পালন কর,—তীর্থে গিয়া লোকে পুণ্য কর্ম্ম করে—পাপ করে না। তেমনই সংসার রূপ তীর্থক্ষেত্রে আসিয়াছ—আপন আপন ক্ষমতানুযায়ী দীন দুঃখীকে দান কর অতিথি অভ্যা-গতের সেবা কর আপন কর্ত্তব্য পালন কর—পরে শুচি হইয়া দেব দর্শন করিও। সংসারে পতিই রমণীর দেবতা—তাঁহাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর—তাঁহার পাদোদক পান করিয়া শুচি হও—তবে দেব পূজার ও দেব দর্শনের অধিকারিণী হইবে।"

আর একটী কথা,—মাসীমা বলিতেন—সংসারে বিধবার

তুল্য সুখিনী কেহ নাই,—তাঁহার তুল্য ব্রহ্মচর্য্য-ভাগ্য আর কাহার? বিধবা ব্রহ্মচারিণী—সর্ব্বদাই অন্তঃরীক্ষে পতি দেবতাকে দর্শন করিতেছে—উদ্দেশে পূজা করিতেছে তাঁহার সহিত আত্মরমণ করিতেছে—অথচ নির্লিপ্ত!—ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইতেছে না বরং তাহাই মনের শক্তি পুষ্ট করিতেছে। তীর্থে গিয়া লোকে যেমন অতিথি অভ্যাগতের সেবা করে—তাহাদিগকে কত অর্থাদি দান করে কত ভোজন করায়—কত আন্তরিকতা দেখায়—যেন তাঁহারা কত আপনার জন! কিন্তু যখন চলিয়া আসে তখন কোন সম্বন্ধই থাকে না। সংসারে বিধবাও সেইরূপে অবস্থান করিবে। সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবে কিন্তু কাহারও প্রতি মায়ায় আবদ্ধ হইবে না। সে তীর্থ ক্ষেত্রে আসিয়াছে শক্তি সামর্থ্য—ভক্তি—শ্রদ্ধা—প্রীতি—প্রেম দয়া মায়া—স্নেহ—ভালবাসা—সব দান করিয়া যাইবে কিন্তু কিছু গ্রহণ করিবে না। তীর্থক্ষেত্রে দান গ্রহণ করিতে নাই!

সে সব কথা এখন যতই স্মরণ করি ততই তাঁহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, ততই আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার প্রদান করি। ততই মনে হয়—তিনি দেবী আমি পিশাচী! আমি দেবী হইয়া পিশাচী হইয়াছি, রিপুর বশে আত্মসর্ব্বনাশ করিয়াছি—হায়! হায়! আমার দশা কি হইবে?

যাউক—এখন আমার পৈশাচিকতার কথা শুনুন—আপনারা আমায় শত সহস্র ধিক্কার দিন—শত সহস্র গালি দিন—তাহাই যেন আমার সুখ—তাহাই যেন আমার প্রায়শ্চিত্ত—তাই আমার পাপের কথা আবার আপনাদিগকে বলিতেছি!

পাষণ্ড নীলমাধব আর ফিরিল না। কোথায় গেল কেহ সন্ধান পাইল না। তাহার ভয় হইয়াছিল পাছে মাসীমা তাহাকে তিরস্কার করেন। তাহার আশায় মাসীমার বাড়ীতে মাসাধিক কাল অপেক্ষা করিবার পর মাসীমা জানিতে পারিলেন যে নীলমাধব আমার সর্ব্বনাশ করিয়া পলাইয়াছে! সে কথা শুনিয়া মাসীমা হায় হায় করিতে লাগিলেন!—আমায় অত ভালবাসিতেন দেখিলাম সেইদিন হইতে আমি তাহার দুই চক্ষের বিষ হইলাম। এইরূপ ভাবেও মাসাধিক কাল তথায় অপেক্ষা করিলাম ক্রমে গর্ত্তও বাড়িতে লাগিল। গর্ত্ত যত বাড়িতে লাগিল ততই আশঙ্কা ও লোক লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে লাগিলাম। আর গৃহ হইতে বাহির হইতাম না।

একদিন মা আসিয়া গর্ত্তপাতের উপায় স্থির জন্য মাসীমাকে বলিলেন তিনি তাহা শুনিয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন! বলিলেন "ও সকল কথা আমায় বলিও না। এক পাপে মজিতে বসিয়াছ আবার ভ্রূণ হত্যা পাপে গৃহস্থের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিও না। [illegible] যেন

হইলে এই দণ্ডেই গলায় পাথর বাঁধিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া বা দেশত্যাগী করাইয়া দিতাম। পাপ এখনই বিদায় কর। আর এখানে আমি উহা চক্ষে দেখিতে পারিতেছি না। ভ্রূণ হত্যা করিও না। উহাকে কুলের বাহির করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও উহার মুখ দেখিয়া পাপ সঞ্চার করিও না। অপত্য স্নেহ বেশী থাকে দশ হাজার বিশ হাজার টাকার সংস্থান করিয়া দাও। আমার এখানে উহাকে আর এক দণ্ড রাখিব না।”

মা বিষম মুস্কিলে পড়িলেন। বাড়ীতে একটী চাকর ছিল—সে বড় জবরদস্ত—হিন্দুস্থানী। মা তাহাকেই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। কারণ বাড়ীতে আর কেহই জানে নাই। সে সে কথা শুনিয়া অতি উৎসাহের সহিত হৃষ্টচিত্তে উপায় অন্বেষণে তৎপর হইল। বেশ্যা পাড়ায় একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া আমাকে লইয়া গিয়া রাখিল। কেবল মাত্র সে-ই আমার কাছে রহিল। কোন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঔষধ প্রদান করিল। শুনিলাম মা ডাক্তারকে পাঁচশত টাকা দিয়াছিলেন। শীঘ্রই গর্ভপাত হইল বটে কিন্তু আমার দেহ ও স্বাস্থ্য—একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুতরাং আমি আরও একমাস কাল সেই ভাড়াটিয়া ঘরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলাম। আমার শুশ্রূষার জন্য মা বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ কার্য্যে মায়েরও আমার প্রতি অশ্রদ্ধা

হইতে লাগিল। যেন না করিলে নয় তাই অনিচ্ছায় টাকা কড়ি দিতে লাগিলেন। একটী দুষ্কার্য্যের জন্য আজ মায়েরও স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলাম। হায় দুশ্চারিণীর জগৎ সংসারে আপনার জন কেহ নাই! পিতা মাতাও পর হইয়া যায়!!—আমিও মর্ম্মে মর্ম্মে তূষানলে পুড়িতে লাগিলাম!

আমার নিকট সর্ব্বদা এক জন লোক দরকার বলিয়া মা হিন্দুস্থানী চাকরটীকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া বাবার নিকট হইতে ছুট্টী করাইয়া আনিয়াছিলেন। সে বলিয়াছিল বাড়ীতে আমার বিশেষ দরকার একমাসের জন্য যাইতে হইবে। মায়ের সম্মতিতে বাবা সম্মত হইয়াছিলেন। সে মাসাধিক কাল আমার নিকটে থাকিয়া সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল।

ক্রমেই আমি সুস্থ হইয়া উঠিলাম। পাপিষ্ঠার প্রাণ কি শীঘ্র বাহির হয়? শারীরিক কষ্ট—দেহের বেদনা যাইতে না যাইতেই চাকর আমায় পাইয়া বসিল—পাপের এমনই মোহ,—আমিও অঙ্গ ঢালিয়া দিলাম। এক পাপ ক্ষালন করিতে গিয়া আবার এক পাপ কর্দ্দমে ডুবিলাম!—নীলমাধব গেল—এখন চাকর জলৌকায় বক্ষেঃ বসাইলাম!

পরিশেষে—বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলাম। আমার যে কোন কিছু হইয়াছে এ চিহ্ন রহিল না। আর মাসী বাড়ী থাকিবার মুখ নাই। একদিন মা আসিয়া আমায় লইয়া গেলেন। বাড়ীর লোকে জানিল আমি মাসী বাড়ী হইতে

ফিরিলাম। আমার পৌঁছিবার দিন কতক পরে চাকর আসিয়া পৌঁছিল। লোকে জানিল সে বাড়ী হইতে আসিল।

এইরূপে পাপকে চাপা দিলাম কিন্তু পাপ আমায় চাপা দিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিল। বাড়ীতে আসিয়া ঘৃণা লজ্জায়—অধিকন্তু শারীরিক কষ্টে কিছুদিন পাপ প্রত্যাখ্যান করিবার চেষ্টা করিলাম—ন যযৌ—ন তস্থৌ—অবস্থায় কাটাইতে লাগিলাম।

আছে লজ্জা আছে ভয় আছে প্রীতি চিতে।
যাইতে না পারে দেবী না পারে থাকিতে!

জানকী রাম দর্শনে উৎফুল্ল—কিন্তু লোক লজ্জা ভয় আছে আবার সম্প্রীতিও আছে—তিনি রামের নিকট যাইতেও পারেন না আবার থাকিতেও পারেন না!

ইহা অতি সৎভাব ও সৎ প্রবৃত্তির কথা। ভাল লোকে মন্দকেও ভাল করিয়া লয়—কুমুরে পোকা আরশোলাকে ধরিয়া আপনার ন্যায় করিয়া লয়। কিন্তু মন্দ লোক ভালকেও মন্দ করিয়া ফেলে—আপনার কার্য্য সমর্থন জন্য! আমি উহাকে মন্দ ভাবে লইলাম।

কিছুদিন যাই যাই—থাকি থাকি—অবস্থায় কাটাইতেছি। যতদিন যাইতেছে ততই হিন্দুস্থানী চাকরটার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, নির্জ্জন পাইলে ঠারে ঠোরে কত কি বলে, কত অনুনয় বিনয়—কত আনুগত্য জানায়!—আমার এক

একবার ইচ্ছা হয়—আহা! অমন করিতেছে অত কাতরতা জানাইতেছে,—আবার ঘৃণা হয়, ও ছোটলোক—নীচজাতি—ওর সঙ্গে—ছি! ছি! ছি! দায়ে পড়িয়াছিলাম—কি করিব উপায় ছিল না তাই—কিন্তু এখন ত আর দায় নাই তবে এখন কেন এমন কার্য্য করিব? এইরূপ কত ভাবি—মনে মনে কত বলি ও ছোটলোক—মন! ওর দিকে যেয়ো না! কিন্তু মন কি শুনে? চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম—অকূল সাগর!—কেহ নাই! তখন মনে হইল হ'ক ও ছোটলোক—নীচজাতি—তাতে আমার কি? এই অকূল সাগরে—তৃণ গুচ্ছ ভাসিয়া যাইতেছে কোন বুদ্ধিমান নিমজ্জমান ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ না করিয়া থাকিতে পারে? অমনি ফিরিলাম—অমনি হাত বাড়াইলাম! আমি তাহাকে ধরিব কি সে-ই আসিয়া আমায় জড়াইয়া ধরিল। এমনই অধঃপাতে গিয়াছি যে জাতি বিচার নাই—পাত্রাপত্র নাই!

যে মদনকে ভস্ম করে মদন তাহারই প্রতি বাণ নিক্ষেপ করে—যে তাহাকে ঘৃণা করে—ভ্রূকুটি করে সে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে!

যাহাহউক এইরূপে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় দিন কাটিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শিকার মিলিল।

——§*§——

আমার ভাইপোগুলি বড় হইয়াছে তাহাদের শিক্ষার জন্য এক জন গৃহ শিক্ষকের আবশ্যক হইল। দাদা বলিলেন এখন একটী শিক্ষক না হইলে ছেলেদের লেখা পড়া হইতেছে না। ভাত ছড়াইলে ত কাকের অভাব হয় না? শীঘ্রই একটী দুইটী করিয়া কয়েক ব্যক্তি আসিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইল। তাহাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। কারণ সে স্বজাতি—হাঁড়ির ভাত খাইবে।

লোকটী যুবা। বেশ বলিষ্ঠ হৃষ্ট পুষ্ট—সুন্দর-সুশ্রী! রাক্ষসী এমন শিকার পাইলে কেমন সন্তুষ্ট হয় বল দেখি? আমি মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলাম। বাড়ীর কেহ তাহার যত্ন করুক আর নাই করুক আমি তাহার যত্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু যুবক কিছু উদ্ধত স্বভাবের। কাহারও কথা গায় রাখে না। একদিন কি কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া সে চলিয়া গেল। ফলে আর একটী—কিশোর আসিয়া যুটিল। আমি ইহাতে বড় দুঃখিত হইলাম। বাড়ীর লোকদের বকিলাম গালাগালি দিলাম—বলিলাম—আহা!

তার দোষ কি গা?—সে ভদ্রলোকের ছেলে পেটের ভাতের জন্যে কথা সহিবে কেন? যাহাহউক লোক পাঠাইয়া অনেক সাধ্য সাধনা করিলাম কিন্তু সে আর এমুখো হল না। ধন্য ভদ্রলোকের ছেলে!

তারপর যে কিশোর ফুটিল। দেখিলাম সেটী বুনো। কিন্তু বাড়ীর সবাই তার প্রশংসা করিতে লাগিল। ভাইয়েরা বলিলেন ছেলেটী বেশ লেখা পড়া জানে। তার চেয়ে এ মাষ্টারটী বেশ। কিন্তু আমি নানা কুৎসা করিলাম—বলিলাম—পাড়া গেঁয়ে—বুনো—লজ্জায় কথা কহিতে পারে না—লোকের দিকে চাহিতে ভয় করে ওকে কেমন করে ছেলেরা ভয় কববে? দাদা ও আমার ছোট ভাই আমায় ধমক দিয়া বলিলেন—"হাঁ—হাঁ—তুই ত সব জানিস্—আমরা যা খুজি তাই পেয়েচি।

আমি আব কোন কথা বলিলাম না। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর—কাটিল। কিশোর এখন যুবা হইয়াছে। বাড়ীর সকলেই তাকে খুব ভালবাসে। সে কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া কথা বলে না—বড় বিনয়ী—বড় ধীর! সকলকেই যথা যোগ্য সম্মান করে। বাড়ীর মেয়েদের যদি হঠাৎ দেখিয়া ফেলে তবে সে যেন মরমে মরিয়া যায়!

আমি দেখিলাম গতিক ভাল নয়—এই জন্তুটাকেই মানুষ করিয়া লইতে হইবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার সহিত—কথা কহিবার গল্প করিবার বাসনা করিলাম।

পাড়ার ছেলেরা বলে সে নাকি বড় রসিক। সম বয়স্কদের সঙ্গে নাকি বড় রঙ্গ রসের কথা কয় ;—কবিতাও লেখে আবার হাসির ফোয়ারাও ছোটায়! আমি কিন্তু এক দিনও তাকে এমন ভাবের কথা কহিতে শুনি নাই। তবে সেই অবধি চেষ্টায় রহিলাম যদি তার রচিত কোন কবিতা পাই। এমনই চেষ্টা করিয়া একদিন দেখিলাম সে "শ্রীমতীর উক্তি" নাম্নী একটী কবিতা লিখিয়া রাখিয়া কোথা গিয়াছে আমি তাহার বইয়ের ভিতর হইতে তাহা লইয়া পলায়ন করিলাম। সে তাহা অনেক খুঁজিয়া ছিল আমি প্রথমতঃ তাহা দিই নাই। যখন আমি তাহা ফিরাইয়া দিই তখন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে।

পাড়ার ছেলেরা তাকে এত ভালবাসিত যে একদণ্ড তার কাছ ছাড়া হ'ত না। ইহাও এক মস্ত বিপদ ঘটিল। আমি দাদাকে বলিলাম, পড়ার সময়ে পাড়ার ছেলেরা আসিয়া গোলমাল করে এতে কেমন ক'রে ওদের পড়া হবে! দাদা তাহাদের বারণ করিয়া দিলেন—তাহারা তখন আর আসিত না। আমিও সুযোগ পাইলাম।

প্রথমতঃ ছুতা—নাতায়—একথা ওকথা পাড়িতাম—এটা এনো—ওটা এনো বলিয়া পয়সা দিতাম। কিছুদিন এইরূপ চলিল—দেখিলাম যথা পূর্ব্বং তথা পরং। তেমনই মৃদু স্বভাব—তেমনই লজ্জা—তেমনই ভয়—ভক্তি! মনে মনে বড় বিরক্ত হইলাম—মনে মনে বলিতাম—কোথাকার

পাড়া গেঁয়ে জন্তুটা! প্রকাশ্যে বলিতাম হাঁ গা!—তুমি ছেলে মানুষটী নও—অত লজ্জা কেন? কলকেতা সহরে অত লজ্জা করলে উন্নতি করতে পারবে না। লেখা পড়া শিখতে এসেচ—দু দিন বাদে চাকরী করবে—এমন "মুখচোরা" হলে কেমন ক'রে কি করবে? কেন, তুমি ত আর কুলের বৌ নয় যে অত লজ্জা?

সে "আজ্ঞে আঁজ্ঞে" করিয়া সারিয়া দিত আর হাসিত। যাহাহউক মাঝে মাঝে তাকে এমনই করিয়া সাহস দিতাম— কোন কোন লোকের কাছে তাহার লজ্জার কথা "মুখ চোরার" কথা পাড়িয়া লজ্জাও দিতাম।

দেখিলাম কোন ফল হইল না। পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাহিরের লোকের সঙ্গে বেশ কথা; সে সময় কোন লজ্জা আছে বা "মুখচোরা" বলিয়া বোধ হইত না। প্রত্যুত সে কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইত। একদিন তাহাকে এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ—তর্ক—প্রতিবাদ করিতে শুনিয়া পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলাম—হ্যারে ও ভঁদা—ও ভণী। আচ্ছা মাষ্টারটী কি "মুখচোরা" নাকি বল দেখি ওর যে সাত চড়ে রা বেরোয় না? তাহারা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—ও বাবা! তার মতন বক্তা কে আছে? আমরা সব তার কাছে কম্‌বক্তা! আর যুক্তি তর্ক, বাদ প্রতিবাদ, ছড়া কবিতা—ঠাট্টা বিদ্রূপ একবার যদি শুন তা হ'লে বল্‌বে পাড়াগাঁয়ের ছেলের কাছে সহুরে

ছেলে,—ঢাকের কাছে টিমটিমি!

তাদের কাছে একথা শুনে, মনে একটা সাহস হলো। মনে করিলাম ফল্গুনদীর ন্যায় বালির অন্তরালে স্রোত বহিতেছে! সুযোগ অন্বেষণের অপেক্ষায় আছি কিন্তু পাইতেছি না—সে এমনই চরিত্রবান্ যে ধরা ছোঁয়া পাইবার যো নাই।

তাঁর কাছে একটা শাস্ত্র রচনা শুনিয়াছিলাম,—

সুচিন্তিতমপি শাস্ত্রং প্রতিচিন্তনীয়ং
আরাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ
ক্রোড়ে স্থিতোঽপি যুবতি পরিরক্ষণীয়ঃ
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কুতঃ বশীত্বম্।

শাস্ত্র সুবিচার পূর্ব্বক অধীত হইলেও পুনঃ পুনঃ বিচার ও চিন্তা করিয়া পাঠ করা উচিত। রাজার শত সহস্রবার আরাধনা করিলেও—রাজা সুপ্রসন্ন হইলেও তাঁহাকে ভয় করিবে। রাজাকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। যুবতী স্ত্রীকে ক্রোড়ে বসাইয়া রাখিলেও সতর্ক থাকিবে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। কারণ শাস্ত্র, নৃপতি এবং যুবতী স্ত্রী কখনও বশীভূত হয় না!

এ বিষয়ে তিনি আমায় যে অত্যাশ্চর্য্য গল্প বলিয়াছিলেন তাহা অগ্রে উল্লেখ করিয়া পরে আমার কথা বলিব! কারণ এই গল্প আমার বক্তব্যে সহায়তা করিবে। তিনি (তিনি কে পরে বলিব।) বলিয়াছিলেন ইহা গল্প নহে

প্রকৃত ঘটনা।

ঘটনার বিবৃতি এইরূপ,—এক সময়ে কোন স্থানে এক-জন সন্ন্যাসী শ্মশানে আসিয়া অবস্থান করেন। সন্ন্যাসী বিজ্ঞ বহুদর্শী ও সুবিদ্বান। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার বয়সও অধিক হয় নাই, অসীম শক্তিশালী দীর্ঘাকৃতি ও হৃষ্টপুষ্ট। সন্ন্যাসীকে দেখিলে ভয় ও ভক্তি আসে। শ্মশানে সন্ন্যাসী দেখিয়া গ্রামের অনেক লোক তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার কয়েকজন শিষ্য সেই গ্রামে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সেই শিষ্যদের সহিত গ্রামের কয়েকটী ভদ্র ব্যক্তির পরিচয় ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের মুখে সন্ন্যাসীর নিষ্ঠার কথা শুনিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। নূতন শিষ্যগণ সন্ন্যাসীর নিকট গিয়া অধি-কাংশ সময় তত্ত্বকথা শুনিতেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর সর্ব্বদাই গায়ে কাপড় ঢাকিয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহার পৃষ্ঠদেশের কাপড় কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়াছিল। একজন শিষ্য দেখিল যে তাঁহার পৃষ্ঠে ভীষণ ক্ষত চিহ্ন! সেই ক্ষত চিহ্নটী কাটার দাগ বলিয়াই বোধ হয়। তাহা দেখিয়া শিষ্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার পৃষ্ঠদেশে ওরূপ ক্ষত চিহ্ন কিসের? "ক্ষত চিহ্ন" কথাটী শুনিয়াই গুরুদেব যেন শিহরিয়া উঠিয়া পৃষ্ঠে কাপড়টী টানিয়া দিলেন। পরন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া তত্ত্বকথাই বলিতে

লাগিলেন। শিষ্য তখন আর কোন কথা বলিলেন না বরং তত্ত্বকথাই শুনিতে লাগিলেন কিন্তু সেই বিষয় জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সকলে চলিয়া গেল সে উঠিল না। তখন সে গুরুদেবকে একাকী পাইয়া সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিল। গুরুদেব তাহার জিদ দেখিয়া বলিলেন শুনিবে?—তবে শুন,—

আমি একজন সমৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলাম। ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ—যজমান অনেক। পৌরহিত্য করিয়া বারমাসে তের পার্ব্বণে চালকলা অনেক পাইতাম। পাড়া প্রতিবাসীকে অনেক দ্রব্য বিলাইয়া দিতাম। এইরূপ আয়ে আমার বেশ টাকাও জমিয়া ছিল। সেই টাকা ধার দিয়া সুদে খাটাইতাম। এই জন্য আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ব্যতীত গ্রামস্থ অনেক লোক আমার বাধ্য ছিল।—অনেকে আমাকে আন্তরিক ভাল বাসিত এবং ভক্তি করিত। এইরূপে স্বচ্ছন্দে আমার দিন চলিত। আমি যথাকালে বিবাহ করিয়াছিলাম। স্ত্রীটী রূপসী ও যুবতি। আমি ঝি চাকর রাখিয়া সংসারের কার্য্য কর্ম্ম চালাইতাম। আমার স্ত্রী আসিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেন। কারণ তিনি বলেন আমাদের সংসারে ত তেমন বেশী কিছুই কায নাই, আমাদের উভয়ের রাঁন্না খাওয়া– এ জন্য আর ঝি চাকরের আবশ্যক কি? আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ—বিশেষতঃ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের গৃহিণী লোকে শুনিলে কি বলিবে? তাঁহার এই

কথায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলাম। যেমন একদিকে সন্তুষ্ট হইলাম অন্যদিকে তাহাদের বিদায় জন্য দুঃখিতও হইলাম। অনেকদিন তাহারা ছিল—কেমন একটা মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। যাহাহউক মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে চা'ল কলাটা দিতাম; কারণ ভট্টাচার্য্যের ঘরে চা'ল কলার ত অভাব নাই!

এইরূপে দিন চলিতে লাগিল। দিনের পর দিন আমার প্রতি স্ত্রীর এত ভক্তি প্রীতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে আমি তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পতিপ্রাণা পতিব্রতা রমণী পাইলে কে না মুগ্ধ হয়? কে না আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করে?—আমার আনন্দের সীমা রহিল না! স্ত্রীর পতিগতপ্রাণ পতিভক্তি দেখিয়া মনে মনে আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম। একদণ্ড আমায় না দেখিলে সে থাকিতে পারিত না। আমি মধ্যে মধ্যে যজমানের কার্য্যে দূর স্থানে যাইতাম। তাহাতে সে কাঁদিয়া আকুল হইত। এইরূপে তাহার আকুলতা দেখিয়া বাধ্য হইয়া দূরস্থানে যাওয়া বন্ধ করিলাম। কখনও কখনও বিশেষ আবশ্যক হইলে যাইতে বাধ্য হইতাম। তাহাতেও তাহার কাতরতা কত! মনে হইত প্রাণ কায়াশূন্য হইলে দেহীর যে অবস্থা হয় তাহারও তদ্রূপ অবস্থা!

এইরূপ পতিব্রতা স্ত্রীর আনন্দে আমি মর্ত্তে স্বর্গানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। না চাহিলেও আমি

স্বয়ং সমুদায় স্বর্ণালঙ্কারে তাহাকে বিভূষিত করিয়াছিলাম। আমার যাহা কিছু—জীবন মরণের কাটী তাহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হইয়াছিলাম।

এইরূপে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল কর্ত্তন করিতেছি। একদিন আমার একটী বন্ধু আসিয়া বলিল "ভটচায সংসারের সম্বন্ধে একবারে উদাসীন থেকো না একটু লক্ষ্য রেখো—সংসারে রমণীর তুল্য মিত্র এবং রমণীর তুল্য শত্রু আর দ্বিতীয় নাই।"

তাহার এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলাম "ভায়া আমরা ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, রমণীর উপর নজর আমাদেরই বেশী। সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা—সবই সে। "ঘরবসা মানুষ" কায কর্ম্ম ত তত বেশী নাই। দিনরাত কেবল তারই চিন্তা তারই আদর—জান ত ভায়া! ঘরে ছেলে মেয়ে না থাকিলে তারই আদর কত্তে হয়—আবদার শুন্‌তে হয়—কাজে কাজেই চক্ষের আড়াল হ'বার যো থাকে না বুঝলে ভায়া?"

তিনি বলিলেন "বুঝি বৈকি.না বুঝিলে কি বলি? চক্ষের আড়াল না হ'লেই মঙ্গল।"

আমি হাসিতে লাগিলাম—সেও হাসিয়া আমার হাত হইতে হুকা লইয়া তামাক খাইয়া চলিয়া গেল।

বলিতে কি তাহার একথা শুনিয়া আমার অভিমান হইল। আমি মনে মনে তাহাকে বলিলাম—বড় ভাগ্যবান্ না হইলে এমন পতিমতী শান্তিদায়িনী স্ত্রী লাভ হয় না।

আমার পূর্ব্বজন্মের পুণ্য ছিল তাই এরূপ পতিব্রতা স্ত্রী লাভ করিয়াছি। আমার স্ত্রীকে আমি বিশেষ চিনি তুমি জানিবে কিরূপে? আমার স্ত্রীর প্রতি সম্প্রীতি দেখিয়া এরূপ বলিতেছ। আমার মত পতিব্রতা স্ত্রী যাহার নাই তাহার বড়ই দুর্ভাগ্য! যাও, নিজ স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি রাখ—আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ হইবার চেষ্টা কর!

বড়ই রুক্ষ দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া তাহার গমন সময়ে মনে মনে এই কয়টী কথা বলিলাম। ক্রমে সে দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে আমি হুকা লইয়া তামাক্ খাইতে বসিয়া স্ত্রীর পতিভক্তি—স্ত্রীর আন্তরিকতা—স্ত্রীর গৃহকর্ম্মের কথা মনে করিয়া মনে মনে আনন্দানুভব করিতে লাগিলাম।

এইরূপে পূর্ণ আসক্তিতে—পূর্ণ আন্তরিকতায়—পূর্ণ প্রীতি প্রেমে—দিন কাটিতে লাগিল। আমার সেবা শুশ্রূষাই আমার পরম রূপসী যুবতি পত্নীর একমাত্র কার্য্য ও কর্ত্তব্য। আমি কখন আসিব কি চাহিব—কি খাইব, এই সমুদায়ই তাহার ধ্যান ধারণা! আমি না চাহিলেও প্রয়োজন মত তামাক সাজিয়া আনিয়া দিতেছে। একটু পরিশ্রান্ত হইলে গৃহকর্ম্ম করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া পাখা লইয়া আমায় বাতাস করিতেছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য আসন কোষ কুশী প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, শয়ন করিলে অগ্রে আসিয়া পদসেবা করিতে বসিত, আমি যতক্ষণ না নিদ্রিত হই ততক্ষণ সে

আহার করিত না। আহারের সময় ত কথাই নাই নিকটে বসিয়া "পেট চিরিয়া" খাওয়াইত। আমার এমন পতিব্রতা স্ত্রী, এমন স্ত্রীর উপর অবিশ্বাস যে করিতে বলে সে ঘোরতর মূর্খ! এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া দিন কাটিতে লাগিল।

বৎসরাধিক অতীত হইল এইরূপ পরমানন্দেই আছি। একদিন অন্য একজন বন্ধু বলিল ভাই! সংসারে স্ত্রীর বড় মোহিনী মায়া—স্ত্রীকে বশীভূত করা বড়ই দুষ্কর। মহাপণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন—

নহি বিশ্বাস কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

স্ত্রী এবং রাজাদিগকে কখনও বিশ্বাস করিবে না। আমরা যতই স্ত্রীকে ভালবাসি, স্ত্রীও আমাদিগকে যতই ভক্তি দেখাক্, সর্ব্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিবে। আমি মনে করি আমার স্ত্রীর মত পতিব্রতা স্ত্রী আর জগতে নাই। আহা! কি কথা!—কি প্রেম! কি ভক্তি! কি ভালবাসা—কি আন্তরিকতা! কিন্তু ভাই! সব মিছরির ছুরি সর্ব্বদা নজর রাখ্‌বে সর্ব্বদা নজর রাখ্‌বে! আলোর তলাতেই অন্ধকার থাকে। যে আলো ধরে সে দেখতে পায় না বাহিরের লোক বেশ দেখে—কোথায় উচু—কোথায় নীচু! বলিতে কি ভাই তোমাকেও লোকে দোষ দেয় তুমি নাকি বড় স্ত্রৈণ?—স্ত্রী চরিত্র বুঝিবার তোমার অবকাশ নাই। সে যাহাহউক তুমি সাবধান! আরও যে আমাকে ভালবাসে তাহাকেই পরীক্ষা করিতে হয়।

ভগবান্ ভক্তকে কত পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা না করিলে তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে যে সে তোমায় ভালবাসে, না ছলনা করে?" ইত্যাদি কত কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমারও কেমন কৌতূহল জন্মিল—[illegible] করিলাম—ঠিক কথা ত—ভগবান্ ভক্তের মনের অন্তর দেখিতে পাইতে-ছেন তবুও পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করেন [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবে তাহাকে গ্রহণ করেন। [illegible] আমায় এত ভালবাসে একবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখি কি? পরীক্ষার ফলাফল জানিয়া পরে বা সতর্ক হইতে পারিব।

এইরূপ চিন্তা করিয়া একদিন ব্রাহ্মণীকে বলিলাম, আজ আমার বিশেষ কার্য্য আছে স্থানান্তরে না যাইলেই নয়। ব্রাহ্মণী সে কথা শুনিয়া আমার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। বাস্তবিক তাহার চক্ষে অশ্রুধারা দেখিয়া আমার কষ্ট হইতে লাগিল; তবুও সে কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া পরীক্ষার জন্য মনস্থ করিলাম। সে বলিল তোমার অদর্শনে কেমন করিয়া আমি একাকিনী রজনী যাপন করিব? আমার যে একমাত্র সম্বল—সাত রাজার ধন—মাণিক তুমি,—তোমায় ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া বাঁচিব? পলকে যে আমার প্রলয় বোধ হইতেছে!" মুখে কথা বলিতেছে আর চক্ষের জলধারায় বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার অশ্রু রাশি দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইল; বলিলাম তবে কি করিব আমার না গেলে বড়ই ক্ষতি হইবে। তোমার মাকে বলিয়া

যাইতেছি সে আসিয়া তোমার নিকট শয়ন করিবে। সে বলিল "না না তোমার কার্য্যের ক্ষতি কি আমার ক্ষতি নয়? কি করিব সব সহিয়া থাকিতে হয়। শ্যামার মাকে আমিই বল্‌ব অথন। তুমি দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রা কর। দেখো খুব সাবধানে যেও।"

অনন্তর আমি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলাম। আমার বাটীর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। বাটী হইতে যখন বাহির হইয়াছিলাম তখন অল্প বেলা ছিল! ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে খিড়কি দরজার সম্মুখে যে একটা প্রকাণ্ড তিন্তড়ী বৃক্ষ ছিল চুপি চুপি আসিয়া তাহার উপর উঠিলাম। তাহার উপর উঠিলে বাটীর ভিতরকার অনেকটা অংশ দেখা যায়। উঠিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছি তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে! এমন সময় কে আসিয়া আমার খিড়কি দরজায় আঘাত করিতে লাগিল। সে চুপি চুপি বলিল করুণা! করুণা! কবাট খোল। স্বরটা কতকটা আমার কাণে গেল—পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। আরও বোধ হইল সে যেন কথা চাপিয়া চাপিয়া বলিতেছে। করুণা আমার স্ত্রীর নাম! করুণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলে সে একটা প্রকাণ্ড ইলিস মাছ তাহার হাতে দিয়া বলিল—আমি আসিতেছি তুমি পিঠা পায়সের আয়োজন কর।

সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। করুণা খিড়কি দরজায়

খিল দিয়া মাছ কুটিতে বসিল—সম্মুখে আলো জ্বলিতেছে। লোকটাকে এতক্ষণে চিনিলাম—লোকটা চৌকিদার—আমার খাতক। প্রায়ই যাতায়াত করে হুকুমের চাকর।

"পিঠা পায়সের" কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বশরীরে মুহুর্মুহুঃ লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। গা কাঁপিতে লাগিল। গাছ হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিলাম। অতিকষ্টে সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম দেখি ব্যাপারে থাকে কি? প্রায় দুইঘণ্টা পরে চৌকিদার আসিয়া আবার ডাকিতে লাগিল। তাহার সাড়া পাইয়া করুণা দৌড়িয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল! দরজা খুলিয়া দিলেই সে আনন্দে করুণাকে আঁকাড় করিয়া ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। অনুমানে বুঝিলাম, বিছানায় গেল। তাহার পর অস্পষ্ট স্বর আমার কর্ণে পৌছিল বুঝিলাম—গান হইতেছে—টপ্পা হইতেছে, রঙ্গ রসের আনন্দ লহরী উঠিতেছে!

এদিকে খিড়কী দরজা ভেজান মাত্র রহিয়াছে, খিল দেওয়া হয় নাই। আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল। আমি জ্ঞানশূন্য প্রায় হইলাম! অতি কষ্টে সে ভাব সম্বরণ করিলাম। কিন্তু এত উত্তেজনা হইয়াছে যে মনে হইতেছে এখনই নামিয়া গিয়া উহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হই! কিন্তু ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ ধৈর্য্য ধারণের ক্ষমতা আছে। ধৈর্য্য ধরিয়া মনকে বলিলাম মন! ও ত ভ্রষ্টা স্ত্রী! উহার

আবার অপকর্ম্মে ক্রোধ করিয়া ফল কি? কৃতস্য করণং নাস্তি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আবার প্রতিকার করিবার কি আছে? ধৈর্য্য ধর দেখ আরও কি হয়।

এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ পরে—আলোকে বেশ দেখিতেছি—করুণার মাথার চুল খুলিয়া গিয়াছে, কটিদেশের বসন খসিয়া পড়িয়াছে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে কাপড় ধরিয়া সে দাওয়ায় আসিয়া কাপড় পরিতে লাগিল। আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। অনন্তর সে যেন একটু স্ব-স্থ হইয়া তামাক সাজিয়া আমারই হুকায় তাঁহাকে দিল—(তাহা আমি পরে জানিলাম।) কিছু জলযোগ করিয়া চৌকিদার তামাক খাইতে লাগিল। এদিকে করুণা আসিয়া দেখিল পরমান্ন চুঙিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে কতকটা জল ঢালিয়া দিয়া ধুইয়া পুঁছিয়া আবার পায়স চড়াইল। ওদিকে পিষ্টকের যোগাড় করিতে লাগিল। এরূপ কার্য্যে তাহার প্রায় একঘণ্টা সময় লাগিল। রান্না শেষ হইলে সে গালিচা আসন পাতিয়া ঠাঁই করিল—জলের গেলাস দিল। অনন্তর ভাত বাড়িবার জন্য রন্ধন শালায় প্রবেশ করিল। আমি এসব কতক দৃষ্টি ও কতক অনুমান দ্বারা বুঝিতে লাগিলাম।

কিন্তু আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, কে যেন আমায় গাছ হইতে নামাইয়া দিল। আমি চুপি চুপি

খিড়কি দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। এক পা ধূলা লইয়া চৌকিদার আমার সুকোমল শয্যায় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল—ক্রোধে আমি অন্ধ হইয়া গেলাম। দেখিলাম—আহারের জন্য আসন পাতা হইয়াছে—আয়োজনের ত্রুটি নাই। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে আঁশবটি পড়িয়াছিল তাহার দ্বারা হতভাগ্য চৌকিদারকে গলদেশে আঘাত করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আবার তেতুঁল গাছে উঠিলাম।

গাছে উঠিবার কিয়ৎক্ষণ পরে করুণা ভাতের থাল লইয়া দাওয়ায় যেখানে জায়গা হইয়াছিল তথায় আসনের নিকট রাখিল ক্রমে ক্রমে বাটী বাটী ব্যঞ্জন—পিষ্টক—পরমান্ন দুগ্ধ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়া ভোজন পাত্রের চারিদিক সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে গেল। ডাকিতে গিয়া দেখে যে রক্তে বিছানা ভাসিয়া যাইতেছে চৌকিদারের কণ্ঠনালী ছিন্ন হইয়াছে!

আমি বেশ দেখিতেছি করুণা সে দৃশ্য দেখিয়া অতিমাত্র দুঃখে কাতর হইয়া দাওয়ায় যেখানে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছিল তথায় আসিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল! প্রায় আধঘণ্টা এই ভাবে বসিয়া রহিল। পরে উঠিয়া গিয়া ভাতের থালা ও ব্যঞ্জনের বাটী আদি রান্নাঘরে আনিয়া

রাখিল। অনন্তর একটা থলে বাহির করিয়া মৃত চৌকি-দারকে তাহার ভিতর পুরিয়া বেশ করিয়া বাঁধিল। তারপর তাহাকে মাথায় তুলিয়া হাতে একটা কোদাল লইয়া বাহির হইল! বলিতে কি খিড়কি দ্বারে কুলুপ বন্ধ করিয়া বাহির হইল। সে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম। পরে কিছু দূরে দূরে থাকিয়া তাহার অনুগমন করিতে লাগিলাম। সে সেই শবটাকে মাথায় লইয়া প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক শ্মশানে গিয়া মাটী খুঁড়িয়া তাহাকে পুতিল। অনন্তর ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। যথা সময়ে বাড়ীতে আসিয়া চাবি খুলিয়া গৃহ প্রবেশ করিল ও খিল দিল

আমি আবার সেই গাছে উঠিলাম। দেখিলাম, বিছানার চাদর ও লেপ আদি উঠানে ফেলিল ও তাহাতে জল ঢালিয়া গোবর মাখাইয়া পা দিয়া চটকাইতে লাগিল। অনন্তর সেগুলিকে জল দ্বারা বেশ করিরা ভিজাইয়া রাখিল। তক্তাপোষের উপর ও নীচে যেখানে রক্তের দাগ ছিল সেখানে গোবর দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিতে লাগিল। সে সব কার্য্য সমাধা করিয়া আবার দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

এই সমস্ত দেখিয়া আমার ক্রোধ অন্তর্হিত হইল ঘৃণায় হৃদয় ভরিয়া গেল। ভাবিলাম—যে কুলস্ত্রী স্বামীর ক্রোড়ে থাকিয়া, থাকিয়া থাকিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত সে

একাকিনী একটা প্রকাণ্ড শবকে মাথায় তুলিয়া কোদাল লইয়া বাহির হইল। যে শবকে চারিজন বলবান্ ব্যক্তি লইয়া যাইতে শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীত হয় সে অনায়াসে লইয়া গিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিল। প্রয়োজন বোধে যে এমন কার্য্য করিতে পারে জগৎ সংসারে তাহার অকরণীয় কার্য্য কি আছে? সে কোমলা কুলস্ত্রী না ভীষণা—কঠিনা রাক্ষসী? যাহাকে পতিব্রতা জানিয়া কত আদর করিয়াছি এই কি তাহার পরিণাম! কোন দিন আমার সর্ব্বনাশ যে না হইবে তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব?

আলোকের তলায় অন্ধকার যে থাকে তাহা এতক্ষণে বুঝিলাম। অত্যন্তানুরক্তি রূপ আলোকে আমি ক্ষীণদৃষ্টি হইয়াছিলাম। বন্ধুবর্গ আমায় কতবার সাবধান করিয়াছেন তাহাদের কথা গ্রাহ্য করি নাই। যেমন আলোক রাখিয়া দূরে আসিয়াছি অমনি সকলই দৃষ্টি গোচর হইল—এ দৃষ্টি আমার পরকালের সুকৃতি!

যাহাহউক রজনী প্রভাতের বিলম্ব নাই দেখিয়া আমি আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলাম না বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া খিড়কি দরজায় ধাক্কা দিয়া উদ্দেশ্যে ডাকিতে লাগিলাম। আমি এমনি ব্যস্ত সমস্তভার সহিত ডাকিলাম যে সে আর ভাবিবার অবসর পাইল না তাড়াতাড়ি আসিয়া খিল খুলিয়া দিল।

আমি গৃহ প্রবেশ করিবামাত্রই যে শশব্যস্ত হইয়া

বসিবার চৌকি আনিয়া দিল এবং তৎক্ষণাৎ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল তুমি আশা দিয়া গেলে যত রাত্রি হউক আসিবে। সেই জন্য আমি ঠাঁই করিয়া আলো জ্বালিয়া বসিয়া আছি। তোমার মত এমন নিষ্ঠুর ত আর নাই! শ্যামার মাকে ডাকিতে লোক পাঠাইলাম সে বাড়ীতে নাই। আলো জ্বালিয়া বসিয়া ভাবিতেছি কতক্ষণে আসিবে—কতক্ষণে আসিবে! বোধ হয় প্রভাতের বড় বিলম্বও নাই।

আমি হুঁকাটার জল খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে রাখিয়া পকেট হইতে "প্রবাসী" হুঁকা বাহির করিয়া তামাক খাইতে খাইতে তাহার ভাব ভঙ্গী কথা বার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। দেখিলাম—অতবড় যে একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে সেই জন্য তাহার মুখে বা কথায় কোনরূপ বিকৃতি নাই। পূর্ব্বে যেমন আবদার করিয়া কথা বলিত এখনও সেইরূপ—কিছু পার্থক্য নাই। আমি বলিলাম বিছানাগুলো উঠানে কেন? সে অমনই ত্বরিত উত্তর করিল "ওদের বাড়ীর পোড়ারমুখী মেণী বেরালটা এসে বিছানায় প্রসব হয়ে পড়ল। কি করি এই রাত্রে আবার জল দিয়ে সব ধুয়ে মুছে ফেললুম। বিছানাগুলো ত রাত্রে কাচা হয় না? পুকুরেই বা যাই কি করে!

আমি বলিলাম—এ আসন কাহার জন্য পাতা হইয়াছে? সে উত্তর করিল "কার জন্যে আবার? মশায় আস্‌বেন

বলে সব ঠিক করে রেখেচি—মায় রান্না বান্না সব মজুত—এখন ভোজনে বস্‌লেই হয়! এনে দোবো কি? অনেক ক্লান্ত হয়ে এসেছ তাই অপেক্ষা কচ্চি!" আমি বলিলাম না—আজ আর কিছু খাবনা—অনেক খাওয়া হয়েছে!

আমি—বড় থলেটা লইয়া এস ত কায আছে।

সে—সেটায় বেরালে মুতে ছিল তাই জলে ভিজাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

আমি—কোদালটা যে এখানে ছিল কি হ'ল?

সে—বৌঝেরা চেয়ে নিয়ে গিছলো কাদা ছিল বলে ঘাটে ভিজিয়ে রাখ্‌তে বলেছি।

আমি—বড় থলের ভিতর পুরিয়া কি একটা লইয়া তুমি অমুক শ্মশানে গেলে সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া আসিয়া চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ, করিলে না?

আমার এই কথা শুনিয়া তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। সে অমনি তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া "তবেরে পোড়ারমুখো" বলিয়া সক্রোধে সম্মুখস্থিত আঁশবটি তুলিয়া লইয়া আমার পৃষ্ঠ দেশে দারুণ আঘাত করিল। আমি কোন কথা না বলিয়া সেই অবস্থায় পৃষ্ঠে কাপড় বাঁধিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পরে কোন পরিচিত চিকিৎসকের বাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রায় এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্ষত ছিল। এখনও

চিহ্ন দেখিলেও লোকে শিহরিয়া উঠে! ইহা আমার সেই চিহ্ন!

এই কথা বলিবার পরই সন্ন্যাসী সেস্থান হইতে পলায়ন করেন।

গল্প শেষ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন উহা গল্প নহে বাস্তব ঘটনা। ইহাতে অবাস্তবই বা কি আছে আমার ঘটনা পাঠ করিলে তোমরা মুগ্ধ, ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

আমি ছলনা ধরিলাম। সে যাহা চায় আমি তাহার অঙ্কুরোদ্গমের সহায়তা করিতে লাগিলাম। সে চায় ধর্ম্ম—সে চায় শ্লীলতা—সে চায় শিষ্টাচার—সে চায় দয়া—সে চায় জীব কল্যাণ,—আমি যে কি সে তা জানে না—আর কেই বা জানে? জানেন কেবল অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর! যাহা যাহা তাহার মনোরঞ্জক তাহাই করিতে লাগিলাম। তাহাকে এমন ভাব দেখাইতে লাগিলাম যেন আমি দেবী! বাস্তবিকই সে আমার ধর্ম্মাচরণ—শ্লীলতা—শিষ্টাচার—দয়া স্নেহ মমতা দেখিয়া চমৎকৃত ও আমার প্রতি ভক্তি পরায়ণ হইল। দয়ার উপযুক্ত কোন পাত্র দেখিলে—বা গৃহে সমাগত হইলে আমাকে ডাকাইয়া আণুপূর্ব্বিক তাহার দুঃখের কাহিনী বলিত। তাহার মুখের কাহিনী শুনিয়া উৎসাহে আমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত আনন্দে আমি আকুল হইয়া উঠিতাম! আমি তাহার আশার অতিরিক্ত

দান করিতাম।

এইরূপ সুযোগ পাইয়া আমি তাহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তাহাকে ফরমাইস করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ আনাইতাম। সে আনন্দিত হইত, শাস্ত্র পাঠ সুবিধার জন্য—আমি আনন্দিত হইতাম আমার অভীষ্ট সিদ্ধির অঙ্কুরোদগম দেখিয়া!

ভগিনীগণ! পূর্ব্বে যে ঘটনা বা গল্প বলিয়াছি তাহার সহিত আমার চাতুর্য্যের তুলনা করিতে থাক। প্রয়োজন হইলে আমরা (না না আমি) কি না করিতে পারি তাহা একবার তলাইয়া বুঝ। সে কথা পরে বলিব। এখন আমার বুদ্ধির দৌড় দেখ। এইরূপেও ছয় মাস কাটিল কিছুতেই কিছু হইল না। পরে ফরমাইস আরম্ভ করিলাম। এটা আন, ওটা আন ইত্যাদি।

সে নানা প্রকার রোগের ঔষধ জানিত, ফিক বেদনা বাত বেদনা প্রভৃতি ঝাড়িত। পরিশেষে অসুখের ভাণ করিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে ফিক বেদনা ধরিত তাহাকে ডাকাইয়া ঝাড়াইতাম। সে বেশ হাত দেখিতে পারিত। মিছামিছি জ্বরের ভাণ করিয়া হাত দেখাইতাম। তথাপি তাহার দৃষ্টি নাই সেই একই ভাব। এইরূপেও প্রায় ছয় মাস কাটিল।

এক সময় তাহার জ্বর হইল। আমি খুব সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কাপড়

চোপড় কাচা ইত্যাদি! সে ব্যস্ত সমস্ত হইত—বলিত "আপনি কেন, চাকরকে বা ঝিকে দিন না।" আমি মনে মনে বলিতাম আমি তোমার দাসী—মনে মনে তোমায় সব সমর্পণ করিয়াছি আমার প্রিয়তম ধন তুমি তোমার সেবা করিলে আমি সুখী হই, পরকে সে সুখের ভাগ দিব কেন?—প্রকাশ্যে বলিতাম—তোমাকে কি আমরা পর মনে করি?—আমার ভাইয়ের—আমার শ্বশুর বাড়ীর কারুর যদি অসুখ হ'ত তবে কি আমরা ঝি চাকরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম? এইরূপে তাহার খুব শুশ্রূষা করিলাম। প্রতিদানে সে আমার প্রতি খুব কৃতজ্ঞ হইল। ইহাতেও আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল না।

মাষ্টার তখন পূর্ণ যুবা। আমি জানি ঘৃতে একবার অগ্নি সংযোগ করিতে পারিলে বুঝিব কে কেমন যোগী কে কেমন সংযমী। আমি ইচ্ছা করিয়া অঙ্গের বস্ত্র শিথিল করিয়া রাখিতাম তাহাকে দেখিয়াই যেন ব্যস্ত সমস্তে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া অঙ্গ সামলাইতাম। ফলতঃ হাব ভাব অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি যত অস্ত্র ছিল সুযোগ পাইলে সমুদায়ই প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। তবুও তাহার দৃষ্টি পড়িল না।

আমি সব কর্ম্ম ছাড়িয়া তাহাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম এক দণ্ড তাহাকে না দেখিতে পাইলে আমার যেন প্রলয় বলিয়া বোধ হইত! এক সময় চাকর বাড়ী চলিয়া গেলে আমি তাহাকে সদরের ঘরে শুইবার জন্য অনুরোধ করি।

প্রথমতঃ সে কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে অনেক করিয়া বলিয়া মা তাহাকে রাজি করাইল। আমি আমার ঘর হইতে তাহার জন্য বিছানা আনিয়া স্বয়ং শয্যা রচনা করিয়া দিতাম।

একদিন সে নিদ্রিত, হঠাৎ আমি তাহার বিছানায় গিয়া আমার অঙ্গ সমষ্টি দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম। আমি তখন তাহার চিন্তায়—তাহার ভাবে এতদূর মুগ্ধ যে পাগলিনীর ন্যায় এলো থেলো বেশে সম্পূর্ণ নগ্ন হইয়া শিথিল অঙ্গে তাহার শয্যায় উপনীত হইয়াছি। সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি মুখে হস্তার্পণ করিয়া বলিলাম ভয় নাই আমি—আমি—আমি!

সে বলিল—ছি ছি ছি! আপনার এমন কার্য্য! আমি বলিলাম ব্যস্ত হইও না। আমি কে অগ্রে বুঝ তাহার পর বলিও। আমি তোমার দাসী আমায় রক্ষা কর আমি আজ দুই বৎসর ধরিয়া তোমাগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছি। তুমি এমন নিষ্ঠুর একবার ভ্রমেও আমার দিকে তাকাও না। আমি তোমাকে ভালবাসি। কোন প্রকার আশায় ভাল-বাসি না—রিপু চরিতার্থের জন্য ভালবাসি না। আমি ভালবাসিয়া তোমাময় হইয়া গিয়াছি। এখন আমায় স্থান না দিলে আমি আর এ জীবন রক্ষা করিতে পারিব না—নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। তুমি স্ত্রী হত্যার পাপ ভাগী হইবে। বল আমায় তুমি গ্রহণ করিবে, চরণে স্থান দিবে?

আমি নগ্ন অঙ্গে তাহাকে অধিকতর দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া রহিলাম। হইতে পারে সে ধীর, হইতে পারে সে ধর্ম্মপরায়ণ—হইতে পারে সে সংযমী—কিন্তু তার ধীরভা তার ধর্ম্মপরায়ণতা—তার সংযম কাল্পনিক। সে ত কখনও এমন যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া যে কি সুখ তাহা জানে না। আমি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না। আমার ভাব তাহার হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলাম। যেমনি তাহার অঙ্গ স্ফূর্ত্তি অনুভব করিলাম—অমনি তাহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। সে যেন কিছু অপ্রতিভ হইল।

পরদিন দেখিলাম আর সে মাষ্টার নাই। যেন কত চিন্তাশীল! আমি আর দিন কতক দেখা দিলাম না কিন্তু অলক্ষ্যে দেখিতাম তাহার ভাব কি! দিন কতক সে আর বড় বেশী কথা কহিত না। ক্রমে ক্রমে তাহার গম্ভীরতা—অন্যমনস্কতা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে আমি দুই একটী কথা কহিতে লাগিলাম। তাহার জন্য মিছরির পানা পাঠাইতাম। ভাল ভাল জল খাবার পাঠাইতাম। লুচিসন্দেশ ক্ষীরেলা—ছানাবড়া—বরফি খাজা—গজা—মনোহরা—সাবারথাই ইত্যাদি কত কি দিয়া তাহার রসনার তৃপ্তি সাধনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আর ধরা দিলাম না। যে রসাস্বাদন করাইয়া দিয়াছি তাহাতেই সে "মজগুল" হইয়া রহিয়াছে এ অবস্থায় তাহাকে ধরা দিলে সে চিন্তার বাধা পড়িবে। দেখিলাম সে যেন কোন্ স্বর্গের

কি অমৃত ধারা পান করিয়াছে—তাহার পুনঃপ্রাপ্তির আশায় যেন কত উপায় অন্বেষণ করিতেছে! এক মণ দুগ্ধে যেমন এক বিন্দু গোমূত্র পাত হইলে সমস্তই দানা বাঁধিয়া ছানা হইয়া ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে তেমনই তাহার সংযম—শিক্ষা—ধার্ম্মিকতা—সব দানা বাঁধিয়া কুণ্ডলীকৃত হইয়া যেন রস সাগরে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল! ফলতঃ তাহার আত্মরক্ষার সকল চেষ্টা—সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল! ব্যর্থ হইবে না? যে যুবক কখনও জীবনে কামিনী স্পর্শ করে নাই, কামিনী স্পর্শের মোহ রোগে আক্রান্ত হয় নাই—তাহার উদ্যম চেষ্টা কতক্ষণ থাকে? যে যোদ্ধা তরবারি বগলে লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রের চারিদিকে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া রিপু জয় করিয়াছি বলিয়া মনে মনে আস্ফালন করে দৈবক্রমে তাহাকে যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাঝে ফেলা যায় তাহা হইলে তাহার আস্ফালনের পরিচয় পাওয়া যায়! তখন সে বুঝিতে পারে যে সে কেমন যোদ্ধা!—মন্মথর একটা পুষ্পবাণের আঘাত ও সে সহ্য করিতে পারে না!

মাষ্টারের কঠিন হৃদয়ক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে সরস হইল। রসার্দ্র হইলে সকলই কোমল হয়। এমন যে কঠিন পর্ব্বত তাহাও রসে ক্ষয় হইয়া যায়! মাষ্টারের রস ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। জ্বরে রস হইলে বিকার হয়! প্রলাপ বকে! মাষ্টারের মদন জ্বরে রমণী প্রেমরস জুটিল—সুতরাং বিকার উপস্থিত। বিকারে প্রলাপের ফোয়ারা

ছুটিল।—সে নব নব রসময়ী কবিতা লিখিতে লাগিল। কবিতা লিখিয়া তাহা তাহার পুস্তকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। আমি সুযোগ বুঝিয়া পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া তাহা পাঠ করিতাম এবং কোন কোনটী বাহির করিয়া লইতাম। ভাল করিয়া পাঠ করিয়া পরে প্রত্যর্পণ করিতাম! সে দেখিল মন্দ নয়—মনের কথা লিখিয়া রাখিলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। আমি সন্ধান পাইয়াছি জানিয়া যে ভাবের বিকারে কত খেয়াল লিখিয়া পুস্তক মধ্যে রাখিয়া দিত আমিও কাল বিলম্ব না করিয়া পুস্তক মধ্য হইতে তাহা চুরি করিয়া লইয়া চম্পট দিতাম এবং পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিতাম।

একদিন তাহার একটী বড় সুন্দর কবিতা পাইয়াছিলাম। তাহার প্রথম চারি ছত্র এইরূপ ছিল,—

কি যে কি মধুর ভাবে হাতে দিয়ে দড়ি,
দিবা নিশি মারিতেছ আড় নয়নে ছড়ি।
প'ড়ে প'ড়ে মার খাই সরিতে না পারি ;
হায়রে প্রেমের মজা যাই বলিহারি!

এই সমুদায় কবিতা যাহাতে লেখা ছিল সেই কগজের পৃষ্ঠায় আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম—"পাঠাভ্যাসে মন দাও বৃথা চিন্তায় উন্নতির পথে কণ্টক দিতেছ কেন?—ভাবী উন্নতির পথ একমাত্র পাঠাভ্যাস!"

তাহার উত্তরে সে একটী হৃদয়গ্রাহিনী কবিতা লিখিয়া

ছিল। সমস্ত আবৃত্তি করিয়া তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না একাংশ আবৃত্তি করিতেছি,—আমাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছিল—

যদি বসি নিয়ে বই, দেখিনাগো তোমা বই
পড়্‌ব্ কি আর মাথা মুণ্ডু ভেবে বাঁচিনে!

তাহার এই কবিতা পাঠ করিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি বুঝিলাম সে সম্পূর্ণ আমার আয়ত্ত হইয়াছে। পরে সাহস পাইয়া মনের ভাব জানাইয়া চিঠি লিখিতে লাগিলাম।

এইরূপে উভয়ে কত কবিতা কত ছড়া লেখালেখি হইতে লাগিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু পত্রেই প্রেমোদ্গার করিতে লাগিলাম—দর্শন দিলাম না। দেখিলাম উভয়েই পাগল হইয়া গিয়াছি! কারণ "পত্রে কি ভুলে মন বিনা দরশনে?" যখন দেখিলাম সে চায় আমাকে আমি চাই তাহাকে—ধন ঐশ্বর্য্য রত্ন অলঙ্কার সেও কিছু চায় না—আমিও কিছু চাহি না। তখন আর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলাম না। লোক লজ্জার ভয় সে ভাব আটকাইয়া রাখিতে পারিল না। নানা কার্য্যে তাহার প্রতি ভালবাসার ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কেহ কেহ কাণাকাণি করিত তাহা বুঝিয়াছিলাম কিন্তু তবুও আত্মসম্বরণ করিতে পারি নাই। আমার ভাব দেখিয়া তাহার ও আমার উপর সকলের দৃষ্টি পড়িল! উদ্দেশ্য

আমাদিগকে হাতে নাতে ধরিবে। শত চক্ষুর মাঝখানে ভেল্কি লাগাইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতাম অথচ কেহ দেখিতে পাইত না। সে খাইতে বসিয়াছে কত চক্ষু তাহার উপর পড়িয়াছে আমি তাহাকে লুকাইয়া কিছু দিয়াছি কিনা ?—সে খাইতেছে আমি কোন না কোন উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য তাহাকে না দিলে আমার প্রাণের ভিতর যেন বেরাল আঁচড়াইত ! আমি ভাত বাড়িতে গেলে ভিতরকার ভাতে ঘি ঢালিয়া দিতাম—মাছের মুড়া লুকাইয়া রাখিতাম—উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন দিয়া ভাত বাড়িয়া দিতাম !—পরিশেষে আমার কার্য্যে সকলের ঘোর সংশয় জন্মিল। আর আমাকে ভাত বাড়িতে দিত না—জল খাবার দিতে দিত না—পাণ দিতে দিত না—ত্রিসীমায় যাইতে দিত না। আমি দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কাঁদিতাম—মনে করিতাম এমন দিন কি আসিবে না, যে দিন আমি স্বহস্তে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রাঁধিয়া মনের সুখে খাওয়াইব ?—শেষে আমার আর লজ্জা সরম রহিল না—তাহার জন্য আমার প্রাণ যাহা চাহিতে লাগিল আমি তাহাই করিতে লাগিলাম। তাহা কেবল খাদ্য সম্বন্ধে।—তাহাকে অতুল ভালবাসিয়াছি তাহাকে একদণ্ড না দেখিলে অবিরাম ধারায় অশ্রুপাত করিয়াছি কিন্তু বাড়ীতে থাকিয়া তাহার সহিত কখনও একত্রে শয়ন করিবার ইচ্ছা করি নাই। এমন ভালবাসিতাম যে—আপনহারা পাগলিনী

পারা—দুষ্প্রবৃত্তির বশে তেমন ভালাবাসা আসে না—পুরুষ বলিয়া যে তাহাকে ভালবাসিতাম—তাহাও নয় ;—কিন্তু কি জানি, কেন,—কেমন একতর হইয়া—আত্মহারা হইয়া তাহাকে ভালবাসিতাম। দিবা রাত্র মনে হইত আমার প্রিয়-তমের খাইবার—শুইবার বড় কষ্ট হইতেছে কবে সে কষ্টের অপনোদন করিতে পারিব?—কবে তাহাকে আমি প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া—আমার জীবন সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সুখী হইব?—পতিসুখ আমি পাই নাই—কবে প্রাণ ভরিয়া আমার প্রিয়তমকে হৃদয়ে রাখিয়া সে সুখ সাধনা করিয়া কৃতার্থ হইব?

সে ভাবে ব্যাঘাত পড়িতে লাগিল। প্রকৃতই কি ব্যাঘাত?—না তাহা নহে। "বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, কে পারে রোধিতে তার গতি?" যে ভাব স্রোত হৃদয়ে বহিতেছে কাহার সাধ্য তাহা প্রতিহত করে? যত বাধা পায় ততই সে ভাব দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া উঠে ও উদ্দাম নৃত্যে ছুটিয়া যায়! বাড়ীর লোক দেখিল আমি পাগল হইয়াছি; আমার ভাল মন্দ জ্ঞান নাই—লজ্জা সরম নাই—মান অপমান—বিচার অবিচার—নাই—একটানা স্রোতে চলিয়াছি কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিত না কারণ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ত কোন ধরা ছোঁয়া নাই! শুনিতাম মাষ্টারকে অন্য কথার ছলে অন্য কার্য্যের ব্যপদেশে শাসাইত কিন্তু সে বড় তেজী, ডরাইত না;—রীতি মত উত্তর দিত।

কোন কোন সময় অভিমান করিয়া আসিত না;—মরিতাম—আমি! তাহার অদর্শনে ছট ফট্ করিতাম! দ্বিতলে ছাদে উঠিয়া দেখিতাম—নীচে নামিয়া দরজার চৌকাট ঠেস্ দিয়া আশা পথ চাহিয়া থাকিতাম—দুই চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যাইত!! ছেলেদের পাঠাইতাম—কত্তলোককে অনুরোধ করিয়া তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইতাম! আমার কাতরতা উদ্বেগ দেখিয়া মা-পিসীমা প্রভৃতি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিত। বুঝিতাম দয়ায় নহে—মানের ভয়ে তাহাকে ডাকিয়া আনিত পাছে আমি গৃহত্যাগ করি!

অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের এই ভাবটা প্রবল হইয়া উঠিল। তাহারা যেন আমাকে জেলের মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিল। চারিদিকে দরজায় চাবি পড়িতে লাগিল। অবশ্য রাত্রিকালে এই ব্যবস্থা!

চাকরটা বাবা প্রভৃতি সকলকে এই সকল কথা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাঁহারা তাহাকে ধরিবার বিশেষ চেষ্টায় রহিল; কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত জানি যে এই জন্যই তাহাকে ত্রিসীমায় আসিতে দিই নাই!

এইরূপে প্রায় দেড় বৎসর কাটিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না—তাহার সঙ্গ লাভেচ্ছায় আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম। একদিন তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলাম যে আর এরূপে জীবন যাপন করিতে পারি না;

হয় আমায় সঙ্গে লও নতুবা আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব। সে লিখিল জীবন বিসর্জ্জনই শ্রেয়ঃ!"

প্রথমতঃ তাহার এ কথার অর্থ বুঝিলাম না। অনেক কষ্টে অনুমান করিলাম—যে, সে নিরাশ হইয়া এইরূপ লিখিয়াছে! কিন্তু মরিলে ত আমার সুখ নাই;—না-না—মরিতে পারিব না! কি জন্য মরিব?—আমার সাধনার বস্তু কে?—তাহাকে কাহাকে দিয়া যাইব? না-না—মরিব না—মরিব না—মরিতে পারিব না—তাহাকে না পাইলে মরণে সুখ নাই! এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাকে লিখিলাম—"মরিব না মরিব না—মরিতে পারিব না—আমার সাধনার ধন—তোমায় কাহাকে দিয়া যাইব? তোমার ক্রোড়ে নহিলে আমার মরণে সুখ নাই!"

এইরূপ কত লেখালেখি চলিল। সে বলিল স্থানান্তরে লইয়া যাইতে পারিব না—কলঙ্কের ডালি মস্তকে তুলিতে পারিব না—এ বাসনা পরিত্যাগ কর। তুমি আমায় ভালবাসিয়াছ আমি তোমায় ভালবাসিয়াছি—ফুরাইয়া গিয়াছে,—দান প্রতিদান হইয়া গিয়াছে এখন শুধু দক্ষিণা। এ দক্ষিণা—অন্তরে প্রেম সঞ্চয়—উদ্দেশে আত্মবলি। তাহাও হইয়া গিয়াছে তবে আর ভয় কি? ঈশ্বরের নাম করিয়া এ প্রেম হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া জীবনের কয়টা দিন কাটাইয়া দাও এস। আরও একটু যদি পার—এই প্রেম স্রোতে নারায়ণের পাদপদ্ম ভাসাইয়া লইয়া চল! সেই

পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া স্রোত ফিরাও—আর মনের আনন্দে গাও—

"ননদিনী বলো নগরে, ডুবেছে রাই রাজ নন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে"!—হৃদয়ে এমনই প্রবল অনুরাগ রাখ, এজন্মে না হয় জন্মান্তরে আমাদের মিলন হইবে! ইহারই নাম প্রেম! প্রবৃত্তির বশে—রিপুর উত্তেজনায়—আপনার—তথা তিনকুলের সর্ব্বনাশ করিও না! করিও না—করিও না!"

সর্ব্বনাশ! পত্র পড়িয়া মাথা ঘুরিয়া গেল! দয়াল ঠাকুরকে সাক্ষাতে পাইয়া আবার কে জন্ম জন্মান্তরের আশায় তাঁহার ধ্যানে বসিয়া থাকে বল দেখি? আমি লিখিলাম—"তুমি আমার ধ্যান জ্ঞান—ইহকাল—পরকাল—ধর্ম্ম—কর্ম্ম—সমস্ত! তোমার ছাড়িয়া এক দণ্ড বাঁচিতে পারিব না। তুমি আমায় না লও তোমার পদতলে বসিয়া তোমার মুখখানি দেখিতে দেখিতে গলায় ছুরি দিব! আমার আর বাধা বিঘ্ন কিছু নাই! বাধায় বাধায়—আমার বাধা অতিক্রম করাইয়াছে! মান অপমানে ভয় নাই লজ্জা ঘৃণায় ভয় নাই—কুল সম্ভ্রমে ভয় নাই—ভয়েও ভয় নাই! দাসীকে গ্রহণ কর গ্রহণ কর গ্রহণ কর! কেমন করিয়া আশার আশায় থাকিব?—এখন আমাতে আমি নাই—আছি কায়া মাত্র আছি। এখন তুমি আমার কায়ার রক্ত মাংস মজ্জা প্রাণ! এখন শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তুমি—এখন প্রতি দৃষ্টিপাতে—প্রতি পল

গোচরে—প্রতি স্পর্শে—প্রতি আস্বাদে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তুমি!—তোমায় ছাড়িয়া আমি বাঁচিব কিরূপে? পাপ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তোমায় প্রথমতঃ ভালবাসিয়াছিলাম বটে কিন্তু এখন সে প্রবৃত্তি নাই—এখন শুধু তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করে—আর ইচ্ছা করে প্রাণ ভরে সেবা করি—স্বহস্তে খাওয়াই! তুমি খাইলে যেন আমার দেহ পুষ্ট হয়! আমি খাইলে আমার দেহ পুষ্ট হয় না—অধিকন্তু দীর্ঘ-নিশ্বাসে দীর্ঘ-নিশ্বাসে দেহের রক্ত শুকাইয়া যায়—আর আহারেও রুচি হয় না! যদি আমায় বাঁচাইতে চাও তবে আমাকে স্বহস্তে তোমায় খাওয়াইতে দাও—তোমার সেবায় নিয়োজিত কর!"

বাস্তবিক তখন আমি কি হইয়া গিয়াছিলাম তাহাকে মনে পড়িলেই দুই চক্ষের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইত! হায়! হায়! ঈশ্বরোদ্দেশে তেমন প্রেম সঞ্চারিত হইলে আমি আজ কি অতুল সুখী হইতাম!

যাহাহউক, আমার একমাত্র ঈশ্বর—সেই মাষ্টারকেই চিন্তা করিয়া প্রেমাশ্রুপাতে বুক ভাসাইতে লাগিলাম! আমার আর বাহ্য জ্ঞান নাই! যখন এইরূপ প্রবল চিন্তায় নারায়ণের মন টলে তখন মানুষ ত কোন্ ছার! শুনিতাম—মাষ্টার নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিত, কেন কাঁদিত তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই! পাড়ার ছেলেদের মুখে তাহার কান্নার কথা শুনিতাম! বুঝিতাম তাহা আমারই কান্না!

আমার কান্নারই স্রোত! যে উদ্দেশে কাঁদে—সে উদ্দিষ্টকে কাঁদাইতে পারে এইজন্য, ভগবানের নিমিত্ত কাঁদিলে ভগবান্ আপনি কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হন।

ভগিনীগণ! যদি পতিকে ভালবাসিতে চাও যদি পতিকে বশীভূত করিতে চাও যদি পতিময়ী হইতে চাও তবে পতিকে কায়মনোবাক্যে ভালবাস,—উদ্দেশে তাঁহার প্রেম লাভ জন্য কাঁদ। পতি বশীকরণের এমন মহৌষধি আর নাই। জড়ি বড়ি খাওয়াইও না—সর্ব্বনাশ হইবে—হিতে বিপরীত হইবে! মনে মনে ভালবাসা ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া চিন্তা করিলে যখন স্বর্গের দেবতা ভগবান্ বশীভূত হন, তখন পতি ত মর্ত্ত্যের দেবতা তিনি বশীভূত না হইবেন কেন? চিন্তার শক্তি।

চিন্তার অতুল শক্তি! চিন্তা দ্বারাই জগৎ জয় করা যায়! যে তোমার প্রতি রুষ্ট তাহাকে দশ দিন সুভাবে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি কেমন তাহার সে রুষ্ট ভাব থাকে? সেই জন্য কাহারও প্রতি মনে মনেও রুষ্ট ভাব পোষণ করিও না। যদি তুমি তদ্রূপ কর নিশ্চয় জানিও সেও তোমার প্রতি রুষ্ট হইবে। যদি কাহাকেও সুভাবে চিন্তা কর নিশ্চয় জানিও সে তোমার নাম না জানিলেও একদিন না একদিন সেই চিন্তা তাহাকে তোমার সহিত পরিচিত করিয়া দিবে,—তোমাকে দেখিয়াই সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িবে! এই চিন্তা যতই বাড়িবে ততই প্রেম সিন্ধু

উথলিয়া উঠিবে—ততই তুমি আত্মহারা হইবে! কিন্তু কুচিন্তায় দিন দিন শরীর ক্ষয় হয় আত্মা মলিন হইয়া যায়। যাহার উদ্দেশে কুচিন্তা করিতেছ যাহার প্রতি রুষ্ট ভাব পোষণ করিতেছ তাহা হইতেও তাহার প্রতিদান অর্থাৎ কঠোর ভাব স্রোত তোমার শরীরে প্রবিষ্ঠ হইয়া তোমায় অহর্নিশ তুষানলে পুড়াইয়া মারিবে! তাই বলিতেছি সাবধান মনে মনেও কাহারও প্রতি কুভাব পোষণ করিও না। মনে করিও না যে, আড়ালে কুকথা বলিলে—মনে মনে গালি দিলে তাহা উদ্দিষ্ঠ—ব্যক্তিতে পৌছায় না।—পৌছায়,—শুধু পৌছায় না—তাহা হইতে কুভাব লইয়া আসিয়া তোমার মন তোমার আত্মাকে মলিন করিয়া দেয়—তোমাকে হিংসা দ্বেষে জ্বালাতন করিয়া তুলে! বিরক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়! শান্তি স্বস্তি কিছুই থাকে না! কুচিন্তার এমনই বিষময় ফল! কুচিন্তা ফলবতী হয় না।

সে যখন এইরূপ পাগল—যখন আমার অশ্রু স্রোতে সে ভাসিতেছে, তখন বুঝিলাম এই সুযোগ—তখন তাহাকে বলিলাম চল স্থানান্তরে যাই। সে প্রস্তাবেও সে পুনরায় অসম্মত হইল। তখন বুঝিলাম এখনও তাহাকে জয় করিতে পারি নাই এখনও তাহার বিবেক বুদ্ধি আছে তখন আরও গভীরতম ধ্যানে—চিন্তায় নিবিষ্ট হইলাম—আমার ভালবাসার সর্ব্বপ্রকার নিদর্শন তাহাকে অলক্ষ্যে

প্রদর্শন করিতাম কিন্তু প্রায় দুই মাস তাহার সাক্ষাতে বাহির হই নাই, ঘরে বসিয়া তাহার জন্য কেবল কাঁদিয়াছি, কারণ শত্রুপুরীতে মিশিবার যো নাই, তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবার উপায় নাই, প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার—ভালবাসিবার সুযোগ নাই। সে চলিয়া যাইলে পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাকে দেখিতাম—আর চক্ষের জলে বুক ভাসাইতাম। পলে পলে তাহাকে জানাইতাম ঐ পুরীতে মিশিবার উপায় যে নাই দেব! আমায় রক্ষা কর মিশিবার সুযোগ দাও।

এইরূপ কাতর প্রার্থনায় সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। চিঠি লিখিতে পারিত না। দুই এক ছত্র যেন অতি কষ্টে লিখিত তাহাও চক্ষের জলে ধোয়া—অস্পষ্ট!—"লিখিতে—অশ্রু ধারায় লিখিতে দিল না—লিখিতে পারি না—কাগজ চুপসিয়া যায়—লেখা ধুইয়া যায়!" আমিও তাহা পড়িতে পারিতাম না—তাহা পড়িতে পড়িতে আমার চক্ষুও অশ্রুরাশিতে পরিপূরিত হইয়া উঠিত—বক্ষঃ ভাসিত—পত্র ভিজিত!—জগৎ অন্ধকার হইত! উভয়ের প্রায় বাক্ রোধ হইয়া আসিল। তখন বুঝিলাম আর না এই প্রশস্ত সময়! একদিন তাহার ভাবে বিভোর হইয়া বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। সে কোন কার্য্যোপলক্ষে কক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছিল। তাহাকে দর্শন মাত্রেই আমি মূর্চ্ছিত হই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিহারের সুখ।

আজ আমি পঞ্জাবে। এখন আমার আর ধ্যান ধারণা নাই, গভীরতম চিন্তা নাই ক্রন্দন নাই—অশ্রু নাই—মূর্চ্ছা নাই। এখন উপাস্য দেবতার চরণ তলে বসিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

সেদিনকার মূর্চ্ছার কথা বলিব। শুনিলাম—তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াই আমি মূর্চ্ছিত হই। এমন দৃঢ়ভাবে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম যে তিনি সহজে তাহা ছাড়াইতে পারেন নাই। অতি কষ্টে হাত ছাড়াইয়া মূর্চ্ছাপনোদনে চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পরিশেষে উপায়ন্তর না দেখিয়া আমার একটী ভাইপোকে ডাকিয়া আমার মূর্চ্ছার কথা বাড়ীতে বলিতে বলেন ও চলিয়া যান। তাহাদেরই শুশ্রূষায় আমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গে।

সেইদিন তাঁহাকে স্তব করিলাম। তিনি পর্দ্দায় লিখিলেন, কি চাও? আমার সেই কথা—এ পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া দাও, শৃঙ্খল কাটিয়া দাও—বিহঙ্গীকে সঙ্গে লও। উত্তর পাইয়া আনন্দিত হইলাম। সব মায়া বিসর্জ্জন দিয়া সেই

রাত্রিতেই বাহির হইলাম। চারিদিকেই চাবিতালা—সুতরাং পায়খানার পথ দিয়া বাহির হইলাম। তখন জানিতাম না যে নরকের পথে প্রবেশ করিতেছি!—নরক প্রবেশের এই প্রথম দ্বার!

সঙ্গে বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার সমূহ, মোহর, নোট ও টাকা যাহা লইয়াছিলাম তাহাতে দুইজনের জীবন স্বচ্ছন্দে পরম সুখে চলিয়া যাইবে এইরূপই অনুমান করিয়াছিলাম। কিন্তু পরের একটী পয়সাও লই নাই। যাহা নিজস্ব তাহাই লইয়াছিলাম। এমন কি টাকা বেশী ভারি হইবে বলিয়া তাহাও ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলাম। কি লইয়াছি তাহা তাঁহাকে বলি নাই! তিনিও সে সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিলেন—টাকার লোভ তাহার আদৌ ছিল না। বরং তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহাকে খুলিয়া দেখাইয়াছিলাম—কিন্তু তাহা তিনি একবার দেখিয়াছিলেন মাত্র। তখন বুঝিয়াছিলাম তিনি টাকা চান না—অনুমানে বুঝিলাম তবে আমাকেই চান। আমি ইহা বুঝিয়া আনন্দিত হইলাম। পরে বিশেষরূপে বুঝিলাম আমাকেও চান না। ভাবিলাম তবে এমন কার্য্য করিলেন কেন? স্পষ্ট বলিলেই ত হইত? ইহার উত্তর একদিন পাইয়াছিলাম—বলিয়াছিলেন—"বুঝিয়াছিলাম—ইহা অসঙ্গত অন্যায়—অন্যায্য—পাপ! কিন্তু কে যেন আমার বুদ্ধি হরণ করিয়াছিল—কে যেন আমার মাথা

করিয়াছিল—আমি যেন কার ইঙ্গিতে চলিতে ছিলাম।— এ কার্য্যের পর মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম সে তুমি—সে তোমার ইচ্ছাশক্তি!—তোমার সম্মোহন মন্ত্র!—তুমি কর্ত্তা—আমি করণ ভৃত্য—তুমি প্রয়োজক—আমি প্রয়োজ্য! তুমি যাদু-করী—আমি তোমার হস্তের ক্রীড়নক!—কিন্তু এ সূক্ষ্ম-ভাব কেহই বুঝিবে না—আমাকেই কর্ত্তা মনে করিবে। এখন মোহ টুটিয়াছে—ইন্দ্রজাল ছুটিয়াছে—জ্ঞান চক্ষু ফুটি-য়াছে—ভাবিতেছি কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি—কৃতস্য করণং নাস্তি। যাহা করিয়াছি তাহার ত আর উপায় নাই!

আমি বলিলাম যদি তাহাই বুঝিয়া থাক আমার ইচ্ছা-শক্তি যদি তোমাকে জয় করিয়া থাকে তবে তাহা ত সুখের! আমি দাসী, আমায় গ্রহণ করুন—অন্য কিছু মনে করি-বেন না। আমি আপনাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছি! অনেক কাঁদিয়াছি আর কাঁদাইবেন না। আমি—কাঁদিলাম তিনি অঞ্চলদিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিলেন। আমার সুখের অবধি রহিল না! তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলাম!

এখন প্রস্থানের কথা বলিব। রাজপথে বাহির হইয়া ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া কোন দূর স্থানে চলিলাম! তথা হইতে নৌকা যোগে কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম! পরে রেলওয়ে যোগে একেবারে পঞ্জাবে আসিলাম।

স্থান অপরিচিত। প্রভু আমার অতুল সাক্ষী।

বিপদেও তাঁহার ধৈর্য্যের সীমা নাই! দীর্ঘপথ; স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করা যাইতে লাগিল। কত প্রকারে তাঁহার মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা পাইলাম কিন্তু তাহার সেই সমান ভাব যেন কত গুরুতর পাপ করিয়াছেন! মুখে বেশ হাসিখুসী। কিন্তু সে হাসি যেন অন্তরের নয়—যেন কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল আমি কাঁদিতে লাগিলাম। আবার আমার চুক্ষে জল দেখিলে কত সান্ত্বনা করিতেন; কত ভুলাইতেন! কিন্তু আমার হৃদয় অন্ধকার হইতে লাগিল। আমি যে আশা করিয়া বাহির হইয়াছিলাম—ঘর—না ঢুকিতেই চাল মাথায় ঠেকিল!—তাঁহার ভাব দেখিয়া আমি উত্তরোত্তর বড়ই কাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—পিতা—মাতা—ভ্রাতা—আত্মীয় স্বজন সব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহার আশ্রয় লইয়া আনন্দে গৃহ ত্যাগ করিলাম তাঁহার মনের ভাব যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না। যতই নষ্টা দুষ্টা হই—কখনও ঘরের বাহির হই নাই, কখনও কুচরিত্র লোকের হাতে পড়ি নাই আর যদি আমায় ছাড়িয়া রাখিয়া চলিয়া যান তবে উপায়?—সঙ্গে রাশি রাশি অর্থ আছে তাহা আনন্দের না হইয়া বিষাদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।—অর্থের লোভে লোকে না করে কি? দুষ্ট—বদমাইস—গুণ্ডা যদি সন্ধান পায় তবে আর

আমার আস্ত রাখিবে না—হায় হায়! করিলাম কি?—আমার সঞ্চিত আনীত অর্থগুলি তাঁহাকে দিতে চাই তিনি কিছুতেই লইতে সম্মত হন না। ব্যাঙ্কে জমা দিবার জন্য বলিলাম দশ হাজার টাকার সুদ আসিলে একরূপ কষ্ট সৃষ্টে চলিতে পারে। নতুবা ব্যবসায় বাণিজ্য করিবার জন্য বলিলাম কিছুতেই তাহার মন স্থির নয়। বেশ হাসি খুসী হইতেছে হঠাৎ বিষণ্ণ হইয়া গেলেন! মাঝে মাঝে এইরূপ হইত! তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য গাড়ী ভাড়া করিয়া সহরের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন নিমিত্ত যাত্রা করিতাম। কত পুস্তক কিনিয়া পড়িয়া শুনাইতাম—কত আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতাম! প্রধান প্রধান তীর্থ স্থান বা ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন জন্য গমন করিতাম। এইরূপে তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দিয়া তাঁহাকে লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তিনি এত কর্ম্মঠ এতই নির্ভীক যে তাঁহাকে চাপিয়া রাখা আমার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। তাহাকে কত করিয়া ভুলাইতাম তাহার ইয়ত্তা নাই। বাটীতে আসিয়া গায়ে হাত বুলাইতাম—পা টিপিতাম—তেল গরম করিয়া পায়ে দিতাম। নানা ব্যঞ্জন পরিপাটীরূপে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতাম। হুকুমের চাকর হইয়া থাকিতাম—অন্তরের ইচ্ছা এরূপ ছিল; কিন্তু তিনি আমায় কোন কার্য্যের আদেশ করিতেন না। কি খাইতে তিনি ভালবাসেন—তাহার জন্য কি যত্ন করিব—একথা প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করিতাম।

কিন্তু তিনি কিছুই বলিতেন না। কেবল বলিতেন যাহা ইচ্ছা হয় রাঁধ যাহা দিবে তাহাই মহাপ্রসাদ জ্ঞানে খাইব। তাঁহার আজ্ঞা না পাইয়া মনে বড় কষ্ট হইত। তাঁহার মুখের কথা—আদেশ বাণী শুনিতে প্রাণ যে কত উৎসুক থাকিত তাহা আর কাহাকে বলিব? তিনি যে আমার সর্ব্বস্ব তাঁহার আদেশ না পাইয়া হৃদয় যেন ভগ্ন হইয়া যাইত;—আমার সে সাধ মিটিল না—বড় সাধ ছিল তিনি বলিবেন আমি স্বহস্তে পরিপাটীরূপে রাঁধিয়া তাঁহাকে খাওয়াইব—তাঁর খাবার অনেক কষ্ট গিয়াছে। যাহা-হউক—অগত্যা মন-যাই রাঁধিতাম—তাহাতেই তাঁহার সন্তুষ্টি কত! আমার বুক যেন দশহাত হইয়া যাইত। যখন বুঝিতাম তাঁহার সে ভাব কৃত্রিম, তখন পর্ব্বতের চূড়া হইতে কূপে পড়িয়া যাইতাম!

চতুঃসংসারে আমার আর কেহ নাই;—পিতা, মাতা, ভ্রাতা—আত্মীয় স্বজন—সকলের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা—আত্মীয়তা তাঁহারই উপর পড়িয়াছে। তিনিই আমার সর্ব্বস্ব! এমন যে ধন—তাঁহাকে কেমন করিয়া বুকের কোন স্থানে রাখিতে ইচ্ছা করে বল দেখি?—তাঁহার জন্য নিরাপদ স্থান বুঝি বুকের ভিতরও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃপণের ধনের ন্যায় আমার সেই দুর্লভ রত্নকে দিনের মধ্যে শত সহস্রবার দেখিয়া—নাড়িয়া চাড়িয়াও আশা মিটিত না। এত জাদু থাদু—যত্ন মমতা করিয়া

রাখিলাম কিন্তু শিকল কাটার জাতি পোষ মানিল না। কেমন এক টানা স্রোতে উধাও হইতে চায়!

এত যে বকিতেছি, ভগিনীগণ! মনে করিও না বেশী কিছু বলিতেছি। আমার হৃদয়ে যে ভাব তাহার সহস্রাংশের একাংশও প্রকাশ করিতে পারিতেছি না—তাই এত করিয়া বলিতেছি যদি সে ভাবের কতকও প্রকাশ করিতে পারি। সেই সঙ্গে দেখাইতে চাই আমি কত ভালবাসিতাম—কত ভক্তি করিতাম— কত আপনার জন ভাবিতাম। ইহা না বলিলে আমার বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ হইবে না।

মনে করিয়াছিলাম স্বামীকে ভক্তি করিতে পারি নাই, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে পারি নাই, আশা মিটাইয়া সে সাধ পুরাইব। হায়রে কপাল আমার! সোনা ফেলিয়া আঁচলে "গেরো" দিতেছি! তখন জানিতাম স্বামী মরিলেই তাঁহার সহিত সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। তখন জানিতাম না যে যদিও তাহার স্থূল দেহ—মানব দেহ গিয়াছে—সূক্ষ্ম দেহ আছে, জানিতাম না যে তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন—আমার কার্য্যাকার্য্য—দেখিয়া তুষ্ট বা রুষ্ট হইতেছেন!—জানিতাম না যে সুকার্য্য করিলে তিনি শত গুণে বলদান করিয়া সাহায্য করেন।—জানিতাম না যে তাঁহাকে চিন্তা করিলে তিনি ভগবান দর্শনের পথ দেখাইয়া লইয়া যান। জানিতাম না যে তিনি ও ভগবান্ এক। তখন জানিতাম না যে পতিই রমণীর দেবতা—পতিভক্তি

সতী সাধ্বী রমণীকে দেখিয়া দেবতাগণ তুষ্ট হয়েন—যমও সতীকে ভয় করেন!

আমি যত ভালবাসিতে চাই, যতই তাঁহাকে আপনার হৃদয়ে টানিয়া লইতে চাই ততই তিনি সরিয়া যান—আমার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুটি করেন। আমাকে পতিতা অপবিত্রা—দুশ্চারিণী—পাপিনী বলিয়া ঘৃণা করিতে থাকেন। আমি তাহাও গ্রাহ্য করিতাম না। তিনি শত সহস্র দুর্ব্বাক্য বলিলেও—আমার নামে ঘৃণার নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার পদদ্বয় বক্ষে ধারণ জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছি; তিনি হস্তে পদাঘাত করিয়াছেন তবুও নিরস্ত হই নাই। আমার মনে হইত তিনি আমায় যতই ঘৃণা করুন আমি তাঁহার পদদ্বয় বুকে ধরিলে বড় শান্তি পাই। আমি প্রহৃত হইয়াও তাঁহার চরণ ধরিয়া চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতাম—বলিতাম—আমার ন্যায় হতভাগিনীকে তুমি না রক্ষা করিলে আর স্থান দিবে কে?—জগৎ সংসারে যে আমার আর কেহই নাই প্রভু!—অমনি তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন প্রভু আমার বড় দয়ালু! বড় কোমল হৃদয়! তবে তিনি এমন করিতেন কেন? কলঙ্কের ভয়ে!—লোকাপবাদে! আমার জন্য তিনি সমাজে হীন হইয়াছেন—বন্ধু বান্ধবদের নিকট ঘৃণিত হইয়াছেন—কাহারও নিকট মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন না, যেন কত অপরাধে অপরাধী! এত বড়, এত কোমলপ্রাণ হইয়াও তাই তিনি আমার জন্য

ছাড়াইবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। তাঁহাকে একদণ্ড চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না। কোথাও যাইবার প্রয়োজন হইলে সহসা দূরদেশে যাইতে দিতাম না।— তিনি বড় স্নেহপ্রবণ বড় সহিষ্ণু সহসা ক্রুদ্ধ হইতেন না। কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে জ্ঞান থাকিত না। এক এক সময় এমন প্রহার করিয়াছেন যে আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছে।

কিন্তু মরিতাম না বাঁচিয়া উঠিতাম। প্রহারের শব্দ শুনিয়া পার্শ্বের বাড়ীর রমণীগণ জিজ্ঞাসা করিত, তোমায় কি মারিল? আমি তাহাদিগকে বলিতাম—না না—তিনি আমায় বড় ভালবাসেন মারিবেন কেন?

এমন করিয়া সহিয়াও তাঁহার মন পাইতাম না। এমন কি এত অত্যাচারেও এক দিনের জন্য ও মৃত্যু কামনা করিতে পারিতাম না। মনে হইত "কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়া যাবরে।"—এমনই মায়া—এমনই মোহ! বিষ মাছি বিষ খাইয়া অমৃত বলিয়া মানিতেছি! এইরূপে প্রহার যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়াও আশায় আশায় দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু সময় সময় এই সব দুর্ব্যবহারের কথা মনে করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতাম। ভাবিতাম যাহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তর বলিয়া জানি যাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া মরিতে পারিলেও যেন চির শান্তি পাই বলিয়া মনে হয় তিনি কেন এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হইলেন? ভালবাসিলেই যদি ভালবাসা পাওয়া যায় তবে সে নিয়মের ব্যতিক্রম

ঘটিতেছে কেন ? আবার মনে হইত লোকে দাঁত থাকিতে থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানে না। আমার এই ভালবাসা কথনই ব্যর্থ হইবেনা। আমি বাঁচিয়া থাকিতেও যদি এ ভালবাসার প্রতিদান না পাই, মরিলেও পাইব ইহা নিশ্চয়!

এক এক সময় দুঃখে—অবসাদে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত। ভাবিতাম যাঁহার জন্য আমি সংসার পরিত্যাগ করিলাম যাঁহার জন্য আমি পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিলাম—তাঁহার বিনিময়ে আজ পাইতেছি—কি ?—না, ভৎসনা—ভ্রূকুটি—ঘৃণা—তাচ্ছিল্য—অপমান—দুর্ব্বাক্য—পদাঘাত—প্রহার !!!—ইহা অপেক্ষা আমার দুর্দশা কি হইতে পারে ? রমণী সোহাগের গোলাম ! সোহাগ পাইব মনে করিয়া কি বিষম ভ্রমে পড়িয়াছি !—সুধা ভ্রমে বিষ ভক্ষণ করিয়াছি ! আজ যদি স্বামীকে এমনই করিয়া ভালবাসিতাম—আজ যদি স্বামী বাঁচিয়া থাকিতেন তবে তাঁহার নিকট কত সোহাগ কত আদর যত্ন ও পাইতামই আরও চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত !—সতী বলিয়া কত রমণী আমায় পূজা করিত কিন্তু আজ পাইতেছি কি ?—যাঁহার নিকট সোহাগ পাইবার বিশেষ আশা ছিল তিনি ত পদাঘাত করিতেছেন—আর আত্মীয় স্বজন পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণ শত মুখে ধিক্কার দিয়া ছি ! ছি ! করিতেছে ! উঠিতে বসিতে মুখ পোড়াইয়া দিতেছে ! বুদ্ধির দোষে কি কু কার্য্যই—করিয়াছি ! লোকে যাহাকে ঘৃণা করে

ঈশ্বরও তাঁহাকে ঘৃণা করেন। নিশ্চয় জানিও লোক সন্তুষ্ট হইলে ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। কারণ সকল শরীরেই ঈশ্বর আছেন। মৃত স্বামীর উদ্দেশেও যদি পূজা অর্চনা করিতাম তাহা হইলে এ শরীরে তাঁহার নিকট আদর না পাইলেও পরলোকে পাইতামই পাইতাম। শুধু তাহাই নহে দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইতেন আত্মীয় স্বজন পতিভক্তি পরায়ণা বলিয়াও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। আজ আমি কুলপাংশুলা। আজ আমি প্রতি নরনারীরই চক্ষের বালি হইয়াছি!—সতী সাবিত্রী পতিবত্নীগণ ত ঘৃণা করিবেনই তাহা ছাড়া বেশ্যাগণও আমায় ঘৃণা করে!

ভগিনিগণ! তোমাদের গোচরার্থ কয়েকটী বেশ্যার দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিতেছি শুন। যে যেমন সে সেই শ্রেণীর লোক অন্বেষণ করে। তাহাদের সহিতই তাহার সখ্যতা হয়। ধার্ম্মিক, ধার্ম্মিক পাইলে মন খুলিয়া আনন্দ করে—ধর্ম্মকথা কয়। চোর চোরকে পাইলে আনন্দে গলিয়া সুখ দুঃখের কথা জানায়। যে পাপিনী সে পাপিনীর অন্বেষণ করে—সে কথাতেই সে আনন্দ পায় পাপ কথাই তাহার চিন্তার বিষয়।

দেখিয়াছি অনেক পাপিনী—আপনাকে পাপিনী জানিয়া—কারণ মনের অগোচর পাপ নাই—সে পরের পাপ অন্বেষণ করে কাহারও পাপ নিদর্শন না পাইলে মনগড়াও কতকগুলা অপবাদ দেয়—নতুবা সে মনে শান্তি

পায় না। এমন পাপিনীও সংসারে অনেক। ভগিনিগণ! তাহারাও বড়ই মন্দভাগ্য! মাছির ন্যায় কেবল পচা ঘা খুঁজিয়া বেড়ায়—মাছি রক্ত পুঁজ পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে! তাহারা লোকের চক্ষে ধুলি দিয়া আপনাদিগকে সতী বলিয়া জানায় কিন্তু অন্তরে অন্তরে পাপে মজিয়া ইহকাল পরকাল নষ্ট করে। তাহারা যে ভগবানের চক্ষে ধুলি দিতে পারিবে না ইহা বুঝি ভুলিয়া যায়—এই দুষ্কার্য্যের ফল একদিন যে তাহারা পাইবেই পাইবে তাহা কি তাহারা বুঝে না—বুঝে। অগ্রে না হউক—পরে মর্ম্মে মর্ম্মে একথা বুঝে। এ কথা বুঝিয়াও যাহারা নিবৃত্ত না হয় তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহারা আপনাদের পাপের জ্বালায় আপনারাই জ্বলিয়া মরে! সে শাস্তি বিধাতার!

আমি পাপ করিলাম কেহ দেখিল না—কেহ জানিল না—কেহ শুনিল না—বলিয়াই কি—আমার মনে আনন্দ জন্মে? কখনই না। কেহ না দেখুক আমি ত দেখিলাম—আমার আত্মা ত সাক্ষী রহিল! এ কথা মনে না আসিলেও ভয় কত দিকে, পাছে কেহ দেখিতে পায়—পাছে কেহ জানিতে পারে এই দুশ্চিন্তায় দিবানিশি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়! সুতরাং পাপে সুখ কোথায়? কিন্তু স্বামীকে যদি ভালবাসি—স্বামীর জন্ত আত্মহারা হই তাহাতে দুশ্চিন্তা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই! বরং আনন্দ—আত্মবিস্মৃতি সকলকে আনন্দিত ও শ্রদ্ধাবান্

করিয়া তুলে—আমার পতিভক্তি দেখিয়া বয়সীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলেও মনে মনে আমায় ভক্তি করিবে।' সে আত্মবিহ্বলতা—সে চিন্তা—শ্বশুর শাশুড়ী জানুন,—পিতা মাতা জানুন—আত্মীয় স্বজন জানুন—পাড়া প্রতিবাসী জানুন—স্বামী জানুন—তাহাতে ভয় নাই—লজ্জা নাই বরং আনন্দ ও গৌরব আছে! আমার সেই পতি ভক্তি যে জানবে সে-ই আদর, শ্রদ্ধা ও আনন্দ করিবে;—আমিও পতির আনন্দে দশ জনের আনন্দে স্বর্গ সুখ অনুভব করিব আমার ইহকাল পরকাল দুইই হইবে। এই বিশুদ্ধ আনন্দ ছাড়িয়া—এই স্বর্গ সুখ ছাড়িয়া যে হতভাগিনী দুশ্চিন্তায়—পাপে আত্ম বিসর্জ্জন করে—তাহার ন্যায় মন্দভাগিনী আর কে? তাহাকে চিরজীবন কাঁদিতে হয়।

এখন এক হতভাগিনীর কথা বলিব। এক হতভাগিনী—পরমা সুন্দরী—রূপ যৌবনে চল চল! আমাদের বাসায় প্রায়ই আসিত। আমার সহিত বনিত ভাল। সেও বড় মানুষের মেয়ে—তাহার স্বামীও রূপ যৌবন সম্পন্ন বড় মানুষের ছেলে। হতভাগিনীর নাম কুন্দবালা। সমানে সমানে শীঘ্রই একটা টান পড়ে—ঘনিষ্টতা হয়। তাহার দুঃখের কথা শুনিবার লোক আমাকেই স্থির করিল—আমিও তাহাকে আমার দুঃখের কাহিনী শুনিবার উপযুক্ত পাত্রী স্থির করিলাম, আসা যাওয়ায় ভালবাসা জন্মিল। সে আমার জন্য খাবার লইয়া আসে। আমিও নানা দ্রব্য

খাগু প্রস্তুত করিয়া তাহাকে খাওয়াই। আমাদের বয়স প্রায় সমান তবুও সে আমার দিদি বলিয়া ডাকিত সুতরাং আমি স্নেহ সহকারে কুন্দ বলিয়া ডাকিতাম। কুন্দর এত রূপ যে তাহা কথায় বলিতে পারি না—বা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কুন্দ যে বড় লোকের বৌ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কুন্দর স্বামী এখনও জীবিত। তিনি এর এ পাশ। স্বামী কুন্দর রূপে এত দূর মুগ্ধ ছিলেন যে, কুন্দ মরিতে বলিলে তিনি মরিতেন বাঁচিতে বলিলে বাঁচিতেন। সে যাহা চাহিয়াছে তাহার স্বামী নগেন্দ্র নাথ তাহাই দিয়াছেন। গহনা গাঁঠির অভাব ছিল না;—জড়োয়া হীরার গহনা স্তরে স্তরে কুন্দর অঙ্গ শোভা করিত। বিলাসের যা কিছু দ্রব্য তাহা কুন্দর ঘরে জমা হইত। কুন্দ সর্ব্বদাই অপ্সরার ন্যায় যেন সপ্তম স্বর্গে বাস করিত। শ্বশুর শাশুড়ী "বৌমা বলিতে অজ্ঞান হইতেন!"—কুন্দর সুখের তুলনা ছিল না। ভারতের প্রধান রাজধানী কলিকাতা নগরীতে তাহার বাস। সখ মিটাইবার উপকরণ চারিদিকে। কুন্দ হাওয়া খাইয়া বেড়াইবে তাহার জন্য অত্যুত্তম লাণ্ডো গাড়ী। কুন্দ গান শুনিতে ভালবাসে—তাই অত্যুৎকৃষ্ট পিয়ানো—হারমোনিয়ম। কুন্দ বই পড়িতে ভালবাসে তাই অমূল্য নাটক নভেল—হাস্য পরিহাসক গ্রন্থাবলীতে আলমারী পরিপূর্ণ—নানা রঙের—নানা রকমের ছবি—পুতুল—মনোরঞ্জক পদার্থ! বালায চাল কুন্দর পেটে সয় না তাই

আট টাকা পেয়ে কামিনী বাদিনী চাউলের বস্তা বস্তা আমদানী!—তাহার পোষাক পরিচ্ছদের ত তুলনা নাই; বলিতে কি কুন্দর সুখের সীমা ছিলনা!—এমন ঘর—এমন বর—এমন সুখ—এমন শান্তি কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? কপালিনী কুন্দ-কালিন্দী কূলে কন্দর্পকান্তীকৃতান্ত কুন্দ-কান্ত কানাই যাচিয়া আসিয়া সাধিয়া অনুরাগ বাঁশী বাজাইত; এমন ভাগ্য কি সকলের?

সেই কুন্দ—সেই আদরিণী—সোহাগিনী—গরবিনী কুন্দ আজ তাহার দোষে পাপ প্রলোভনে মজিয়া আপনার মস্তকে আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছে রাজ ভোগ ছাড়িয়া ভিখারিণী হইয়াছে!—সেই কুন্দ—সেই সোনার কুন্দ তেমনই আছে সেই গহনা গাঁটি আছে; তেমনই রাজ সম্পদ হইয়াছে—জুড়ি গাড়ি পিয়ানো—হারমোনিয়ম হইয়াছে—রাশি রাশি অর্থ—পায়ে পড়িতেছে—তবুও কুন্দ ভিখারিণী!—তবুও নির্জ্জন পাইলে চক্ষের জলে তাহার বক্ষঃ ভাসিয়া যায়!—দিন রাত হায় হায় করে! ভগিনিগণ! মনে করিও না অর্থে সুখী হওয়া যায়—অর্থে সুখ নাই বোন—পাপার্জ্জিত অর্থে সুখ নাই!

যে কুন্দ নিরাধনায়—সুখে স্বচ্ছন্দে আনন্দে, কৌতুকে কাল যাপন করিত আজ তাহার চিন্তার সীমা নাই! দিনের পর দিন চিন্তা তরঙ্গে ভাসিতেছে!—আবার আবার কোন পাপ [illegible]—আবার কোন যাতনা আসিয়া

কাটাকাটি মারামারি করে—আর কাবার কোন নরক কুণ্ডের অভিনয় হয় !!

বলিতে কি হতভাগিনী কুন্দ নিজ দাসের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছেন—সে একটা নিরক্ষর ছোটলোক, নাম—রুহিদাস। রুহিদাসের প্রেম কুন্দকে স্বামী সম্পদ-গৃহ-ত্যাগী করিয়াছিল। পাপে মন টানিলে এমনই নীচ নজর হয়। এমনই খাটো হইতে হয়! এখনও রুহিদাস আছে। রুহিদাস এখন ঘোড়ার ঘাস কাটে আর প্রসাদ পায়। একটা কবিতা পড়ে ছিলাম তার শেষ দু'চরণ মনে আছে—

অনৈক পাগলের উক্তি।

(লক্ষীর প্রতি।)

শুক শারী হীরে ময়না,
কোকিলে জগত জানা,
চাঁদের খনি ময়ূর নানা,
এ সবেতে মন সরে না,

পুষেছ কদর্য্য পেঁচা !!

ভুবন মোহিনী, বহু প্রসবিনী !
(কত হীরে মুক্ত মণি, প্রকাশে অবনি,
চাহিলে চাহনি !) হেন সুন্দরী কামিনী,
নহ সুন্দর কামিনী !

এ তব কেমন রীতি ?

বুঝেছি যৌবনে ভরা,
মদ মত্ত সাহাঙ্কারা
সৌন্দর্য্যে দিশাহারা,
পলকে ফিরাও তারা
　　　　সদা মত্ততার রগে।
ভাব, জগতে তোমার সম
নাহি সৌন্দর্য্যে অনুপম
ছার পার্থিব কামিণী কম
　　　　তুলনা সে কিসে!
স্ত্রীজন স্বভাব রীতি
হইলে সুন্দরী অতি
ভুলে সে জগত প্রতি,
নিজ মত্ততায় মাতি
　　　　সুন্দর দেখে সে পেঁচা!
সত্য তুমে বসন্দাস,
আপনি ছায় ইতিহাস,
পূরেনা পূরেনা আশ
　　　　রমণীর মন কড় কাঁচা!!!

মা লক্ষ্মী পেঁচা অপেক্ষা আর কাহাকেও সুন্দর দেখেন না!

যাহাহউক, হতভাগিনীর দুঃখের অবধি নাই। অনন্ত টাকা—অত অর্থের ছড়াছড়ি তবুও তুষ্কর মনে সুখ নাই।

সে সময় পাইলেই আমার কাছে আসিয়া কাঁদে। বলে "হায় হায়! কি কু কার্য্যই করিয়াছি আমার কিছুরই অভাব ছিল না, প্রবৃত্তির বশে কি পাপেই মজেছি! স্বর্গে ছিলাম এখন নরকে পড়িয়া হাবুডুবু খাচ্চি। যখন আমার প্রিয়তম স্বামীর কথা ভাবি তখন বুক ফাটিয়া যায়! মনে হয় পৃথিবী আমায় অঙ্কে স্থান দাও! হতভাগিনী পাপিনীরা কোন্ সুখে বেশ্যাবৃত্তি করিতে আসে? রিপু চরিতার্থতা? ছি ছি ছি!—মরীচিকা—মরীচিকা—মরীচিকা!—আশার ছলনা! পাপের অবধি নাই, ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়! নরকের অভিনয় রাত্র দিন!!" এইরূপে সে আমার প্রভুর নিকট প্রাণ খুলিয়া কথা বলে আর তপ্ত অশ্রু স্রোতে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়! প্রভু আমার, কত সদুপদেশ দেন—বলেন "যাহা করিয়াছ—করিয়াছ—তাহার আর উপায় নাই। এখন ও পাপ বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া তীর্থবাসী হও। হাজার বছরের অন্ধকারময় গৃহে আলো লইয়া গেলে, তাহা তৎক্ষণাৎ আলোকিত হয়! ঈশ্বরের নাম লইলে সব পাপ কাটিয়া যায়।" প্রথম প্রথম আমার ভয় হইত, মনে করিতাম—এ পাপ আবার কোথা থেকে এসে যুটলো, আমায় বুঝি সর্ব্বনাশ হয়! পরে বুঝিলাম তাহা নহে প্রভু আমার নবীন হইলেও প্রবীণ। তাহার কপর্দ্দকও স্পর্শ করিতে নারাজ। তবে তিনিই কুন্দর আধ্যাত্মিক জীবনের গুরু। কুন্দ মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া

গেল—কুন্দ ধন্যা! আমি এখনও পাপে মজিয়া রহিয়াছি। পরের উপর, জোর করিয়া মায়ার আরোপ করিয়া রাখিয়াছি। সে আমায় চায় না—আমি তাহাকে চাই। সে আমায় লাথি মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয় আমি তাহার চরণ জড়াইয়া ধরি। এখনও ভ্রম ঘুচিল না। এখনও পাপ মায়া আমায় ছাড়িল না!!

কুন্দ আমায় অনেক শিক্ষা দিয়াছে! সে রাজার স্থায় ঐশ্বর্য্য সম্পদ ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছে। এখনও তাহার উদ্দেশ্য—স্বামীর পদ সেবা করিবে। সে বলে স্বামীই রমণীর দেবতা। স্বামী তুষ্ট হইলে চতুর্ব্বর্গ করায়ত্ত হয়! সে সন্ন্যাসিনী বেশে এক একবার স্বামীকে দর্শন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। স্বামী আর তাহাকে গ্রহণ করিবে না— আর তাহাকে স্পর্শ করিবে না—তবুও তাহার স্বামী দর্শন বাসনা। কারণ স্বামীই তাহার উপাস্য দেবতা, তাঁহাকে দেখিয়া নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার রূপই ধ্যান করিবে। কুন্দ তুমি ধন্যা! কাছে থাকিয়া স্বামীকে চিনিতে পার নাই; এখন পাপে মজিয়া—বিপদে পড়িয়া স্বামী কি বস্তু তাহা বুঝিয়াছ। কুন্দ! আমিও বুঝিয়াছি, তোমার দয়ায় আমার অনেক জ্ঞান হইয়াছে। আর আমি কাহাকেও চাই না—স্বামীর রূপ ধ্যান করিয়া—তাঁহার উদ্দেশেই আত্মবিসর্জ্জন করিব। কুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণে মনে মনে এইরূপ ঘোর কল্পনা জল্পনা তর্ক বিতর্ক চলিতে লাগিল।

মনে হইতে লাগিল ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীর ন্যায় আমিও দুশ্চারিণী বলিয়াই আমার আজ এই শোচনীয় পরিণাম! স্বামীকে ভালবাসিতে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে শিখিলে আমার কিছুরই অভাব থাকিত না—বিধবা হইয়াও আমি শান্তিতে পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারিতাম।

কুন্দর সহিত অনেক বেশ্যা আসিত, তাহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি তাহারা কেহই সুখী নহে! সকলেই আপন আপন দুঃখের কাহিনী বলিয়া কাঁদিত! তখন মনে হইল ইহা দিল্লীকা লাড্ডু, যো বি খায়া ওবি পস্তয়া—যোবি নাহি খায়া ওবি পস্তানে গয়া—ইহা দিল্লী লাড্ডু যে খায় সে পস্তায়—হায় হায় করে—যে না খায় সে আপশোষে মরে!—মনে করে তাতে কত সুখ!!

একদিন এক মেথরাণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হঁ লা! তোর মরদ আছে?—সে বলিল "ওকি মা অমন কথা বলচ কেন—কেন থাকবে না মা—আশীর্ব্বাদ কর মা যেন সিঁতের সিঁদুর রেখে মরতে পারি!"

আমার বড় কৌতূহল হইল—আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। আমি বলিলাম তোর কত বয়সে বিয়ে হয়েচে, সে তোকে কেমন ভালবাসে, তোদের মাসে কত টাকা খরচ হয়—কত মাহিনা পাস্ ইত্যাদি। উত্তরে সে বলিতে লাগিল—"আমার যখন দশ বৎসর বয়স তখন আমার বিয়ে হয়। আমাদের জাতে পণ দিয়ে বিয়ে করতে

হয়। আমার বর অতি কষ্টে পণের টাকা যোগাড় করে বিয়ের পূর্ব্বেই আমার বাপ মাকে দেয়। তারপর কিছু টাকা ধার করে বিয়ে হয়। তা পরে জেনেচি। বিয়ের পরেই আমার স্বামী আমায় নিয়ে যায়। তা'র ছয় টাকা মাইনে—তাতে অতি কষ্টে আমাদের চল্‌তে লাগলো। কল্‌কেতা সহরের খরচ ত বড় কম নয় মা ঠাকুরণ! তাহার পর আমি বাঁশের কায শিখে—দু একটা জিনিস তৈয়ের কত্তে লাগ্‌লাম। এখন আমি চাকরি করি। সে বড় রোগা, নানা রোগ হয়—তাই তাকে চাকরী কত্তে দিই না। আমি চাকরি করেই তাকে খাওয়াচ্চি মা ঠাকুরুণ। তাকে একটু সুস্থ দেখলে আমার কিছুরই দুঃখ নেই।"

তাহার পতিভক্তি দেখিয়া আপনাকে শত সহস্র ধিক্কার দিলাম। বলিলাম—ছেলে হয়েছে? সে বলিল—না মা ছেলে পিলে কিছু নাই।

আমি বলিলাম—আচ্ছা তোদের বর (স্বামী) মর্‌লে আবার বিয়ে হয়?

আমার কথা শুনিয়া সে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলিল—"হ্যাঁগা! তোমরা না ভদ্র ঘরের মেয়ে? তোমাদের কথার একটা ছিরি নেই? আমরা ছোট্ট লোক, আমরা না হয় কি বল্‌তে কি বলে ফেলি। অমন ক'রে গাল দিওনা মা—স্বামীর অমঙ্গল হলে আবার কি বাচতে ইচ্ছে হয়? আমরা গরিব লোক মা, না খেয়ে

স্বামীকে খাওয়াই চাকরি ক'রে গতর খাটিয়ে পয়সা নিয়ে স্বামীর হাতে দিই। মেয়ে মানুষের স্বামী আবার কটা হয়? আমরা ছোট লোক বলে কি আমাদের ধর্ম্ম নেই না? বেশ্যাদেরই ত একটার পর আর একটা হয়।”

মেথরাণী ময়লার টব লইয়া রাগে গর গর—থর থর করিয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার কথা শুনিয়া মর্ম্মে মরিয়া গেলাম। ভাবিলাম ইহারা ত স্বাধীনা। যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতেছে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছে কিন্তু তবুও ইহাদের কেমন আত্মরক্ষা,—কেমন পতিপ্রেম! ইহাদের মাথায় বিষ্ঠার টব হৃদয়ে অমৃতের উৎস!—আর আমি?—বিষকুম্ভ পয়োমুখ!—বাহিরে অমৃতের প্রলেপ আর অন্তরে অনন্ত নরক! অনন্ত নরক!!—অনন্ত নরক!!

এই নরক দিন রাত বহন করিয়া চলিতেছি। কত আতঙ্ক—কত ভয়—কত বিপদ সম্ভাবনা—প্রতি মুহূর্ত্তে কল্পনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছি; হায়রে সুখ! পার্থিব সুখ কল্পনা মাত্র—ইহাতে প্রকৃত সুখ নাই। চিদানন্দই প্রকৃত আনন্দ—প্রকৃত সুখ! আমার পার্থিব সুখ লাভ করিবার জন্য দিবা রাত্র কত সাধ্য সাধনা—কত কার্য্যে সিদ্ধি লাভের প্রয়াস পাইতেছি, কিন্তু যদি নিত্যানন্দ লাভ জন্য এমন সাধ্য সাধনা করিতাম তাহা হইলে আজ দিবা রাত্র এমন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। এই ছার পার্থিব প্রেমের কথাই

ধর ; ইহাতে কত যোগ, কত ধ্যান ধারণা করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। শুধু মনে নহে—কায়মনোবাক্যে !—তাহার যাহা পরিণতি তাহা হইয়াছে—তাহা যেমন উত্তেজক তেমনই অবসাদক !—ক্ষণিক সুখের আশায় যেমন হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম পরক্ষণেই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেছি। ভগিনিগণ ! পাপে মজিওনা। হৃদয় যাহাকে পাপ বলিয়া ধারণা করে তাহার ত্রিসীমায় যাইও না ! পুনঃ পুনঃ বলিতেছি আমার দশা দেখিয়া তোমাদের ধ্রুব ধারণা ও জ্ঞান হউক—পতি দেবতা ! সতী সাবিত্রীর কথা তোমরা কে না জান ? সাবিত্রী তপস্যার জন্য বনে যান নাই। স্বামীর চরণ সেবাই তাঁহার যোগ—ধ্যান ধারণা ছিল। স্বামীই তাঁহার আরাধ্য দেবতা। স্বামীর আরাধনা—স্বামী সেবা করিয়াই তিনি যমকে জয়লাভ করিয়াছিলেন, দেবতাদিগকেও বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমি ঠকিয়া শিখিয়াছি বলিয়া আজ আমি কাতর প্রাণে তোমদিগকে জানাইতেছি এমন পাপ—পঙ্কে নিমগ্ন হইও না—ইহাতে অনন্ত দুঃখ—অনন্ত কষ্ট ! সাবধান ! সুখে থাকিতে ভূতের কিল খাইও না। ভূতের মার বড় সাঙ্ঘাতিক ! ইহাতে ধন প্রাণ জীবন যৌবন ইহকাল—পরকাল—সব যায় বোন সব যায় !

মনে রাখিও—আমি এখনও দরিদ্রা নাহি। এখনও মা

আমাকে সাহায্য করেন। আমার নিকট কয়েক সহস্র মুদ্রা বর্ত্তমান! এখন আমি স্বাধীনা, আমি ইচ্ছা করিলে উপার্জ্জনের পন্থাও অবলম্বন করিতে পারি কারণ এখন আমার পূর্ণ যৌবন। একথা লিখিতেও লজ্জা করিতেছে—কিন্তু আর না বোন! আশীর্ব্বাদ কর এখনই আমার শিরে বজ্রাঘাত হউক—এখনই আমার সকল অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি শান্তি পাই! আর টাকা চাইনা আর এমন কুৎসিত সুখ চাই না—আর জীবন যৌবন চাই না—চাই কেবল তাঁকে! যিনি সর্ব্বদমন—যিনি পতিতপাবন—যিনি ভক্তরঞ্জন! হেলায় অশ্রদ্ধায় যাঁহার নাম করিলে—যিনি করুণা—সিন্ধুর স্রোত আগাইয়া দেন—ভগিনিগণ! চাই তাঁহাকে! এ অপবিত্র শরীরে তাঁহার নাম করিতেও ভয় হইতেছে! কিন্তু যাঁহার নামে সর্ব্ব অপবিত্রতা—সর্ব্বপ্রকার মলিনতা—সর্ব্বপ্রকার পাপ দূরীভূত—হয়—দেহ মন শুদ্ধ হয়—সেই সর্ব্ব—শুদ্ধি—মন্ত্র—নাম জপ করিবার জন্য তাঁহার করুণা চাই আর কিছু চাই না। পার্থিব কোন পদার্থে—কোন সুখে আর আমার স্পৃহা নাই! জীবন যৌবন দেহ মন সব এঁটো করিয়া ফেলিয়াছি এ উৎসৃষ্ট বস্তু কেমন করিয়া কোন ভরসায় তাঁহাকে দিই?—যিনি বিশ্ব জীবন—সর্ব্বস্বাৎসার সর্ব্ববরেণ্য সর্ব্বপূজ্য কেমন করিয়া আমার এই উৎসৃষ্ট সর্ব্বস্ব লইয়া তাঁহার পদে ডালি দিই?—তবে তিনি ভক্ত সর্ব্বস্ব, ভক্তে ভক্তি ক'রে যা দেন

তাই তিনি আদর ক'রে গ্রহণ করেন এ কথা শোনা আছে। বিদুর পত্নী আনন্দে আত্মহারা হইয়া কলা ফেলিয়া খোসা খাওয়াইয়া ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ পরামানন্দে তাহাই ভক্ষণ করিয়া ছিলেন! কিন্তু আমার তেমন ভক্তি কৈ? এক ব্যক্তি ভোজনে বসিয়া প্রত্যেক খাদ্য বদনে তুলিয়া স্বাদ গ্রহণ করত উৎসৃষ্ট খাদ্য নারায়ণকে অর্পণ করিতেছে দেখিয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি? তুমি এ কি করিতেছ? যে নারায়ণকে সর্ব্ব খাদ্য নিবেদন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয়, তাঁহাকেই তুমি তোমার প্রসাদ প্রদান করিতেছ কেন?—ইহাতে তোমার পাপ হইতেছে না?—তাহাতে সে ব্যক্তি উত্তর করিল মহাশয়!—যিনি পরম পূজ্য—অতিবড় মান্য, ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র তাঁহাকে কেমন করিয়া অজানিত দ্রব্য প্রদান করিব?—যাহার গুণাগুণ জানিনা যাহার উৎকর্ষানুৎকর্ষে সন্দেহ আছে—যে সব খাদ্য বা ব্যঞ্জন সুপরিপক্ক কি না জানিনা তাহা কেমন করিয়া আমার প্রিয়তমকে প্রদান করিব? তাই স্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিতেছি কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ। যেটা আমার ভাল লাগিতেছে তাহাই তাঁহাকে অর্পণ করিতেছি। নারদ তাহার নিকট এই ভক্তিযোগ শিক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমার ভরসা কতকটা সেই প্রকারের। কিন্তু সে ভালটী বাছিয়া দিত, আমার যে সবই মন্দ, তবে দিই কি?—

আরও আশা আছে। প্রহ্লাদ বিষ জানিয়াও তাহা নারায়ণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দৃষ্টি করিলে বিষও অমৃত হয়। ভগিনিগণ! তাই এ বিষদিগ্ধ দেহও অসঙ্কোচে তাঁহাকে অর্পণ করিতেছি; তিনি এ নগণ্যা দাসীকে চরণে স্থান দিন ইহাই প্রার্থনা—ইহাই কামনা!—তাহার উপর, আরও কামনা—আমার সর্ব্ব কামনার অবসান হউক,—এমন দিন হবে কি বোঁন!—এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া অতি দিন হীনা হইয়া থাকি।

গয়ায় যে, যে ফল দান করিয়া আসে সে জীবনে আর কথনও তাহা ভক্ষণ বা উপভোগ করেনা। ভগিনিগণ! আশীর্ব্বাদ কর যেন বিষ্ণু পাদপদ্মে আমার জীবন যৌবন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফল দান করিয়া তাহা আর গ্রহণ না করি—তাহা অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করি। কবে সে দিন আসিবে বোন!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
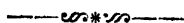
প্রভু আমার বিদেশে। তিনি আমায় অকন্মাৎ গৃহত্যাগের দিনই পরিত্যাগ করিয়াছেন—এতদিন কেবল আমি

ছাড়ি নাই। কমলা অনেক দিন ছাড়িয়াছে কিন্তু কমলী ছাড়ে নাই! আমি দুশ্চরিত্রা হইলেও বেশ্যার ন্যায় নবীনত্বের প্রয়াসী নহি। তাঁহার এই আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো ভাবের অনেক প্রতিবাদ করিয়াছি অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াছি অনেক কান্না কাটি করিয়াছি কিছুতেই কিছু হয় নাই; এই সূত্রে আমারও চক্ষু ফুটিল! কত তিরস্কার—কত মার খাইয়াছি এখনও সব সহ্য করি। তিনি বিদেশে থাকেন আমি একাকিনী থাকি আর কাঁদি,— ভগবানের স্মরণ করি। এমন করিয়াও তাঁহার সংস্রব ছাড়িতে পারি না। তাঁহাকে চিঠির উপর চিঠি দিই টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ্ করি। তিনি বড় বিরক্ত হইয়া অভাগিনীর নিকট আসিয়া পৌছেন। কিন্তু "ধরে বেঁধে প্রেম—আর মেজে ঘ'সে রূপ" হয় না! তিনি আমাকে হাজার অশ্রদ্ধা করিলেও আমি তাঁহাকে একদিনের জন্যও ঘৃণা করি নাই। আমি হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন হইতেছি, আমি আমার দুরদৃষ্টকে শত সহস্রবার ধিক্কার দিতেছি আমার দুষ্প্রবৃত্তিকে আমার সর্ব্বদুঃখের আকর জানিয়া অরণ্যে রোদন করিতেছি,—চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছি, তিনি বিদ্বান্ বুদ্ধিমান বলিয়াই আমার এ অত্যাচার সহ্য করিতেছেন। কিন্তু আর বুঝি নয়, আমার শেষের দিন বুঝি ঘুণীয়ে আস্‌চে।

আমি বড় পীড়িত। আমার দেখিবার কেহ নাই।

অর্থ থাকিলেও লোক ডাকি নাই কারণ হয়ত তিনি রাগ করিবেন। এত দিন যাঁর মন যোগাইয়া আসিলাম এই শেষ সময়ে কেন তাঁহার মনে কষ্ট দিয়া যাইব? শুধু তাঁহাকে আসিবার জন্য চিঠির উপর চিঠি দিলাম—তিনি আসিলেন না।—টেলিগ্রাফ্ করিলাম—তবু তিনি আসিলেন না। পুনরায় টেলিগ্রাফ্ করিলাম—তিনি অসিলেন না—ভাবিলাম হয়ত কোন কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত তাই আসিতে পারিলেন না। ইচ্ছা ছিল শেষের দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে করিতে মরিব, তাহা হইল না। পীড়া বড়ই বাড়িয়া উঠিল। মুমূর্ষু অবস্থা!! আমরা থাকিতাম কোন গৃহস্বামিনীর বাড়ীতে। গৃহস্বামিনী আমার মাকে চিঠি দিয়া আনাইলেন। মা আমায় স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলেন। আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলাম। মনে করিয়া ছিলাম—তিনি যেখানে থাকিতেন—যেখানে তাঁহার নানাবিধ পুস্তকাবলী সজ্জিত আছে যেখানে তাঁহার সংস্রবের বর্ত্তমানতা আছে সেইখানেই মরিব; কিন্তু তাহা হইল না—বুঝি চিরজীবনের মত তাঁহার সর্ব্ব সংস্রব ত্যাগ করিয়া চলিলাম। মা আমায় লইয়া চলিলেন। কোথায় যাই-তেছি জানিনা—আবার সাক্ষাৎ হইবে এমন আশা নাই। প্রভো! উদ্দেশে তোমায় আমার চির বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া যাইতেছি যেন আমি তোমার বিষ নয়নে না পড়ি—যেন আমি তোমায় রাখিয়া ইহ ধাম ত্যাগ করি। শত সহস্র

অপরাধ করিয়াছি প্রভু আমায় ক্ষমা কর—দাসীর অপরাধ প্রভু নিজ গুণেই ক্ষমা করেন—তুমি আমার দয়াল প্রভু আমার সে আশা আছে; তাই উদ্দেশে পাদস্পর্শ করিয়া আমার কাতরতা জানাইতেছি আমায় ক্ষমা করুন। আমার কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি অতি দুর্ব্বল হইলেও আমার শেষ কথা অতিকষ্টে লিখিয়া রাখিয়া গেলাম—তুমি একবার ইহা পাঠ করিলেই আমার সর্ব্ব সার্থক—আমার জন্ম সফল হইবে!

আশীর্ব্বাদ করুন যেন এই অঙ্কেই কলঙ্ক কাহিনী সমাপ্ত হয়। মনে বড় দুঃখ রহিল—শেষের দিনে চরণ দর্শন পাইলাম না। সকলই তাঁহার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

উপসংহার।

বিদেশে শত ক্রেশ দূরে তাহার প্রভু স্বপ্নে দেখিলেন যেন অতি দীনা, মলিনা, বিষণ্ণা হইয়া হতভাগিনী তাহার শয্যা পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। মুখে কথা নাই, চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল! কি যেন বলিতে আসিয়াছিল বলিতে পারিল না। এমন সময় কতিপয় প্রকাণ্ড ভীমকায় পুরুষ সহসা আসিয়া জলন্ত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লৌহশলাকায় তাহার শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিল তখন সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল আমায় রক্ষা কর! "রক্ষা কর!—প্রাণ যায়! প্রাণ যায়!!!" ভয়ে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন স্বপ্ন দর্শনের রাত্রিতে হতভাগিনী অযত্নে অশ্রদ্ধায়—অসহায় অবস্থায় স্থানান্তরে দেহত্যাগ করিয়াছে।

সম্পূর্ণ।